কোষ্ঠী-দেখা

জ্যোতি বাচস্পতি

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

১৩৩৭

দু'টাকা

উৎসর্গ

স্বর্গীয় হরেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর উদ্দেশ্যে

হরেন দা,

আজ আপনি যেখানে সেখানে এ বই পৌঁছুবে না, কিন্তু, আমার অন্তরের প্রীতিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা পৌঁছবে। গোড়াতে আপনার উৎসাহ না পেলে, জ্যোতিষের বই লেখা কোথায় থাক্‌ত ?

হয়ত, এ এখন আপনার কাছে অর্থহীন, কিন্তু তবু হৃদয়ের প্রীতি নিবেদন না কোরে পারলুম না। ইতি—

চিরকৃতজ্ঞ

গ্রন্থকার

ভূমিকা

এ পর্য্যন্ত কোষ্ঠীর বিচার সম্বন্ধে যত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তার অধিকাংশই সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে অনুবাদ মাত্র। আমি এই গ্রন্থে একটু নূতন প্রণালী অবলম্বন করেছি। আমার অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি যে, আমাদের হিন্দু জ্যোতিষের দৃষ্টি, সম্বন্ধ, প্রভৃতির ফল যেমন মেলে, পাশ্চাত্য জ্যোতিষের Trine, Sextile, প্রভৃতি Aspectএর ফলও তেমনি মেলে। কাজেই, এ দুয়ের কোনটাকেই বাদ দেওয়া চলে না। এই গ্রন্থে রাশিস্থ গ্রহের এবং ভাবস্থ গ্রহের ফল এ সবের দিকে লক্ষ্য রেখেই লেখা হয়েছে।

সাধারণ শিক্ষিত লোক, যাঁরা জ্যোতিষের কিছুই জানেন না, তাঁদের জন্যই এই গ্রন্থ লেখা। সহজে কি কোরে ফল মেলানো যায়, এবং কত ফল মেলানো যায়, তা এই বই পড়ে, যিনিই যে কোন কোষ্ঠী বিচার করবেন, তিনিই বুঝতে পারবেন।

আমার নূতন ভঙ্গীতে জ্যোতিষের বই লেখা দেখে, অনেকেই ব'লে থাকেন শুনতে পাই যে, আমার বইগুলি সব ইংরাজির অনুবাদ। যাঁরা একথা বলেন, তাঁদের প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, ইংরাজি গ্রন্থগুলি যেমন বর্ত্তমান ইংরাজি-জানা পাঠকের চিন্তাধারা অনুসরণ কোরে লেখা হয়েছে, আমি আমার গ্রন্থগুলিতে তেমনি বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিত বাঙালীর মনোভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে শব্দ-বিন্যাস করেছি। সে হিসাবে, আমার গ্রন্থগুলি ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদ না হলেও, ইংরেজ গ্রন্থকারের অনুকরণে লেখা বলা চলে। অবশ্য, আমার গ্রন্থগুলিতে যা কিছু লেখা,

সবই আমার ব্যক্তিগত অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতার ফল। যাঁরা ইংরাজি গ্রন্থ পড়েছেন, তাঁরা দেখতে পাবেন যে, ইংরাজি গ্রন্থে যার যা ফল লেখা আছে, অনেক জায়গায় তার বিপরীত ফলই আমি লিখেছি।

আমার অভিজ্ঞতার ফল, চতুর্দ্দশ শতাব্দীর চিন্তাধারা অনুসরণ না কোরে, বিংশ শতাব্দীর বাঙালীর জন্য বিংশ শতাব্দীর বাংলা ভাষায় লিপিবদ্ধ কোরে যদি কোন অপরাধ কোরে থাকি, তার দণ্ড মাথা পেতে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, এ বইখানি ফলিত জ্যোতিষকে সহজ এবং সুপ্রাপ্য করতে যদি কিছুমাত্রও সাহায্য করে, তাহলে আমার সকল পরিশ্রম সার্থক মনে করব। ইতি

জ্যোতিষ গবেষণা মন্দির,
৫৬, হালদারপাড়া রোড, কালীঘাট,
১৫ই মাঘ, ১৩৩৭

গ্রন্থকার

সূচী

ভুল

২য় পৃষ্ঠায় ছকটিতে "প্র ২২ বং" এর জায়গায় "প্র ১১ বং" হবে।

কোষ্ঠী-দেখা

গণিত অংশ

এক ব্যক্তি জ্যোতিষের কিছুই জানেন না। জ্যোতিষে অভিজ্ঞ তাঁর এক বন্ধু, তাঁর জন্ম সময় চেয়ে নিয়ে, এই রকম একটি ছক্ এবং এই রকম কতকগুলি অঙ্ক একখানা কাগজে লিখে, তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন—

শকাব্দাঃ ১৮০১।১১।৭।২৪।১৫

		গ্রহস্ফুট	ভাবস্ফুট
৩০।০	জন্মস্থান কলিকাতা	র ১১।৭।৫৮	লং ৪।৫।২৭
৭ ৬ ৫	অক্ষাংশ ২২।৩৩ উ	চ ২।২৩।১১	২য় ৫।৩।২৭
৯ ৮ ৫০	দেশান্তর ৮৮।২৪ পূ	ম ১।২৫।২৯	৩য় ৬।৪।২৭
৩৯ ১৫ ৪৩		বু ১১।২১।২৪	৪র্থ ৭।৫।২৭
২৫ ২ ৮		বৃ ১১।৪।৩৩	৫ম ৮।৬।৩৭
জাতাহঃ		শু ১০।৮।৪	৬ষ্ঠ ৯।৬।৩৭
		শ ১১।২৪।১০	৭ম ১০।৫।২৭
বিংশোত্তরী দশা	অষ্টোত্তরী দশা	রা ৮।১৯।৩৪	৮ম ১১।৩।২৭
ভোগ্য	ভোগ্য	কে ২।১৯।৩৪	৯ম ০।৪।২৭
বৃ ১২।২।৫	চ ১০।৩।১৫	প্র ৪।১৩।৪৪	১০ম ১।৫।২৭
		ব ০।১৮।২	১১শ ২।৬।৩৭
			১২শ ৩।৬।৩৭

এরই মধ্যে তাঁর জন্ম-তারিখ, জন্ম-সাল, জন্ম মাস, জন্ম-রাশি, এবং জন্ম-সময়ের সূক্ষ্ম গ্রহসংস্থান লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু ব্যক্তিটির জ্যোতিষে মোটে জ্ঞান না থাকায়, তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না। এখন, তিনি যদি এটি বুঝতে চান, তাহলে তাঁকে কি কি শিখতে অথবা জানতে হবে ?—এবং কি রকম ভাবে শেখা সহজ হবে ?

শকাব্দার পরে যে অঙ্কগুলি আছে

ছকটির নীচে যে শকাব্দাঃ ১৮০১।১১।৭।২৪।১৫ লেখা আছে, তার মানে বোঝা খুব সহজ। ঐটি দিয়ে সংক্ষেপে জন্মের তারিখ এবং সময় জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

প্রথম অঙ্কটি হচ্ছে 'শকাব্দের'।—হিন্দু জ্যোতিষে গণনার ব্যাপারে শকাব্দের দরকার হত ব'লে, কোষ্ঠী-ঠিকুজীতে শকাব্দের উল্লেখই করা হয়ে থাকে। শকাব্দ থেকে ৫১৫ বাদ দিলে, আমাদের বাংলা সন হয়। উপরে যে শকাব্দ দেওয়া আছে, তা থেকে ৫১৫ বাদ দিলে—হয় ১২৮৬। এইটেই বাংলা সন। এতে বোঝা যাচ্চে, ব্যক্তিটির সন ১২৮৬ সালে জন্ম। শকাব্দের পরের অঙ্কগুলি যথাক্রমে গত মাস, গত দিন, গত দণ্ড ও গত পলের সংখ্যা। ঐ ছকটির নীচে যে দেওয়া আছে ১৮০১। ১১। ৭। ২৪।১৫, তার মানে তাহলে দাঁড়ায়—১৮০১ শকাব্দের ১১ মাস ৭ দিন ২৪ দণ্ড ১৫ পল গত হলে, ঐ ব্যক্তির জন্ম হয়েছে। অবশ্য, চৈত্র মাসের সংক্রান্তির পর থেকে, অর্থাৎ ১লা বৈশাখ থেকে মাস গণনা করা হয়ে থাকে। অতএব, ১১র অর্থ এখানে ১১ মাস গতে দ্বাদশ মাস অর্থাৎ চৈত্র মাস; ৭এর অর্থ ৭দিন গতে অর্থাৎ ৮ম দিন, আর ২৪।১৫ মানে সূর্য্যোদয় থেকে ২৪ দণ্ড ১৫ পল

গত হলে। কাজেই ১৮০১।১১।৭।২৪।১৫ অঙ্কগুলি এই বোঝাচ্ছে যে, বাংলা ১২৮৬ সনের ৮ই চৈত্র, সূর্য্যোদয় থেকে ২৪ দণ্ড ১৫ পল গত হলে ঐ ব্যক্তির জন্ম হয়েছিল।

দণ্ড-পল ও ঘণ্টা-মিনিট

এখন আমরা সময় বোঝাতে হলে, ঘণ্টা-মিনিট-সেকেণ্ড দিয়ে যেমন তা নির্দ্দেশ করি, আগে তেমনি আমাদের দেশে দণ্ড-পল-বিপল দিয়ে সময় নির্দ্দেশ করা হত। এখন আমরা ঘণ্টা-মিনিট দিয়ে জানাই, রাত্রি ১২টা বা বেলা ১২টা থেকে ক' ঘণ্টা ক' মিনিট গত হয়েছে, যখন বলি, সকাল ৮টা ২৫ মিনিট—আমরা তা দিয়ে জানাতে চাই যে, রাত্রি ১২টার পর ৮ ঘণ্টা ২৫ মিনিট সময় চলে গেছে। আবার যখন বলি, বিকাল ৩টা ১৫ মিনিট—তখন জানাতে চাই যে, বেলা ১২টার পর ৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট কেটে গেছে। রাত্রি ১২টার পরের ঘণ্টাগুলিকে বোঝাবার জন্য, ইংরাজিতে ঘণ্টা-মিনিটের পাশে এ-এম্ বসানো হয় এবং বেলা ১২টার পরের ঘণ্টাগুলিকে বোঝাবার জন্য, পি-এম্ লেখা হয়। বাংলাতে, তার বদলে, যথাক্রমে সকাল ও বিকাল শব্দ দু'টি ব্যবহার করা চলতে পারে।

আগে, আমাদের দেশে দণ্ডপল দিয়ে জানানো হত, সূর্য্যোদয় থেকে কত দণ্ড কত পল চলে গেছে।

এখনকার ঘণ্টা মিনিটের মাপ—

৬০ সেকেণ্ডে—এক মিনিট
৬০ মিনিটে— এক ঘণ্টা
২৪ ঘণ্টায়— একদিন

তখনকার দণ্ড পলের মাপ ছিল—

৬০ বিপলে—এক পল

৬০ পলে— এক দণ্ড

৬০ দণ্ডে— এক দিন

কাজেই— ২॥ বিপল = ১ সেকেণ্ড

২॥ পল = ১ মিনিট

২॥ দণ্ড = ১ ঘণ্টা

অথবা—

$\frac{২}{৫}$ ঘণ্টা বা ২৪ মিনিট = ১ দণ্ড

$\frac{২}{৫}$ মিনিট বা ২৪ সেকেণ্ড = ১ পল

$\frac{২}{৫}$ সেকেণ্ড বা ২৪ থার্ড = ১ বিপল

উপরে লেখা শকাব্দের পরের অঙ্কগুলি মধ্যে আমরা পেয়েছি, স্থর্য্যাদয়ের পর ২৪ দণ্ড ১৫ পল গতে জন্ম। ২৪ দণ্ড ১৫ পলকে, উপরের লেখা আর্য্যা দিয়ে ঘণ্টা মিনিট করলে, হয় ৯ ঘণ্টা ৪২ মিনিট। অতএব, স্থর্য্যোদয়ের পর ৯ ঘণ্টা ৪২ মিনিট গত হলে, জন্ম হয়েছিল। একে ঘড়ির সময় কোরে দেখতে হলে, আমাদের দেখতে হবে, সেদিন ক-টার সময় স্থর্য্যোদয় হয়েছিল। সেদিন স্থর্য্যোদয়ের সময় পাঁজিতে আছে ৬টা ৮ মিঃ। তার সঙ্গে ৯ ঘণ্টা ৪২ মিনিট যোগ করলে, হয় ১৫ ঘণ্টা ৫০ মিনিট। অতএব, বিকাল ৩টা ৫০ মিনিটের সময় ঐ ব্যক্তির জন্ম হয়েছে।

জাতাহঃ

ছকটির নীচে বাঁ-পাশে যে কতকগুলি অঙ্কের সারি এবং তার নীচে জাতাহঃ লেখা হয়েছে—তার মানে কি? জাতাহঃ মানে

জন্মদিন। অঙ্কগুলি দিয়ে, জন্ম-দিনের দিন-পঞ্জিকা অর্থাৎ বার, তিথি, নক্ষত্র ইত্যাদি জানানো হয়েছে। উপরেই যে ৩০।০ লেখা আছে, তার মানে, ঐ দিন দিনের স্থায়িত্ব ৩০ দণ্ড ০ পল ছিল। তা থেকে আমরা বুঝতে পারি, সেদিন রাত্রির স্থায়িত্বও তাই ছিল। কেন না, দিনরাত্রি মিলিয়ে ৬০ দণ্ড—অতএব, দিন যদি হয় ৩০ দণ্ড, রাত্রিও হবে ৩০ দণ্ড। দিনের স্থায়িত্ব যত দণ্ড যত পল হয়, জোতিষের ভাষায় তত দণ্ড তত পল সেই দিনের **দিনমান**। ৬০ দণ্ড থেকে দিনমান বাদ দিলে, হয় **রাত্রিমান** বা নিশামান। দিনমানের নীচে তিন সারি অঙ্কপাত করা আছে। ঐ অঙ্কগুলি সোজা না পড়ে, উপর থেকে নীচে পড়ে আসতে হবে। তিনটি সারিতে এই হিসাবে অঙ্কপাত করা থাকে—

১ম সারি	২য় সারি	৩য় সারি
বারের সংখ্যা	নক্ষত্রের সংখ্যা	যোগের সংখ্যা
তিথির সংখ্যা	দণ্ড	দণ্ড
দণ্ড	পল	পল
পল	করণের সংখ্যা	তারিখ

এই তিনটি সারির অঙ্কপাত-গুলি পড়তে হলে, বার, তিথি, নক্ষত্র, করণ ও যোগের নাম এবং সংখ্যা জানা চাই।

বার সাতটি—

(১) রবি (২) সোম (৩) মঙ্গল (৪) বুধ (৫) বৃহস্পতি (৬) শুক্র (৭) শনি

আলোচ্য কোষ্ঠীটিতে জাতাহের উপরে বারের সংখ্যা আছে ৭। অতএব বুঝতে হবে, ঐ ব্যক্তির জন্মদিন শনিবার।

তিথি তিরিশটি—

পনেরোটি শুক্লপক্ষের এবং পনেরোটি কৃষ্ণপক্ষের। তিথিগুলির নাম ও সংখ্যা—

শুক্লপক্ষ

(১) প্রতিপদ্ (২) দ্বিতীয়া (৩) তৃতীয়া (৪) চতুর্থী (৫) পঞ্চমী (৬) ষষ্ঠী (৭) সপ্তমী (৮) অষ্টমী (৯) নবমী (১০) দশমী (১১) একাদশী (১২) দ্বাদশী (১৩) ত্রয়োদশী (১৪) চতুর্দ্দশী (১৫) পূর্ণিমা।

কৃষ্ণপক্ষ

(১৬) প্রতিপদ্ (১৭) দ্বিতীয়া (১৮) তৃতীয়া (১৯) চতুর্থী (২০) পঞ্চমী (২১) ষষ্ঠী (২২) সপ্তমী (২৩) অষ্টমী (২৪) নবমী (২৫) দশমী (২৬) একাদশী (২৭) দ্বাদশী (২৮) ত্রয়োদশী (২৯) চতুর্দ্দশী (৩০) অমাবস্যা।

জাতাহের প্রথম সারিতে তিথির সংখ্যায় আছে ৯। কাজেই, বুঝতে হবে, ঐ ব্যক্তির জন্মদিনে শুক্লপক্ষের নবমী তিথি ছিল।

নক্ষত্র সাতাশটি—

তাদের নাম ও সংখ্যা—

(১) অশ্বিনী (২) ভরণী (৩) কৃত্তিকা (৪) রোহিণী (৫) মৃগশিরা (৬) আর্দ্রা (৭) পুনর্ব্বসু (৮) পুষ্যা (৯) অশ্লেষা (১০) মঘা (১১) পূর্ব্বফল্গুনী (১২) উত্তর ফল্গুনী (১৩) হস্তা (১৪) চিত্রা (১৫) স্বাতী (১৬) বিশাখা (১৭) অনুরাধা (১৮) জ্যেষ্ঠা (১৯) মূলা (২০) পূর্ব্বাষাঢ়া

(২১) উত্তরাষাঢ়া (২২) শ্রবণা (২৩) ধনিষ্ঠা (২৪) শতভিষা (২৫) পূর্ব্বভাদ্রপদ (২৬) উত্তরভাদ্রপদ (২৭) রেবতী

দ্বিতীয় সারিতে, নক্ষত্রের সংখ্যায় জায়গায়, আছে ৬। অতএব, বুঝতে হবে, ঐ ব্যক্তির জন্মদিনে আর্দ্রা নক্ষত্র ছিল।

করণ এগারটি—

তার মধ্যে সাতটিকে বলে চর করণ—সেগুলি সংখ্যা দিয়ে দেখানো হয়। বাকি চারটিকে বলা হয় ধ্রুব করণ—সেগুলি নামের আদ্যক্ষর দিয়ে নির্দ্দেশ করা হয়।

চর করণ সাতটির নাম ও সংখ্যা—

(১) বব (২) বালব (৩) কৌলব (৪) তৈতিল (৫) গর (৬) বণিজ (৭) বিষ্টি।

ধ্রুব করণ চারটির নাম ও সাঙ্কেতিক অক্ষর—

(শং) শকুনি (চং) চতুষ্পদ (নাং) নাগ (কিং) কিস্তুঘ্ন।

দ্বিতীয় সারিতে, করণের সংখ্যার জায়গায়, আছে ২। অতএব, বুঝতে হবে, ঐ ব্যক্তির জন্মদিনে বালব করণ ছিল।

যোগ সাতাশটি—

তাদের নাম ও সংখ্যা—

(১) বিষ্কুম্ভ (২) প্রীতি (৩) আয়ুষ্মান্ (৪) সৌভাগ্য (৫) শোভন (৬) অতিগণ্ড (৭) সুকর (৮) ধৃতি (৯) শূল (১০) গণ্ড (১১) বৃদ্ধি (১২) ধ্রুব (১৩) ব্যাঘাত (১৪) হর্ষণ (১৫) বজ্র (১৬) অসৃক্ (১৭) ব্যতীপাত

(১৮) বরীয়ান্ (১৯) পরিঘ (২০) শিব (২১) সিদ্ধ (২২) সাধ্য (২৩) শুভ (২৪) শুক্র (২৫) ব্রহ্ম (২৬) ইন্দ্র (২৭) বৈধৃতি।

আমাদের আলোচ্য কোষ্ঠীটির তৃতীয় সারিতে, যোগের সংখ্যা আছে ৫। অতএব, বুঝতে হবে, ঐ ব্যক্তির জন্মদিনে শোভন যোগ ছিল।

তিথি, নক্ষত্র ও যোগের নীচে যে দণ্ড পল দেওয়া আছে, তা থেকে বুঝতে হবে—ঐ ঐ তিথি, নক্ষত্র এবং যোগ জন্মস্থানের সূর্য্যোদয় থেকে অত দণ্ড অত পল পর্য্যন্ত ছিল। ঐ সময়ের পরে, তার পরবর্ত্তী তিথি নক্ষত্র ও যোগ আরম্ভ হয়েছে। *

অতএব—

৩০।০

৭	৬	৫
৯	৮	৫০
৩৯	১৫	৪৩
২৫	২	৮

জাতাহঃ

এটা স্পষ্ট কোরে ভাষায় লিখতে হলে, লিখতে হবে—

জন্মদিনে—দিনমান ৩০ দণ্ড। বার—শনি। শুক্লপক্ষের নবমী তিথি সূর্য্যোদয় থেকে ৩৯ দণ্ড ২৫ পল পর্য্যন্ত (তার পর শুক্লপক্ষের দশমী)।

---

* আমাদের দেশে সাধারণ আচার্য্যেরা যে সকল কোষ্ঠী তৈরী কোরে থাকেন, তাতে যেখানেই জন্ম হোক্—কলকাতার পাঁজি থেকে জাতাহটি অবিকল নকল কোরে দেওয়া হয়—কিন্তু, তা বড়ই ভুল। কেননা, কলকাতার পাঁজিতে কলকাতার সূর্য্যোদয় থেকে দণ্ডাদি দেওয়া থাকে, আর কোষ্ঠীতে দেওয়া উচিত জন্মস্থানের সূর্য্যোদয় থেকে।

আর্দ্রা নক্ষত্র সূর্য্যোদয় থেকে ৮ দণ্ড ১৫ পল পর্য্যন্ত (তার পর পুনর্ব্বসু নক্ষত্র)। সূর্য্যোদয়ের সময় করণ ছিল বালব। শোভন যোগ সূর্য্যোদয় থেকে ৫০ দণ্ড ৪৩ পল (তার পর অতিগণ্ড যোগ)। তারিখ ৮ই।

কাজেই, জাতাহের উপরে যে সাঙ্কেতিক অঙ্কপাত করা আছে, তা বুঝতে হলে, বার, তিথি, নক্ষত্র, করণ এবং যোগ—এই পাঁচটি জিনিষের নাম ও সংখ্যা মুখস্থ থাকা দরকার—নইলে, তা বোঝা যাবে না। এই পাঁচটি জিনিষকে জ্যোতিষের ভাষায় বলে **পঞ্চাঙ্গ**। পঞ্চাঙ্গ থেকেই পঞ্জিকা নাম হয়েছে। হিন্দী ভাষায় পঞ্জিকাকে এখনও পঞ্চাঙ্গই বলা হয়।

উপরের ছকটিতে খালি জাতাহ দেওয়া হয়েছে। কোন কোন কোষ্ঠীতে জাতাহের সঙ্গে আবার পূর্ব্বাহ ও পরাহ অর্থাৎ জন্মের পূর্ব্বদিন ও পরদিনের পঞ্চাঙ্গও দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু কোষ্ঠীতে যদি গ্রহস্ফুট লেখা হয়, তাহলে এই জাতাহ, পূর্ব্বাহ ও পরাহগুলি একেবারে নিষ্প্রয়োজন। এর মধ্যে দরকার শুধু বার আর দিনমান।

ছক, জন্মকুণ্ডলী বা জন্মচক্র

গোড়াতেই যে ছকটি দেওয়া আছে, তাতে কোরে বোঝানো হয়েছে, জন্মসময়ে কোন্ গ্রহ কোন্ রাশিতে এবং কোন্ নক্ষত্রে ছিল। নক্ষত্রের নাম ও সংখ্যা আগেই বলা হয়েছে।

রাশি বারটি—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন।

এই রাশি বারটির নাম ছকে থাকে না—রাশিগুলি বোঝানো

হয় নির্দ্দিষ্ট ঘর দিয়ে। অর্থাৎ, ঐ রকম একটি ছক পেলেই বুঝতে হবে—একেবারে উপরের চৌকো ঘরটি মেষ, এবং তারপর থেকে বাঁ দিকে (ঘড়ির কাঁটা যে-ভাবে চলে তার উল্টোদিকে), পর পর ঘরগুলি বৃষ, মিথুন, কর্কট ইত্যাদি হবে। সুবিধার জন্য, ছকের কোন ঘরটি কি রাশি, তা লিখে দেখানো হল।

যে রাশিতে যে গ্রহ আছে, এই ছকে সেই রাশির ঘরে সেই গ্রহের আদ্যক্ষর লিখতে হয়।

ফলিত জ্যোতিষের মতে **গ্রহ এগারটি**—রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু, প্রজাপতি ও বরুণ। প্রত্যেক গ্রহের গোড়ার অক্ষরটি দিয়ে সেই গ্রহকে বোঝানো হয়—যেমন র

লিখলেই বোঝায় রবি, কে লিখলে কেতু, বৃ লিখলে বৃহস্পতি, ব লিখলে বরুণ, ইত্যাদি।

কোন্ গ্রহ কোন্ নক্ষত্রে আছে, তা বোঝানো হয়ে থাকে, গ্রহের অক্ষরের পাশে নক্ষত্রের সংখ্যা লিখে। এখন দেখা যাক্, গোড়াতে যে ছকটি দেওয়া হয়েছে, আমরা যা শিখেছি তা দিয়ে সেটি বোঝা যায় কি না।

সুবিধার জন্য ছকটি আবার লেখা হল—

ম ৫ চ ৭ কে ৬	ব ২	র ২৬ বৃ ২৬ বু ২৭ বং শ ২৭ শু ২৪
লং প্র ১১ বং		রা ২০

মেষ রাশিতে আছে ব ২—তার মানে বরুণ ভরণী নক্ষত্রে মেষ-রাশিতে আছেন; তেমনি মঙ্গল আছেন বৃষ রাশিতে ৫ নক্ষত্রে অর্থাৎ মৃগশিরা নক্ষত্রে; চন্দ্র আছেন মিথুনে ৭ অর্থাৎ পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে; কেতু ঐ মিথুনেই ৬ অর্থাৎ আর্দ্রা নক্ষত্রে; কর্কটে কিছু নেই; সিংহে আছে লং

আর প্র ১১ বং—প্র মানে প্রজাপতি, ১১ মানে পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র, কিন্তু বং মানে বোঝা যাচ্চে না—এবং উপরে যে লং আছে তাও বোঝা গেল না ; সে কথা পরে বলছি। তার পর কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকে কিছুই নেই। ধনুতে আছে, রাহু ২০অর্থাৎ পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে ; মকরে কিছু নেই ; কুম্ভে, শুক্র ২৪ অর্থাৎ শতভিষা নক্ষত্রে; মীনে, রবি আর বৃহস্পতি আছেন ২৬ অর্থাৎ উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে আর শনি আছেন ২৭ অর্থাৎ রেবতী নক্ষত্রে, বুধও ঐ খানে আছেন ২৭ অর্থাৎ রেবতী নক্ষত্রে, কিন্তু তার পাশেও বং লেখা আছে।

এই বং অক্ষরটির মানে হচ্ছে বক্রী। বক্রী কথার মানে বক্রগতি অর্থাৎ উল্টোদিকে গতি। সাধারণতঃ, গ্রহেরা মেষের পর বৃষ তার পর মিথুন এইভাবে, অর্থাৎ সোজাভাবে রাশিচক্রে সরে সরে গিয়ে, সমস্ত রাশি চক্রটা বেড় দিয়ে ঘুরে আসে। এইভাবে সমস্ত রাশিচক্র ঘুরে আসতে, কোন গ্রহের হয়ত সাতাশ দিন, আবার কোন গ্রহের হয়ত ১৬৮ বৎসর লাগে। কিন্তু রাহু ও কেতু এই দুই গ্রহের গতি উল্টোদিকে—অর্থাৎ তারা মেষের পর বৃষ, তার পর মিথুন, এইভাবে না চ'লে—মেষের পর মীন, তার পর কুম্ভ, তার পর মকর এই রকম উল্টোভাবে চলে। রবি চন্দ্র ছাড়া অন্য সব গ্রহ, সোজা চলতে চলতে মাঝে থেমে গিয়ে, দিনকতক উল্টো চলে—তার পর আবার থেমে সোজা-পথে চলে। গ্রহ যখন সোজা চলে, তখন তাকে বলে **মার্গী** বা সরল-গতি, আর যখন উল্টো চলে, তখন তাকে বলে **বক্রী** বা বক্র-গতি।

মনে রাখতে হবে—

রবি আর চন্দ্র সব সময়েই সরল-গতি বা মার্গী।

রাহু আর কেতু সব সময়েই বক্র-গতি বা বক্রী।

অন্য সব গ্রহ কখনো মার্গী, কখনো বক্রী।

লং মানে লগ্ন। লগ্ন জিনিষটা কি, তা ভাবস্ফুট বোঝাবার সময় বলব।

গ্রহস্ফুট

গ্রহস্ফুট হেডিং দিয়ে তার নীচে যে, র ১১।৭।৫৭, চ ২।২৩।১১ প্রভৃতি লেখা হয়েছে, এইবার আমাদের বুঝতে হবে তার অর্থ কি। স্ফুট মানে স্পষ্ট—সেই জন্য গ্রহস্ফুটকে গ্রহস্পষ্টও বলা হয়। ছকটিতে দেওয়া আছে, কোন্ গ্রহ কোন্ রাশিতে এবং কোন্ নক্ষত্রে আছে—কিন্তু, সেই রাশি বা নক্ষত্রের ঠিক কোন্ জায়গায় আছে, ছক দেখে তা বোঝবার উপায় নেই। একটা রাশি অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকে। একটা গ্রহ কোন্ রাশির কোন্ জায়গায় আছে, তা স্পষ্ট জানতে হলে, রাশিটিকে ভাগ কোরে নেওয়া দরকার। এইজন্য, প্রত্যেক রাশিকে ত্রিশ অংশে ভাগ করা হয়েছে—এবং আরও সূক্ষ্মভাবে বোঝবার জন্য, প্রত্যেক অংশকে ষাট কলায় এবং প্রত্যেক কলাকে ৬০ বিকলায় ভাগ করা হয়েছে। অর্থাৎ মেনে নেওয়া হয়েছে—

৬০ বিকলায়	১ কলা
৬০ কলায়	১ অংশ
৩০ অংশে	১ রাশি

গ্রহস্ফুট হেডিং দিয়ে তার নীচে যে অঙ্কপাত করা আছে, তা দিয়ে গ্রহটীর সঠিক অবস্থান বুঝতে পারা যায়। অতএব, গ্রহস্ফুট মানে গ্রহের সঠিক বা স্পষ্ট অবস্থান।

এখন দেখা যাক্, অঙ্কগুলি দিয়ে আমরা প্রত্যেক গ্রহের সঠিক অবস্থান বুঝতে পারি কি না। অঙ্কগুলি এই রকম আছে—

র ১১।৭।৫৮ ; চ ২।২৩।১১ ; ম ১।২৫।২৯ ;
বু ১১।২১।২৪ ; বৃ ১১।৪।৩৩ ; শু ১০।৮।৪ ;
শ ১১।২৪।১০ ; রা ৮।১৯।৩৪ ; কে ২।১৯।৩৪ ;
প্র ৪।১৩।৪৪ ; ব ০।১৮।২ ,

আগে বলেছি যে, গ্রহগুলি পুরো না লিখে, অনেক সময় তাদের নামের আদ্যক্ষর লেখা হয়। এখানেও তাই করা হয়েছে—র,চ, ম, প্রভৃতি দিয়ে, রবি চন্দ্র মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহকে বোঝানো হয়েছে, এবং তাদের এক একটির পাশের অঙ্কগুলি সেই সেই গ্রহের অবস্থান নির্দ্দেশ করছে। পাশে তিনটি কোরে সংখ্যা দেওয়া আছে। তার মধ্যে, প্রথম সংখ্যাটি রাশি, দ্বিতীয় সংখ্যাটি অংশ, তৃতীয় সংখ্যাটি কলা নির্দ্দেশ করছে। অতএব র ১১।৭।৫৮ এই সাঙ্কেতিক অঙ্কপাতের মানে, রবি ১১ রাশি ৭ অংশ ৫৮ কলা, চ ২।২৩।১১ মানে, চন্দ্র ২ রাশি ২৩ অংশ ১১ কলা, ইত্যাদি ইত্যাদি। কোন কোন কোষ্ঠীতে, আরও একটি বেশী অঙ্ক থাকে, সেখানে বুঝতে হবে, চতুর্থ অঙ্কটি বিকলার। —যেমন, উপরে যদি থাকত, চ ২।২৩।১১।১৫, তাহলে বুঝতে হত, চন্দ্র ২ রাশি ২৩ অংশ ১১ কলা ১৫ বিকলা।

কিন্তু, রবি ১১ রাশি ৭ অংশ ৫৮ কলা, শুধু এইটুকু বললে, সঠিক কিছু বোঝা যায় না। এর আসল মানে হচ্ছে, রবি মেষের গোড়া থেকে ১১ রাশি ৭ অংশ ৫৮ কলা দূরে আছে। অর্থাৎ মেষের গোড়া থেকে ১১টা রাশি অতিক্রম কোরে দ্বাদশ রাশির ৭ অংশ ৫৮ কলায় রবি আছে। মেষ থেকে আরম্ভ কোরে মীন পর্য্যন্ত বারটি রাশিকে, যথাক্রমে প্রথম রাশি, দ্বিতীয় রাশি, তৃতীয় রাশি প্রভৃতি বলা চলে। অতএব, দ্বাদশ রাশি মানে মীন রাশি। কাজেই, র ১১।৭।৫৮ এর মানে বুঝতে হবে, রবি মীন রাশির গোড়া থেকে ৭ অংশ ৫৮ কলা দূরে আছে। এই রকম

চ ২।২৩।১১ মানে, চন্দ্র মেষের গোড়া থেকে ২ রাশি অতিক্রম কোরে, তৃতীয় রাশির অর্থাৎ মিথুনের ২৩ অংশ ১৬ কলায় আছে। ম ১।২৫।২৯ মানে, মঙ্গল দ্বিতীয় রাশির অর্থাৎ বৃষের ২৫ অংশ ২৯ কলায় আছে। ব ০।১৮।২ মানে বরুণ মেষের গোড়া থেকে একটা রাশিও অতিক্রম করেনি, অর্থাৎ মেষ রাশিতেই আছে, এবং সে আছে মেষের ১৮ অংশ ২ কলায়।

এই স্ফুটের ব্যাপারে, গোড়ায় কী অঙ্ক থাকলে কোন্ রাশিকে বোঝায়, তা দু-চার দিন অভ্যাস করলেই, আপনা আপনি আয়ত্ত হয়ে যাবে। প্রথম শিক্ষার্থীর সুবিধার জন্য, নীচে তা পরিষ্কার কোরে লেখা গেল—

০ মেষ	১ বৃষ	২ মিথুন	৩ কর্কট
৪ সিংহ	৫ কন্যা	৬ তুলা	৭ বৃশ্চিক
৮ ধনু	৯ মকর	১০ কুম্ভ	১১ মীন

অতএব—

র ১১ । ৭ । ৫৮	মানে	রবি	মীনের	৭	অংশ	৫৮	কলায়
চ ২ । ২৩ । ১১	„	চন্দ্র	মিথুনের	২৩	„	১১	„
ম ১ । ২৫ । ২৯	„	মঙ্গল	বৃষের	২৫	„	২৯	„
বু ১১ । ২১ । ২৪	„	বুধ	মীনের	২১	„	২৪	„
বৃ ১১ । ৪ । ৩৩	„	বৃহস্পতি	মীনের	৪	„	৩৩	„
শু ১০ । ৮ । ৪	„	শুক্র	কুম্ভের	৮	„	৪	„
শ ১১ । ২৪ । ১০	„	শনি	মীনের	২৪	„	১০	„
রা ৮ । ১৯ । ৩৪	„	রাহু	ধনুর	১৯	„	৩৪	„
কে ২ । ১৯ । ৩৪	„	কেতু	মিথুনের	১৯	„	৩৪	„
প্র ৪ । ১৩ । ৪৪	„	প্রজাপতি	সিংহের	১৩	„	৪৪	„

ব ০। ১৮। ২ মানে বরুণ মেষের ১৮ অংশ ২ কলায়

ভাবস্ফুট

ভাবস্ফুট হেডিং দিয়ে তার নীচে যে কতকগুলি অঙ্কপাত করা আছে সেগুলিও পড়তে হবে ঠিক গ্রহস্ফুটের মতো।

ভাব বারটি। তাদের নাম যথাক্রমে—লগ্ন, দ্বিতীয় ভাব, তৃতীয় ভাব, চতুর্থ ভাব, পঞ্চম ভাব, ষষ্ঠ ভাব, সপ্তম ভাব, অষ্টম ভাব, নবম ভাব, দশম ভাব, একাদশ ভাব ও দ্বাদশ ভাব।

জ্যোতিষীরা কোন ভাব সম্বন্ধে কিছু বলতে বা লিখতে গেলে, অনেক সময় 'ভাব' শব্দটির উল্লেখ করেন না, কেবল দ্বিতীয়, তৃতীয়, সপ্তম প্রভৃতি বিশেষণগুলিরই ব্যবহার করেন। যথা "শনি তৃতীয় ভাবে আছে, বুধ একাদশ ভাবে আছে" না ব'লে, তাঁরা সংক্ষেপে বলবেন "শনি তৃতীয়ে, বুধ একাদশে"।

ভাবগুলি রাশিচক্রের মধ্যে কল্পিত বারটি বিন্দু। কাজেই, প্রত্যেক ভাব কোন না কোন রাশিতে পড়বেই। আগে বলেছি, স্ফুট মানে স্পষ্ট বা সঠিক অবস্থান। সাধারণতঃ, কোষ্ঠীর ছকে শুধু লগ্ন যে রাশিতে সেই রাশিটিতে লং লেখা হয়—অন্য ভাবগুলি ছকে লেখা থাকে না। যেমন, আমাদের আলোচ্য কোষ্ঠীর ছকটিতে, সিংহে লং লেখা আছে—তার মানে, কোষ্ঠীটির সিংহ লগ্ন। আমাদের দেশের সাধারণ জ্যোতিষীরা যে রাশিতে লং লেখা থাকে, সেইটিতে লগ্ন ধ'রে, তার পরের রাশিতে দ্বিতীয়, দ্বিতীয়ের পরের রাশিতে তৃতীয়, এইরকম কোরেই শুধু বিচার কোরে যান। যেমন, কারো যদি লগ্ন মেষে থাকে, তাহলে তাঁরা দ্বিতীয় ভাব ধরবেন বৃষে, তৃতীয় মিথুনে, চতুর্থ কর্কটে, পঞ্চম সিংহে ইত্যাদি। এ রকম গুণতি হিসাবে ভাব ধরা ঠিক নয়—অন্ততঃ

এতে নির্ভুল বিচার হতে পারে না। যে সব ব্যক্তির আমাদের দেশে জন্ম, তাঁদের কোষ্ঠীতে অধিকাংশ স্থলেই এইরকম হয়ে থাকে বটে, কিন্তু, অনেক সময় এর ব্যতিক্রমও হয়। কাজেই, ভাবস্ফুট বা প্রত্যেক ভাব-বিন্দুর সঠিক অবস্থান জানা দরকার।

আমাদের আলোচ্য কোষ্ঠীতে "ভাবস্ফুট" হেডিংএর নীচে, যে অঙ্কগুলি আছে, তার মানে এইরকম—

লং ৪।৫।২৭ মানে লগ্ন সিংহের ৫ অংশ ২৭ কলায়
২য় ৫।৩।২৭ „ দ্বিতীয় কন্যার ৩ " ২৭ „
৩য় ৬।৪।২৭ „ তৃতীয় তুলার ৪ „ ২৭ „
৪র্থ ৭।৫।২৭ " চতুর্থ বৃশ্চিকের ৫ „ ২৭ „
ইত্যাদি ইত্যাদি

এই কোষ্ঠীটিতে ভাবগুলি ঠিক পর পর রাশিতেই পড়েছে। *

তাহলে, এই ছকটির সঙ্গে যে সমস্ত অঙ্কপাত করা আছে, তার সবই প্রায় আমরা পড়তে শিখলুম—বাকি রইল শুধু জন্ম-স্থান এবং বিংশোত্তরী দশা ও অষ্টোত্তরী দশা।

অক্ষাংশ ও দেশান্তর

প্রত্যেক কোষ্ঠীর সঙ্গে জন্মস্থানের অক্ষাংশ ও দেশান্তর দেওয়া দরকার। গ্রহস্ফুট, ভাবস্ফুট, সূর্য্যোদয়, সূর্য্যাস্ত, দিনমান প্রভৃতি কসতে হলে, এগুলি কাজে লাগে। এই অক্ষাংশ ও দেশান্তর দিয়ে, পৃথিবীর কোন্ জায়গায় জন্ম হয়েছে, তা বোঝানো হয়ে থাকে। যাঁরা ভূগোল

* ভাবস্ফুট ও গ্রহস্ফুট কি কোরে কসতে হয়, তা মৎ-প্রণীত "সরল জ্যোতিষ" গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে লেখা হবে।

পড়েছেন, তাঁদের একথা বলা বাহুল্য যে, অক্ষাংশ (Latitude) দিয়ে বোঝানো হয় যে, স্থানটি বিষুব-রেখা থেকে উত্তরে বা দক্ষিণে কতদূরে, এবং দেশান্তর (Longitude) দিয়ে বোঝানো হয়, তা গ্রীনিচের মধ্য-রেখা থেকে পূবে বা পশ্চিমে কত দূরে। পৃথিবী গোল ব'লে, এই দূরত্বগুলি অংশ কলা দিয়ে বোঝানো হয়।

আলোচ্য কোষ্ঠীটিতে আছে—

জন্মস্থান কলিকাতা

অক্ষাংশ ২২।৩৩ উ

দেশান্তর ৮৮।২৪ পূ

এর অর্থ, কলকাতা বিষুব-রেখা (Equator) থেকে ২২ অংশ ৩৩ কলা উত্তরে এবং গ্রীনিচের মধ্য থেকে ৮৮ অংশ ২৪ কলা পূর্ব্বে অবস্থিত।

উ মানে উত্তর

পূ মানে পূর্ব্ব

দ মানে দক্ষিণ

প মানে পশ্চিম

অষ্টোত্তরী দশা ও বিংশোত্তরী দশা

জ্যোতিষের মতে কোন্ সময় কি ঘটনা ঘটবে জানতে হলে, কোন্ সময় কোন্ গ্রহের দশা চলেছে, তা জানা দরকার। আমাদের দেশে সাধারণত দু'রকম দশা গণনা করা হয়—

(১) অষ্টোত্তরী—অর্থাৎ যে মতে সমস্ত দশার সমষ্টি ১০৮ বৎসর

(২) বিংশোত্তরী—যে মতে সমস্ত দশার সমষ্টি ১২০ বৎসর।

অষ্টোত্তরী মতে আটটি মাত্র গ্রহের দশা ধরা হয়। তাদের ক্রম, এবং কোন্ গ্রহের দশা কত বৎসর, তা নীচে দেওয়া হল।

রবি—৬ বৎসর
চন্দ্র—১৫ বৎসর
মঙ্গল—৮ বৎসর
বুধ—১৭ বৎসর
শনি—১০ বৎসর
বৃহস্পতি—১৯ বৎসর
রাহু—১২ বৎসর
শুক্র—২১ বৎসর

এই বৎসরগুলি যোগ করলে, ১০৮ বৎসর হবে।

সকলেরই যে একই দশায় জন্ম, তা নয়। চন্দ্র যে নক্ষত্রে থাকে, সেই নক্ষত্র থেকে দশা ঠিক করতে হয়। জন্ম-সময়ে যে গ্রহের দ- আরম্ভ হবেই সেটা কত বৎসর থাকবে তাই কোষ্ঠীতে লেখা হয়। আলোচ্য কোষ্ঠীতে আছে—

অষ্টোত্তরী দশা

ভোগ্য—চ ১০।৩।১৫

ভোগ্য মানে জন্মের পর যতদিন ভোগ হবে বা থাকবে। অতএ- এর অর্থ, জন্মের পর অষ্টোত্তরী মতে চন্দ্রের দশা ১০ বৎসর ৩ মা- ১৫ দিন পর্য্যন্ত থাকবে। তার পর মঙ্গলের দশা থাকবে ৮ বৎসর পর্য্য- অর্থাৎ ১৮ বৎসর ৩ মাস ১৫ দিন পর্য্যন্ত। তার পর বুধের দশা ১৭ বৎস- অর্থাৎ ৩৫ বৎসর ৩ মাস ১৫ দিন পর্য্যন্ত। এই রকম বরাবর চলবে।

বিংশোত্তরী মতে ন'টি গ্রহের দশা ধরা হয়। তাদের ক্রম এ- দশার বৎসর—

রবি—৬

চন্দ্র—১০

মঙ্গল—৭

রাহু—১৮

বৃহস্পতি—১৬

শনি—১৯

বুধ—১৭

কেতু—৭

শুক্র—২০

বৎসরগুলি যোগ করলে হবে ১২০।

আলোচ্য কোষ্ঠীটিতে আছে—

বিংশোত্তরী দশা

ভোগ্য—বৃ ১২।২।৫

অর্থাৎ, বিংশোত্তরী মতে, বৃহস্পতির দশা জন্ম থেকে ১২ বৎসর ২ মাস ৫ দিন পর্য্যন্ত থাকবে। তারপরে শনির দশা, তারপর বুধ ইত্যাদি।

যদি কারো শুক্রের দশায় জন্ম হয়, তাহলে শুক্রের পর ফিরে রবির দশা, তারপর চন্দ্র—এইরকম ধরে যেতে হবে।

এই গ্রন্থে দশা বিচার সম্বন্ধে কিছু বলব না। অতএব, কোন্ দশা ঠিক, অথবা কার কোন্ দশা ধরে বিচার করতে হবে, সে সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। তা অন্য গ্রন্থের জন্য মুলতুবি রইল।

বিচার বা ফল বলা

কোষ্ঠীর সাঙ্কেতিক বর্ণ এবং অঙ্কপাতগুলি পড়তে শেখবার পর, প্রত্যেকের মনেই এই জিজ্ঞাসার উদয় হওয়া স্বাভাবিক যে, কার জীবনে কী ব্যাপার ঘটবে, তা জানা যাবে কী কোরে। উপরে যতগুলি ব্যাপার বলা হয়েছে, তার মধ্যে তিনটি জিনিষ কোষ্ঠী-বিচারের জন্য একান্ত দরকার। সে তিনটি হচ্চে রাশি, ভাব এবং গ্রহ। বারটি রাশি, বারটি ভাব এবং এগারটি গ্রহের পরস্পরের উপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়, জীবনের বিচিত্র ফলাফল সূচনা করে। এই তিনটি জিনিষের পরস্পরের মধ্যে কতরকম সম্বন্ধ হতে পারে, এবং সেই সব সম্বন্ধ ধ'রে, একজন বিশেষ ব্যক্তির কোষ্ঠী থেকে, তার জীবনের বিশেষ ফল কী কোরে বলা যায়, তা বর্ত্তমান গ্রন্থে দেওয়া সম্ভব নয়। তার জন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিত হচ্চে। * কিন্তু, বিশেষ ফল না হলেও, সাধারণভাবে একজনের জীবনের যে কত ফল তাঁর কোষ্ঠী থেকে বলা সম্ভব, তা এই গ্রন্থ পড়ে যিনিই মেলাবেন তিনিই দেখতে পাবেন। সাধারণভাবে মেলার অর্থ হচ্চে এই, যে, এই গ্রন্থে যে সব ফল দেওয়া হল, তার অধিকাংশই ঘটবে—কিন্তু, সেই সব ফলের মধ্যে কোন্‌টার গুরুত্ব কতখানি, তা নির্ভর করবে প্রত্যেক কোষ্ঠীর ব্যক্তিত্বের উপর। কোষ্ঠীর ব্যক্তিত্ব নির্ণয় করবার জন্য, উপরে যা বলা হয়েছে, তা ছাড়া আরও অনেক কিছু জানা দরকার, এবং তা এখানে বলা

---

* কোষ্ঠীর বিচার।

সম্ভব নয়। আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে একটা কথা চলিত আছে, "লাভে ব্যাং অপচয়ে ঠ্যাং"—তার গল্পটা এই :—

এক রাজার ছেলে এবং এক জেলের ছেলে দু'জনের একই লগ্নে একই সময়ে জন্ম হয়। কাজেই, দু'জনের কোষ্ঠীতে একই সময়ে একই রকম গ্রহের প্রভাব পড়ে। কোন এক সময়ে, দু'জনের কোষ্ঠীতেই এমন গ্রহের প্রভাব পড়ে, যাতে চতুষ্পদ লাভ হতে পারে, রাজার ছেলে সেই সময়ে একটি ভাল ঘোড়া পেলেন; কিন্তু, জেলের ছেলে পুকুরের ধার থেকে কুড়িয়ে পেলে একটা ব্যাং!—আবার, আর এক সময়ে, দু'জনের কোষ্ঠীতেই অঙ্গহানি ও রক্ত-পাতের যোগ পড়ে। রাজার ছেলের তাতে পায়ের কড়ে আঙুলের নখটি উড়ে গিয়ে রক্তপাত হল; কিন্তু, জেলের ছেলের আস্ত ঠ্যাংটাই কাটা গেল।

এ গল্পটি যিনি রচনা করেছেন, তিনি বলতে চান যে, একই যোগের ফল পাত্রভেদে ভিন্ন রকম হয়ে থাকে—লাভের একই রকম যোগ পড়লেও, ধনীর পুত্রের প্রচুর লাভ এবং দরিদ্রের পুত্রের সামান্য লাভ হয়ে থাকে। আমার মনে হয়, গল্পরচয়িতার জ্যোতিষে বিশেষ কিছু জ্ঞান ছিলনা। একই লগ্ন এবং একই রকম গ্রহ সংস্থান হওয়া সত্ত্বেও যে, ফলের বহু তারতম্য হতে পারে, এ ধারণা তাঁর ছিল না। এই তারতম্য নির্ভর করে কোষ্ঠীর ব্যক্তিত্বের উপর। একই পিতার ঔরসে, একই মাতার গর্ভে জন্ম, একই পারিপার্শ্বিকে বর্দ্ধিত, দুই যমজ ভ্রাতা, যাদের জন্ম সময়ের ৮।১০ মিনিট মাত্র ব্যবধান (যাতে কোরে লগ্ন বা গ্রহ-সংস্থানের কোন পার্থক্য হয় নি), তাদের জীবনে আকাশ-পাতাল তফাৎ, এ উদাহরণ বিরল নয়। লগ্ন তফাৎ না হলেও, ১ মিনিট ২ মিনিট জন্ম সময়ের তফাতে যে ফলের অনেক তফাৎ হতে পারে, এবং এই তফাতের জন্যই যে লাভে ব্যাং এবং অপচয়ে

ঠ্যাঙের ব্যাপার ঘটে, তা আমি আমার "কোষ্ঠীর বিচার" গ্রন্থে উদাহরণ *এবং যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করব। এ গ্রন্থে, সাধারণ ভাবেই ফল লিখিত হবে এবং লাভটা ঘোড়া কি ব্যাং এবং লোকশানটা পায়ের কড়ে* আঙুলের নখ কি একটা গোটা ঠ্যাং, তা যিনি নির্ণয় করতে চাইবেন, তাঁকে আরও পড়তে এবং শিখতে হবে।

এই গ্রন্থে, কেবল দুটিমাত্র ব্যাপার দিয়ে ফল বলবার উপায় লিপিবদ্ধ হবে—

(১) গ্রহের রাশি-স্থিতি অর্থাৎ গ্রহ যে রাশিতে আছে

(২) গ্রহের ভাব-স্থিতি গ্রহ যে ভাবের সঙ্গে যুক্ত।

কোন্ গ্রহ কোন্ রাশিতে আছে, তা আমরা শুধু ছক্ থেকেই ধরতে পারি। কিন্তু, কোন্ গ্রহ কোন্ ভাবে আছে, তা সব সময়ে ছক্ থেকে ধরা যায় না। তা ঠিক করতে হলে, গ্রহস্ফুট এবং ভাবস্ফুট দেখা দরকার। গ্রহ কোন্ ভাবে আছে তা জানতে হলে, প্রথমে দেখা দরকার, গ্রহটি যে রাশিতে আছে, সে রাশিতে কোন্ ভাব পড়েছে। যে ভাব সেই রাশিতে পড়েছে, ধরে নিতে হবে, গ্রহটি সেই ভাবের সঙ্গে যুক্ত। যেমন, আমাদের আলোচ্য কুণ্ডলীতে, রবি আছে মীন রাশিতে এবং মীন রাশিতে আছে অষ্টম ভাব—কেননা, অষ্টম ভাবের স্ফুট ১১।৩।৩৭ অর্থাৎ মীন রাশির ৩ অংশ ৩৭ কলা—অতএব, এখানে বুঝতে হবে, রবি অষ্টমভাবে আছে। কোন কোন সময় এমনও হয় যে, একই রাশিতে দুটো ভাব পড়েছে— সে ক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে, ঐ রাশিতে যে গ্রহ আছে, সে দুটো ভাবের সঙ্গেই যুক্ত। আবার, অনেক সময় এ-ও হয় যে, একটা রাশিতে কোন ভাবই পড়ে নি, সে ক্ষেত্রে ঐ রাশিতে যে গ্রহ আছে, সে ভাবস্থিতির ফল দেবে না—শুধু রাশিস্থিতির ফলই দেবে।

এ ছাড়া, আর এক রকমে ভাবের সঙ্গে গ্রহের যোগ হয়। একটা ভাবের যা স্ফুট তার আগে বা পরে আট অংশের মধ্যে যদি কোন গ্রহের স্ফুট থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে, ঐ ভাব এবং গ্রহের যোগ হয়েছে—তারা এক রাশিতে না থাকলেও। যেমন, আলোচ্য কুণ্ডলীতে লগ্নস্ফুট ৪।৫।২৭—এখানে, যদি কোন গ্রহের স্ফুট ৩।২৭।২৭ থেকে ৪।১৩।২৭-এর মধ্যে (অর্থাৎ আগে ৮ অংশ ও পরে ৮ অংশের মধ্যে) থাকত, তাহলে তাকে লগ্নের সঙ্গে যুক্ত ব'লে ধরা হত। আবার, যদি কোন গ্রহের স্ফুট ৩।২৭।২৭ থেকে ৩।২৯।৫৯-এর মধ্যে থাকত, তাহলে সে কর্কটে থাকার জন্যে যেমন দ্বাদশে থাকার ফল দিত, লগ্নস্ফুট থেকে ৮ অংশের মধ্যে থাকার জন্যে তেমনি লগ্নে থাকারও ফল দিত।

আমাদের আলোচ্য কুণ্ডলীতে রবি আছে অষ্টমে, চন্দ্র একাদশে, মঙ্গল দশমে, বুধ অষ্টমে, বৃহস্পতি অষ্টমে, শুক্র সপ্তমে, শনি অষ্টমে, রাহু পঞ্চমে, কেতু একাদশে, প্রজাপতি লগ্নে এবং বরুণ নবমে। কোনো গ্রহ দুটি ভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়নি এবং এ কুণ্ডলীতে এমন কোন গ্রহ নেই, যে কোন ভাবেরই ফল দেবে না।

উপরে যা বলেছি, তা থেকে এ বোঝা শক্ত নয় যে, মাঝে মাঝে এ রকম স্থলও হতে পারে, যখন একই গ্রহ তিনটি ভাবের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফল দিতে পারে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি—

একটি কুণ্ডলীতে শনিস্ফুট ৭।২৯।১৬। ঐ কুণ্ডলীতে দশম স্ফুট ৭।৮।৩, একাদশ স্ফুট ৭।২২।১৫ এবং দ্বাদশ স্ফুট ৮।৪।১৭।

এখানে শনি বৃশ্চিক রাশিতে, এবং দশম ও একাদশ দুইই বৃশ্চিক রাশিতে। অতএব, শনি দশম ও একাদশ দু' ভাবেরই ফল দেবে। এবং দ্বাদশ ভাবের স্ফুট ৮।৪।১৭ হওয়াতে, ৭।২৬।১৭

থেকে ৮।১২।১৭-এর মধ্যে যে গ্রহের স্ফুট থাকবে, সে দ্বাদশ ভাবের ফল দেবে। শনির স্ফুট ৭।২৯।১৬—অতএব, শনি দ্বাদশ ভাবের ফল দেবে। কাজেই, এখানে ধরতে হবে—শনি দশম, একাদশ ও দ্বাদশ এই তিন ভাবের সঙ্গেই যুক্ত।

কোন্ গ্রহ কোন্ রাশিতে বা কোন্ ভাবে থাকলে, কী ফল হয়, তা জানবার আগে, জ্যোতিষের আরও গোটাকতক কথা জেনে রাখা ভাল—কেন না, তাতে ফলাফলের কারণগুলি অনেকটা বোঝা যাবে।

পাপগ্রহ, শুভগ্রহ ও সমগ্রহ

শনি, মঙ্গল, রাহু ও প্রজাপতি	পাপগ্রহ
বৃহস্পতি, শুক্র ও বরুণ	শুভগ্রহ
রবি, চন্দ্র, বুধ ও কেতু	সমগ্রহ

পাপগ্রহ বা শুভগ্রহ কথাগুলির অর্থ কী, তা কোন জ্যোতিষের গ্রন্থেই স্পষ্ট উল্লেখ নেই, এবং কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য, জ্যোতিষের প্রায় সব গ্রন্থেই, গ্রহগুলিকে শুভ এবং পাপ এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। জ্যোতির্ব্বিদদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা যে, শুভ শব্দের অর্থ যাতে মঙ্গল হয়, এবং পাপ শব্দের অর্থ যাতে অনিষ্ট হয়। কিন্তু, বাস্তবিক শুভ-পাপের অর্থ তা নয়। এ সম্বন্ধে, 'বৃহজ্জ্যোতিষার্ণব' রচয়িতা, হরিকৃষ্ণ শর্ম্মা যা লিখেছেন, সেইটেই খুব বেশী যুক্তিসঙ্গত। তিনি বলেছেন—

ভৌমমন্দার্কফণীন্দ্রাঃ প্রকৃত্যা দুঃখদায়িনঃ।
জ্ঞগুরুশ্বেতকিরণশুক্রাঃ সুখকরাঃ সদা॥"

অর্থাৎ, মঙ্গল, শনি, রবি ও রাহু দুঃখদায়ী এবং বুধ, বৃহস্পতি, চন্দ্র ও শুক্র সুখকর। হরিকৃষ্ণের বিভাগ যদিও ঠিক নয়—এবং তার

কারণ, আমি "ফলিত জ্যোতিষের মূলসূত্র" গ্রন্থে, "গ্রহের ভাব" অধ্যায়ে দেখিয়েছি—তাহলেও, পাপগ্রহ মানে যে দুঃখদায়ক এবং শুভগ্রহ মানে যে সুখদায়ক, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। পরিণামে মঙ্গল হবে কি অমঙ্গল হবে, শুভ-পাপের দ্বারা তা বোঝায় না। এতে শুধু বোঝায় যে, গ্রহটি সুখ দেবে কি দুঃখ দেবে। সুখের পরিণাম অমঙ্গল এবং দুঃখের পরিণাম মঙ্গল হওয়াও অসম্ভব নয়। অতএব, শুভগ্রহ শব্দের অর্থ, যে গ্রহ সুখদায়ক; পাপগ্রহ শব্দের অর্থ, যে গ্রহ দুঃখ দেয়; এবং সমগ্রহ বা উদাসীন-গ্রহ শব্দের অর্থ, যে গ্রহ সুখ বা দুঃখ কিছুই দেয় না।

গ্রহদের শত্রুতা ও মিত্রতা

১। রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, বরুণ ও কেতু পরস্পরের মিত্র।

২। বুধ, শুক্র, শনি, প্রজাপতি ও রাহু পরস্পরের মিত্র।

৩। প্রথম শ্রেণীর প্রত্যেকটি দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রত্যেকটির শত্রু।

৪। রবি শনি পরস্পরের ভয়ানক শত্রু। তেমনি চন্দ্র শনি, মঙ্গল বুধ, বৃহস্পতি শুক্র, বৃহস্পতি রাহু, প্রজাপতি কেতু, এবং বরুণ বুধ, পরস্পরের ঘোরতর শত্রু।

৫। রবি ও বৃহস্পতি পরস্পরের অতিমিত্র। তেমনি চন্দ্র ও বৃহস্পতির মধ্যে, বুধ ও শনির মধ্যে, রাহু ও শুক্রের মধ্যে, বুধ ও শুক্রের মধ্যে, রবি ও কেতুর মধ্যে, এবং চন্দ্র ও বরুণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ মিত্রতা আছে।

শত্রুতা এবং মিত্রতা সম্বন্ধে, আর একটি মত প্রচলিত আছে—এবং আমাদের দেশের আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌দের মধ্যে অনেকেই সেই মতটিকে গ্রহণ করেন—কিন্তু, উপরে শত্রু-মিত্রের যে তালিকা দেওয়া

হল সেইটেই বেশী যুক্তি-সঙ্গত। কেন, তা অন্য গ্রন্থে বিস্তৃতরূপে যুক্তি-প্রমাণের সঙ্গে দেখানো হয়েছে। বস্তুত, ষষ্ঠীদাস, হরিকৃষ্ণ প্রভৃতি এই মতেরই বেশী পোষকতা করেছেন।

রাশির অধিপতি ও গ্রহের ক্ষেত্র

প্রত্যেক রাশির সঙ্গে একটি বা দু'টি গ্রহের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। মেষের সঙ্গে মঙ্গলের, বৃষের সঙ্গে শুক্রের ও রাহুর, মিথুনের সঙ্গে বুধের, কর্কটের সঙ্গে চন্দ্রের, সিংহর সঙ্গে রবির, কন্যার সঙ্গে বুধের, তুলার সঙ্গে শুক্রের, বৃশ্চিকের সঙ্গে মঙ্গলের ও কেতুর, ধনুর সঙ্গে বৃহস্পতির, মকরের সঙ্গে শনির, কুম্ভের সঙ্গে শনির ও প্রজাপতির, মীনের সঙ্গে বৃহস্পতির ও বরুণের এমনি সম্বন্ধ, যে, ঐ ঐ রাশিতে যখন ঐ ঐ গ্রহ থাকে তখন রাশি এবং গ্রহ দুটিরই 'স্বাভাবিক' গুণ খুব বেড়ে যায়। এই জন্য ঐ ঐ রাশি ঐ ঐ গ্রহের ক্ষেত্র বলে উল্লিখিত হয় এবং ঐ ঐ গ্রহ ঐ ঐ রাশির অধিপতি ব'লে ধরা হয়। যে সব রাশি দু'টি গ্রহের ক্ষেত্র, তাদের অধিপতি হয় সেই গ্রহ যার নাম আগে আছে। যেমন বৃষ শুক্র ও রাহু দু'টি গ্রহেরই ক্ষেত্র বটে, কিন্তু শুক্রকেই বৃষের অধিপতি বলা হবে রাহুকে নয়; তেমনি, বৃশ্চিকের অধিপতি মঙ্গল—কেতু নয়; কুম্ভের অধিপতি শনি—প্রজাপতি নয় এবং মীনের অধিপতি বৃহস্পতি—বরুণ নয়।

এই মতটিই বেশী প্রচলিত—অর্থাৎ, বর্ত্তমান জ্যোতির্ব্বিদ্‌রা রাহু, কেতু, প্রজাপতি ও বরুণের আধিপত্য স্বীকার করেন না। আমার নিজের মনে হয়—বৃষের সঙ্গে রাহুর, বৃশ্চিকের সঙ্গে কেতুর, কুম্ভের সঙ্গে প্রজাপতির এবং মীনের সঙ্গে বরুণের সাদৃশ্য খুব বেশী। তাদেরই ঐ ঐ

রাশির অধিপতি বলা উচিত। কিন্তু এ প্রমাণ করতে হলে, এখনো অনেক গবেষণা দরকার।

গ্রহগুলি নিজের ক্ষেত্রে এবং মিত্রের ক্ষেত্রে থাকলে, নিজের নিজের গুণ যেমন ভাল কোরে প্রকাশ করতে পারে—শত্রুর ক্ষেত্রে থাকলে, তা পারে না।

নিজের ক্ষেত্রে কোনো গ্রহ থাকলে, তাকে স্বক্ষেত্রী বা স্বক্ষেত্রস্থ বলা হয়।

উচ্চস্থান ও নীচস্থান

প্রত্যেক গ্রহের একটা কোরে উচ্চরাশি আছে। রবির উচ্চ-রাশি মেষ—চন্দ্রের উচ্চরাশি বৃষ—মঙ্গলের উচ্চরাশি মকর—বুধের উচ্চরাশি কন্যা—বৃহস্পতির উচ্চরাশি কর্কট—শুক্রের উচ্চরাশি মীন—শনির উচ্চরাশি তুলা—রাহুর উচ্চরাশি মিথুন—কেতুর উচ্চরাশি ধনু—প্রজাপতির উচ্চরাশি বৃশ্চিক—বরুণের উচ্চরাশি সিংহ। উচ্চরাশিকে উচ্চস্থান বা তুঙ্গস্থানও বলা হয়, এবং কোন গ্রহ তার উচ্চরাশিতে থাকলে তাকে উচ্চস্থ বা তুঙ্গী বলা হয়।

প্রত্যেক গ্রহের উচ্চরাশি থেকে সপ্তম রাশি তার নীচরাশি।—সপ্তম রাশি মানে সেই উচ্চরাশিকে তার প্রথম রাশি ধ'রে, পর পর সপ্তম পর্য্যন্ত গুণে যেতে হবে। যেমন, রবির উচ্চরাশি মেষ, তা থেকে সপ্তম রাশি রবির নীচরাশি হবে। গুণতে হবে—মেষ এক, বৃষ দুই, মিথুন তিন, কর্কট চার, সিংহ পাঁচ, কন্যা ছয়, তুলা সাত—এই তুলা রাশিই রবির নীচ-রাশি। এইভাবে বৃশ্চিক চন্দ্রের, কর্কট মঙ্গলের, মীন বুধের, মকর বৃহস্পতির, কন্যা শুক্রের, মেষ শনির, ধনু রাহুর, মিথুন কেতুর, বৃষ প্রজাপতির, কুম্ভ বরুণের নীচ

রাশি। নীচরাশিকে নীচস্থানও বলা হয়—এবং কোন গ্রহ তার নীচরাশিতে থাকলে, তাকে নীচস্থ বলা হয়।

রাশির গুণ

কতকগুলি রাশি **চর**—কতকগুলি **স্থির**—কতক গুলি **দ্বি-স্বভাব**। মেষ, কর্কট, তুলা ও মকর চররাশি ; বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক ও কুম্ভ স্থির-রাশি ; এবং মিথুন, কন্যা, ধনু ও মীন দ্বি-স্বভাব-রাশি।

রাশিগুলির আর একরকম বিভাগ আছে। কতকগুলি রাশি **অগ্নি**, কতক গুলি **পৃথ্বী**, কতকগুলি **বায়ু**, কতকগুলি **জল**। মেষ, সিংহ ও ধনু অগ্নিরাশি ; বৃষ, কন্যা ও মকর পৃথ্বী রাশি ; মিথুন, তুলা ও কুম্ভ বায়ু রাশি ; কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন জলরাশি।*

কতকগুলি রাশি **বিযোড়** এবং কতকগুলি রাশি **যোড়**। মেষকে যদি এক ধরা যায়, তাহলে বৃষ হবে দুই, মিথুন তিন ইত্যাদি। এই হিসাবে মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুম্ভ হবে বিযোড় এবং বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর ও মীন হবে যোড়। বিযোড় রাশিগুলির প্রত্যক্ষ রাশি, পজিটিভ রাশি, পুরুষ রাশি, দিবারাশি প্রভৃতি নামান্তরও আছে, এবং যোড় রাশিগুলিকে পরোক্ষ রাশি, নেগেটিভ রাশি, স্ত্রী রাশি, রাত্রি রাশি প্রভৃতি সংজ্ঞাও দেওয়া হয়ে থাকে।

গ্রহের দৃষ্টি

রাশির উপর গ্রহের দৃষ্টি পড়ে।

প্রত্যেক গ্রহ যে রাশিতে থাকে সেই রাশি থেকে সপ্তম রাশিতে

---

* রাশিগুলির এই নামের অর্থ কী এবং কেন এরকম বিভাগ করা হয়েছে, তা মৎপ্রণীত "ফলিত জ্যোতিষের মূলসূত্রে" বিশদ ও বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

দৃষ্টি দেয়। কোন গ্রহ যদি মেষে থাকে, তাহলে তার দৃষ্টি পড়বে তুলায়—যদি বৃশ্চিকে থাকে তার দৃষ্টি পড়বে বৃষে, যদি মকরে থাকে তার দৃষ্টি পড়বে কর্কটে। সপ্তমে প্রত্যেক গ্রহেরই দৃষ্টি পড়ে।

মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, রাহু এই চারটি গ্রহের দৃষ্টি সপ্তম রাশি ছাড়াও অন্য রাশিতে পড়ে। মঙ্গলের দৃষ্টি, সে যে রাশিতে থাকে, তা থেকে সপ্তম রাশিতে ত পড়েই, তা ছাড়া চতুর্থ এবং অষ্টম রাশিতেও পড়ে—বৃহস্পতির এই রকম সপ্তম রাশি ছাড়াও পঞ্চম এবং নবম রাশিতে—শনির তৃতীয় এবং দশম রাশিতে, আর রাহুর পঞ্চম, নবম ও দ্বাদশ রাশিতে দৃষ্টি পড়ে। মঙ্গল যদি মেষে থাকে, ত তুলায় ত তার দৃষ্টি পড়বেই, তা ছাড়াও কর্কট এবং বৃশ্চিকেও তার দৃষ্টি থাকবে। বৃহস্পতি মেষে থাকলে, যেমন তুলায় দৃষ্টি থাকবে, তেমনি সিংহ এবং ধনুতেও দৃষ্টি থাকবে। মেষ রাশিতে থেকে শনি তুলায় দৃষ্টি ত দেবেই, তার উপর মিথুন এবং মকর-কেও দেখবে। মেষের রাহু তেমনি তুলা, সিংহ, ধনু এবং মীন এই চারটি রাশিকেই দেখবে।

কেতুর দৃষ্টি নেই এবং প্রজাপতি, বরুণের সপ্তম দৃষ্টি ছাড়া অন্য কোথাও দৃষ্টি আছে কি না, তা গবেষণার বিষয়; খুব সম্ভব, আছে—কেন না, প্রজাপতি ও বরুণ ঠিক মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনির মতই major planet, সুতরাং সপ্তম ছাড়াও, তাদের আর দুটো কোরে দৃষ্টি থাকা উচিত। সে দৃষ্টি কোন্ কোন্ রাশিতে হবে, তা বহু পরীক্ষার পর তবে নির্ণীত হতে পারে।

এইখানে একটা কথা বোঝা দরকার। গ্রহের দৃষ্টি প্রত্যক্ষভাবে পড়ে রাশির উপর—কোন ভাব বা কোন গ্রহের উপর নয়। মেষে যদি বৃহস্পতি থাকে, তা সে মেষের ১ অংশেই হোক্, আর ৩০ অংশেই হোক্

অংশকে কন্‌জাংশন প্রেক্ষার দীপ্তাংশ বলে। যখন কোনও গ্রহ এবং কোনও ভাবের মধ্যে কন্‌জাংশন হয়, তখন তার দীপ্তাংশ ৮ অংশ ধরতে হয়।

৪৫ অংশ প্রেক্ষা বা সেমি-স্কোয়ার

দুটি গ্রহের মধ্যে যদি ৪৫ অংশ ব্যবধান থাকে, অর্থাৎ দুটির স্ফুটের অন্তর যদি ১ রাশি ১৫ অংশ হয়, তাহলে সেই দুটি গ্রহের মধ্যে সেমি-স্কোয়ার প্রেক্ষা হয়েছে ধরে নিতে হবে। এই প্রেক্ষার দীপ্তাংশ ৪ অংশ। অর্থাৎ দুটি গ্রহের মধ্যে ব্যবধান ৪১ অংশ থেকে ৪৯ অংশ হলেই, তাদের সেমি-স্কোয়ার হয়েছে বলা যাবে। অবশ্য পূর্ণ সেমি-স্কোয়ার হবে ৪৫ অংশ ব্যবধানে।

৬০ অংশ প্রেক্ষা বা সেক্সটাইল

এই প্রেক্ষার দীপ্তাংশ ৭ অংশ। দুটি গ্রহের মধ্যে ৬০ অংশ ব্যবধান হলে, পূর্ণ সেক্সটাইল হবে; কিন্তু, ৫৩ অংশ থেকে ৬৭ অংশের মধ্যে যত অংশ হোক্ ব্যবধান থাকলেই, সেক্সটাইলের ফল পাওয়া যাবে।

৯০ অংশ প্রেক্ষা বা স্কোয়ার

এই প্রেক্ষার দীপ্তাংশ ৮ অংশ। সুতরাং, দুটি গ্রহের মধ্যে ৮২ অংশ থেকে ৯৮ অংশ পর্য্যন্ত যা হোক্ ব্যবধান থাকলেই, স্কোয়ারের ফল হবে। পূর্ণ স্কোয়ার ৯০ অংশ ব্যবধানে।

১২০ অংশ প্রেক্ষা বা ট্রাইন

এই প্রেক্ষারও দীপ্তাংশ ৮ অংশ। দুটি গ্রহের মধ্যে ১১২ অংশ

থেকে ১২৮ অংশ ব্যবধান হলেই ট্রাইন হবে—যদিও পূর্ণ ট্রাইনের ফল পাওয়া যাবে ১২০ অংশে।

১৩৫ অংশ প্রেক্ষা বা সেস্কুই-কোয়াড্রেট

এই প্রেক্ষার দীপ্তাংশ ৪ অংশ। দুটি গ্রহের মধ্যে ১৩১ অংশ থেকে ১৩৯ অংশ ব্যবধান হলেই সেস্কুই-কোয়াড্রেট হবে—অবশ্য ১৩৫ অংশ ব্যবধান হলেই, প্রেক্ষার পূর্ণ ফল পাওয়া যাবে।

১৮০ অংশ প্রেক্ষা বা অপোজিশন

এই প্রেক্ষার দীপ্তাংশ ৯ অংশ। দুটি গ্রহের মধ্যে ১৭১ থেকে ১৮৯ অংশ পর্য্যন্ত ব্যবধান হলেই অপোজিশন হবে—যদিও পূর্ণ প্রেক্ষা হবে ১৮০ অংশে। এই প্রেক্ষা এবং অন্য সব প্রেক্ষাতেই কোনো ভাবের উপর গ্রহের প্রেক্ষা নির্ণয় করবার সময় সেই প্রেক্ষার দীপ্তাংশ ১ অংশ কম ধরতে হবে।

মিত্রপেক্ষা ও শত্রুপেক্ষা

এই প্রেক্ষার মধ্যে সেক্সটাইল (৬০ অংশ) এবং ট্রাইন (১২০ অংশ) এই দুটি মিত্র প্রেক্ষা। কন্‌জাংশন ও অপোজিশন সম প্রেক্ষা। বাকি সবগুলি শত্রু প্রেক্ষা। মিত্র প্রেক্ষায় দুটি গ্রহের কাজ নির্ঝঞ্ঝাটে হয়। দুটি গ্রহের মধ্যে মিত্র প্রেক্ষা হলে তারা পরস্পরের সহযোগিতা করে এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে কাজের একটা শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য থাকে। শত্রু প্রেক্ষায় গ্রহ দুটির গুণ প্রকাশে বহু বাধাবিঘ্ন ঘটে এবং পরস্পরের কাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও অসঙ্গতি অনেক থাকে। সম প্রেক্ষায় গ্রহদুটি

উদাসীন থাকে এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে নৈসর্গিক সম্বন্ধ যা, সেই হিসাবে কাজ হয়ে থাকে।

এইখানে একটা কথা আর একবার বলতে চাই এই যে, প্রেক্ষার সঙ্গে রাশির কোনও সম্বন্ধ নেই। দুটি গ্রহ যদি পাশাপাশি দুটি রাশিতে থাকে, এবং তাদের মধ্যে স্ফুটের ব্যবধান যদি ৯ অংশের কম হয়, তাহলেও তাদের মধ্যে কন্‌জাংশন প্রেক্ষা হবে।

দুটি গ্রহের মধ্যে সম্বন্ধ

দুটি গ্রহের মধ্যে সম্বন্ধ চার রকমের হয়।

প্রথম সম্বন্ধ—দুটি গ্রহ যদি পরস্পরের ক্ষেত্রে থাকে, তাহলে তাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ হয় তাকে ক্ষেত্র-বিনিময় বা বিনিময় সম্বন্ধ বলে। যদি মঙ্গল তুলায় এবং শুক্র বৃশ্চিকে থাকে, তাহলে মঙ্গল শুক্রের ক্ষেত্রে এবং শুক্র মঙ্গলের ক্ষেত্রে থাকায়, মঙ্গল শুক্রে বিনিময় বা প্রথম সম্বন্ধ হবে।

দ্বিতীয় সম্বন্ধ—দুটি গ্রহ যদি পরস্পরকে দৃষ্টি করে, তাহলে যে সম্বন্ধ হয় তাকে অন্যোন্য দৃষ্টি সম্বন্ধ বা দ্বিতীয় সম্বন্ধ বলে। এই সম্বন্ধ হতে হলে, গ্রহ দুটি পরস্পরের সপ্তম রাশিতে থাকা চাই—কেবল শনি যদি মঙ্গলের চতুর্থ রাশিতে থাকে তাহলে শনি থেকে মঙ্গল দশম রাশিতে থাকায় পরস্পরকে পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখবে এবং শনি ও মঙ্গলে দ্বিতীয় সম্বন্ধ হতে পারে।

তৃতীয় সম্বন্ধ—দুটি গ্রহের মধ্যে একটির উপর আর একটির দৃষ্টি আছে কিন্তু শেষোক্তটি প্রথমোক্তটিকে দেখছে না।—যেমন, বুধ ধনুতে এবং বৃহস্পতি সিংহে। এখানে, বুধকে বৃহস্পতি দেখছে কিন্তু বৃহস্পতিকে

বুধ দেখছে না। রবি, চন্দ্র, বুধ, শুক্র এই চারটি গ্রহের পরস্পরের মধ্যে এই সম্বন্ধ হতে পারে না—এবং এই চারটি গ্রহ অন্য কোন গ্রহের উপর দৃষ্টি কোরে এই সম্বন্ধ করতে পারে না—কেন না, এদের সপ্তম-রাশিস্থ না হলে, কোন গ্রহকে এরা দেখতে পারে না এবং পরস্পরের সপ্তম রাশিতে থাকলেই দুটি গ্রহের মধ্যে দ্বিতীয় সম্বন্ধ হয়ে যায়। এই সম্বন্ধ মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি অথবা রাহুর সঙ্গে যে কোন গ্রহের হতে পারে। অনেকে বলেন যে, যে দুটি গ্রহের মধ্যে তৃতীয় সম্বন্ধ হচ্চে তাদের মধ্যে কোন একটি অপরটির ক্ষেত্রে থাকা চাই। অর্থাৎ বৃহস্পতির যদি বুধের উপর দৃষ্টি থাকে, তাহলে হয় বুধ বৃহস্পতির ক্ষেত্রে থাকবে, না হয় বৃহস্পতি বুধের ক্ষেত্রে থাকবে—নতুবা তৃতীয় সম্বন্ধ হবে না। অবশ্য একটি গ্রহ অপরের ক্ষেত্রে থাকলে সম্বন্ধটি বলবান হতে পারে, কিন্তু তা না হলে যে সম্বন্ধ হবে না, এটা ঠিক যুক্তিযুক্ত নয়। দৃষ্টি থাকলেই দুটি গ্রহের মধ্যে সম্বন্ধ হবে। এই সম্বন্ধকে যেমন তৃতীয় সম্বন্ধ বলে তেমনি একেতর দৃষ্টি সম্বন্ধও বলে।

চতুর্থ সম্বন্ধ—দুটি গ্রহ যদি একই রাশিতে থাকে, তাহলে তাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ হয় তাকে চতুর্থ সম্বন্ধ বা সহাবস্থান সম্বন্ধ বলে। অনেকে সহাবস্থান সম্বন্ধ এবং কন্‌জাংশন প্রেক্ষা এই দুটিতে গোলমাল কোরে থাকেন। কিন্তু এই দুটিতে প্রভেদ অনেক। সহাবস্থান নির্ভর করে রাশির উপর—স্ফুটের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই—কন্‌জাংশন নির্ভর করে স্ফুটের উপর—রাশির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। তিনটি উদাহরণ দিলেই জিনিষটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

১ম—ধরা যাক্ বৃহস্পতি আছে মেষের ১ অংশে, শুক্র আছে মেষের ২৮ অংশে।

২য়—বৃহস্পতি আছে মেষের ১ অংশে, শুক্র আছে মেষের ৮ অংশে।

৩য়—বৃহস্পতি আছে মেষের ১ অংশে, শুক্র আছে মীনের ২৮ অংশে।

১ম উদাহরণটিতে, বৃহস্পতি শুক্র দুইই মেষ রাশিতে থাকায় সহাবস্থান সম্বন্ধ হয়েছে, কিন্তু দুটির স্ফুটের অন্তর ২৭ অংশ হওয়াতে কন্‌জাংশন হয় নি।

২য় উদাহরণটিতে, বৃহস্পতি শুক্র দুইই মেষরাশিতে থাকায়, যেমন সহাবস্থান সম্বন্ধ হয়েছে, তেমনি দুটির মধ্যে ব্যবধান ৭ অংশ হওয়ায় কন্‌জাংশনও হয়েছে।

৩য় উদাহরণটিতে, বৃহস্পতি মেষে এবং শুক্র মীনে থাকায় সহাবস্থান সম্বন্ধ হয় নি, কিন্তু দুটির মধ্যে ব্যবধান ৩ অংশ মাত্র হওয়ায়, কন্‌জাংশন হয়েছে।

সহাবস্থান সম্বন্ধ এবং কন্‌জাংশন প্রেক্ষা নিয়ে অনেকে যেমন গোলমাল করেন, দ্বিতীয় সম্বন্ধ বা অন্যোন্য-দৃষ্টি সম্বন্ধ এবং অপোজিশন প্রেক্ষা এই দুটির বিষয়েও অনেকের মনে তেমনি একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে যে, দুটি একই ব্যাপার। কিন্তু বাস্তবিক সহাবস্থান এবং কন্‌জাংশনে যে প্রভেদ, অন্যোন্য-দৃষ্টি এবং অপোজিশনেও তাই। অন্যোন্য দৃষ্টি নির্ভর করে রাশির উপর এবং অপোজিশন নির্ভর করে স্ফুটের উপর। উদাহরণ-স্বরূপ ধরা যাক্, বৃহস্পতি আছে মেষের ১ অংশে এবং শুক্র আছে তুলার ২৮ অংশে। এখানে, গ্রহদুটির মধ্যে অন্যোন্যদৃষ্টি সম্বন্ধ হয়েছে, কেন না, একটি আর একটির সপ্তম রাশিতে আছে ; কিন্তু অপোজিশন হয় নি, কেন না, একটির সঙ্গে আর একটির স্ফুটের তফাৎ ১৫৩ অংশ। কিন্তু, বৃহস্পতি যদি থাকে মেষের ১ অংশে এবং শুক্র তুলার ৬ অংশে—তাহলে একটি আর একটির সপ্তম রাশিতে থাকায়, যেমন অন্যোন্য-দৃষ্টি সম্বন্ধ হবে, তেমনি দুটি গ্রহের স্ফুটের অন্তর ১৮৫ অংশ হওয়ায়, অপোজিশনও হবে। আবার-বৃহস্পতি মেষের ১ অংশে এবং শুক্র কন্যার ২৯ অংশে থাকলে,

পরস্পরের উপর দৃষ্টি না থাকায় অন্যোন্য-দৃষ্টি সম্বন্ধ হবে না, কিন্তু দুটির স্ফুটের অন্তর ১৭৮ অংশ হওয়ায়, অপোজিশন প্রেক্ষা হবে।

এ বিষয়গুলি এত সহজ যে, অনেকে মনে করতে পারেন, এ সম্বন্ধে এত বিস্তার কোরে বলা অনাবশ্যক। কিন্তু, এ সম্বন্ধে প্রথম শিক্ষার্থীর মনে নানা গোলযোগ উপস্থিত হয় এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ জ্যোতির্ব্বিদ ব'লে যাঁদের লোকে জানে, তাঁদের অনেকের মনেও এ সম্বন্ধে বেশ সুস্পষ্ট ধারণা নেই। কাজেই, এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা মার্জ্জনীয় হবে ব'লে আশা করতে পারি।

রাশিস্থ গ্রহফল

কোন্ রাশিতে কোন গ্রহ থাকলে কী ফল হয় তা আমাদের সংস্কৃত অনেক গ্রন্থে দেওয়া আছে, বিশেষতঃ সারাবলীতে বেশ বিস্তৃতভাবেই দেবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু, সংস্কৃত গ্রন্থগুলিতে যে ভাবে ফল দেওয়া আছে তার আসল মর্ম্ম বোঝা অনেক স্থলেই কষ্টকর এবং ফলগুলি সব ঠিক মেলেও না। উদাহরণ-স্বরূপ, মেষে রবির ফল সারাবলীতে লেখা আছে "শাস্ত্রার্থ-কর্ম্মবিহিতো ব্যাধপ্রিয়ঃ প্রচণ্ডশ্চ। উদ্‌যুক্তো ভ্রমণরুচি দৃঢ়-মুষ্টিবদ্ধঃ ক্রিয়াশ্রেষ্ঠঃ।" এর মানে হচ্চে—"মেষ রাশিতে রবি থাকলে, জাতক শাস্ত্রার্থ-কর্ম্মবিহিত, ব্যাধপ্রিয়, প্রচণ্ড, উদযোগী, ভ্রমণপ্রিয়, দৃঢ়মুষ্টি-বদ্ধ এবং ক্রিয়াশ্রেষ্ঠ হয়"। এখন, এই শ্লোকের মধ্যে এমন অনেক কথা আছে যার প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা দুষ্কর। শাস্ত্রার্থকর্ম্মবিহিত—ব্যাধ-প্রিয়—প্রচণ্ড—দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ—ক্রিয়াশ্রেষ্ঠ এই পাঁচটি কথার অনেক অর্থ করা যায় এবং তার মধ্যে আসল অর্থ কি, তা সাধারণ লোকে সহজে ধরতে পারে না। মেষে রবি মানে বৈশাখ মাসে জন্ম—এর কী ফল তা মৎপ্রণীত "মাসফল" গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে লেখা হয়েছে। তাতে এইটে বোঝা যায় যে রবি মেষে থাকার প্রধান ফল এই যে জাতক তেজী, জেদী, চঞ্চল, প্রভুত্বপ্রিয় প্রভৃতি হয়। এর কারণ এই যে, মেষ রাশি অগ্নি রাশি, তা চররাশি, তার অধিপতি মঙ্গল, প্রভৃতি। এই ভাবে প্রত্যেক গ্রহ এবং রাশির ভাব বিশ্লেষণে কোরে, কোন্ রাশিতে কোন্ গ্রহ থাকলে কী ফল হবে তা যদি ঠিক করা যায়, তাহলে সে ফলের অধিকাংশ

মিলবে। কতকগুলি ইংরাজি গ্রন্থে, রাশিস্থ গ্রহের যা ফল দেওয়া আছে তা অনেক স্থলে মেলে। কিন্তু, সেগুলিতেও রাশি এবং গ্রহের স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণা থাকায়, অনেক ভুল রয়ে গেছে। এই গ্রন্থে, আমি যতদূর সম্ভব সাবধান হয়ে ফলগুলি লেখবার চেষ্টা করেছি, এবং সমস্ত ফলগুলিই আমার নিজের বিচার-প্রসূত। ইংরাজি বা সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে সেইগুলি মাত্র গ্রহণ করেছি যে ফলগুলি আমার বিচারের সঙ্গে মিলেছে। অন্যগুলি ত্যাগ করেছি। ফলগুলি কেন সাধারণ ভাবে লেখা হয়েছে, তার কারণ পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু, এই ফলগুলির যদি শতকরা পঞ্চাশটিও মেলে—এবং আমি আশা করি অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার চেয়ে বেশী মিলবে—তাহলে তা জ্যোতিষ শাস্ত্রের সত্যতা প্রমাণ করবে।

মেষ রাশি

রবি মেষে*

স্বাস্থ্য, জীবনীশক্তি এবং আয়ুর পক্ষে শুভ। হঠকারী, অসহিষ্ণু, তেজস্বী, কর্ম্মঠ এবং স্বাধীন-প্রকৃতি। নেতা বা দলপতি হবার যোগ্য। রাজনীতিতে এবং বড় বড় ব্যাপারের পরিচালনায় দক্ষতা। উদার, স্পষ্টবক্তা কিন্তু অতিরঞ্জন-প্রিয়। উচ্চাভিলাষী, আত্মাভিমানী, সর্ব্বকর্ম্মে উদ্যোগী। জ্ঞানের দিকে ঝোঁক। অর্থ-প্রাপ্তিতে রাজপক্ষ থেকে অথবা গুরুজনের পক্ষ থেকে বাধা। রবি যদি পাপ গ্রহের শত্রুপ্রেক্ষা পায়, তাহলে রাজদণ্ডে অর্থক্ষয়। ধনী ও পদস্থ আত্মীয়বর্গের সঙ্গে সম্প্রীতি এবং তাঁদের সাহায্য লাভ। গৃহস্থালীর ব্যাপারে কর্ত্তৃত্ব। অল্প সন্তান। সন্তানের সঙ্গে বিচ্ছেদ। সন্তানের প্রবাস এবং প্রবাসে সন্তানের উন্নতি। রক্তপাতাদি অথবা পতনাদি দুর্ঘটনার আশঙ্কা। অর্শাদি গুহ্য ব্যাধি এবং রক্তদুষ্টি-জনিত জ্বর বা মস্তিষ্ক-পীড়া। বিবাহে বাধা অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বিবাহিত জীবনে অশান্তি। গুরুজনের জন্য বিবাহে বা বিবাহিত জীবনে ঝঞ্ঝাট। বৈদান্তিক ধর্ম্মের দিকে ঝোঁক—ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ, যা প্রচলিত মতের

* রবি কোন্ রাশিতে থাকলে কী ফল হয়, তা আমার লেখা "মাসফল" গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে দেওয়া আছে। চন্দ্র কোন্ রাশিতে থাকলে কী ফল হয়, তা আমার লেখ "লগ্নফল" গ্রন্থে আছে।

বিরোধী হতে পারে। কর্ম্মের দ্বারা শেষ জীবনে গৌরব ও খ্যাতি। উচ্চপদস্থ বন্ধুর সঙ্গে কুটুম্বিতা। প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ ব্যক্তির সংশ্রব। কোন জনহিতকর কার্য্যে অর্থদানের ইচ্ছা এবং জনহিতকর কাজের জন্য অর্থ-সংগ্রহ। কোন গুপ্ত ব্যাপার অথবা বৈদেশিক কোন ব্যাপার থেকে অর্থ-প্রাপ্তি কিন্তু তাতে বাধা-বিঘ্ন।

চন্দ্র মেষে

হঠকারী ও স্বাধীনতাপ্রিয় কিন্তু তরলমতি। পরিবর্ত্তনশীল। বন্ধুবান্ধবের পরামর্শের বিরুদ্ধে নিজের মতে কাজ করবার ইচ্ছা। সহজে ক্রুদ্ধ সহজে প্রসন্ন। আহারের ব্যাপারে তিক্ত ও রুক্ষ দ্রব্য—শুষ্ক ও ভর্জিত—ভালবাসেন। খেয়ালী ও চঞ্চল, ভ্রমণ এবং পরিবর্ত্তন তাঁর প্রিয়। বন্ধনের বিরোধী—রুটিন মাফিক কাজে বিতৃষ্ণা। চন্দ্রের উপর শুভ বা পাপ গ্রহের দৃষ্টি অনুসারে সুখ্যাতি বা অখ্যাতি। প্রভুত্বপ্রিয় সমাজে এবং পরিবারে কর্ত্তৃত্বলাভ কিন্তু তা স্থায়ী হয় না। রক্তপিত্ত, অন্ত্রপীড়া বা রক্তামাশয়াদির প্রবণতা। জাতকের উপর তাঁর মাতা এবং গৃহস্থালীর ব্যাপারের প্রভাব খুব বেশী কিন্তু তার ফল প্রায়ই ভাল হয় না। পিতামাতার সঙ্গে বিচ্ছেদের আশঙ্কা কিম্বা পিতামাতার মধ্যে একজনের অল্প বয়সে মৃত্যু। কর্ম্মে গোপনীয়তা বা কোন রকম রহস্য জড়িত থাকা সম্ভব। গুপ্ত উপায়ে অর্থাগম, যদিও তা তাঁর প্রকৃতির প্রতিকূল। উন্নতি হয়ে ফিরে অবনতি। মিথ্যা লোকনিন্দা ও অপবাদ।

মঙ্গল মেষে

উচ্চভিলাষী, গর্ব্বিত, উৎসাহী, সাহসী, কর্ম্মপ্রিয় ও হঠকারী। সংযম এবং ধীরতার অভাব। অপব্যয়ী। অর্থোপার্জ্জনে বাধাবিঘ্ন, অথবা অসদুপায়ে অর্থাগম। বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তির

জন্য আত্মীয়-বিরোধ ও মানসিক অশান্তি। অতিরঞ্জন-প্রিয়। উচ্চাভিলাষের জন্য পারিবারিক অশান্তি। কর্ম্মের জন্য গৃহসুখের অভাব। জীবনের শেষে বিশেষ প্রতিষ্ঠা। ধর্ম্মে অবিশ্বাস অথবা ধর্ম্মের অত্যধিক গোঁড়ামি। বিদেশে কর্ম্ম-তৎপরতা। রক্তপাত, অস্ত্রাঘাত বা অস্ত্রোপচারের আশঙ্কা। স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ অথবা বিবাদ (অথবা স্ত্রীবিয়োগের সম্ভাবনা)। হঠকারিতা মৃত্যুর কারণ হতে পারে—অপঘাতের আশঙ্কা। সহসা ভ্রমণ। পারিবারিক জীবনে বা সমাজে হঠকারিতা বা দুঃসাহসের জন্য অখ্যাতি। নিজের চেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব। নিজের হঠকারিতার জন্য অসাফল্য ও অবনতি। বহু ব্যক্তির সঙ্গে বিবাদ। অপ্রিয় বাক্যের জন্য শত্রুবৃদ্ধি।

বুধ মেষে

অত্যধিক চঞ্চল ও অব্যবস্থিত চিত্ত। বহু বিষয়ে মন ব্যাপৃত। বহু-মুখীন প্রকৃতি। চতুর ও ইঙ্গিতজ্ঞ। তর্ক-বিতর্কে পটু। সামান্য অবস্থা থেকেও উন্নতি করবার ক্ষমতা। কলাবিদ্ ও সাহিত্য-রসিক বন্ধু। জীবনের শেষে বহু পরিবর্ত্তন ও ভ্রমণ। বিদেশে নিজের আদর্শানুযায়ী বন্ধু লাভ। রক্তদুষ্টি-জনিত পীড়া বা শরীরে বিষ-প্রবেশের আশঙ্কা। প্রতিযোগিতার জন্য অশান্তি এবং প্রতিযোগিতায় অপবাদ। কোন গুপ্ত কারণে অত্যন্ত মানসিক অশান্তি এবং নাড়ী-মণ্ডলের অবসাদ। প্রবাসে সন্তানাদির জন্য চিন্তা। পারিবারিক বিবাদ-বিসম্বাদ অথবা ঝঞ্ঝাটের জন্য উন্নতির বাধা। কর্ম্মোপলক্ষে বহু বাসপরিবর্ত্তন। বিদ্যার বিষয়ে বা কলা ও শিল্পের ব্যাপারে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা। আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে অর্থলাভ। লেখা পড়ার ব্যাপারে ব্যয়।

বৃহস্পতি মেষে

স্বাধীনতার উচ্চ আদর্শ। বিজ্ঞান ও দর্শনের দিকে ঝোঁক। সৌভাগ্যশালী। সুস্থ দেহ। উত্তরাধিকার সূত্রে অথবা গুপ্ত উপায়ে লাভ। সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে অর্থলাভ। প্রকৃত বন্ধুর সাহচর্য্যে মানসিক উন্নতি। জীবনের শেষে সৌভাগ্য ও সম্মান লাভ। প্রেম ও ভক্তির ব্যাপার বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। স্নেহ ও প্রীতির ব্যাপার সহজ জ্ঞানের দ্বারা বোঝবার শক্তি সজ্ঞানে মৃত্যু। যকৃতের পীড়া বা রক্তপিত্তের আশঙ্কা। বিবাহে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ঝঞ্ঝাট। শেষ বয়স পর্য্যন্ত সবল ইন্দ্রিয়। বিদেশে ফাটকা অথবা speculationএর ব্যাপারে লাভ। জল ভ্রমণে বা দূর ভ্রমণে আনন্দ। সুচ্ছল পারিবারিক অবস্থার জন্য কর্ম্মোন্নতি। নিজের বুদ্ধি ও কৃতিত্বের জন্য বহু বন্ধু ও মুরুব্বী লাভ। ত্যাগের দ্বারা সাফল্য ও খ্যাতি।

শুক্র মেষে

সামাজিক সম্বন্ধের ব্যাপারে স্বাধীনতাবাদী। উচ্চ সামাজিক আদর্শ। কলা ও শিল্পের দিকে ঝোঁক। শিষ্টাচার ও সামাজিকতা প্রিয়। গুপ্ত প্রেমের জন্য অর্থনাশ ও সাফল্যে বাধা। বহু ব্যক্তির সংশ্রব জনিত অভিজ্ঞতায় মানসিক শক্তি বৃদ্ধি। আর্ট-সংশ্লিষ্ট কর্ম্মে অথবা প্রোফেশনের দ্বারা সমাজে ও পরিবার মধ্যে প্রতিষ্ঠা। বিদেশ ভ্রমণে অথবা বিদেশে প্রেম ও প্রীতির ব্যাপারের অভিজ্ঞতা। মূত্র যন্ত্রের অথবা জননেন্দ্রিয়ের পীড়ার আশঙ্কা। বাধাবিঘ্নের পর বিবাহ এবং বিবাহে বিশেষ সুখ। শেষ বয়স পর্য্যন্ত কর্ম্মক্ষম ও কর্ম্মতৎপর। সৌন্দর্য্য ও আনন্দমূলক ধর্ম্মের পক্ষপাতী। বংশগত সামাজিক প্রতিষ্ঠার সাহায্যে নিজের যশ ও খ্যাতি লাভ। নিজের সামাজিকতা ও শিষ্ট ব্যবহারের দ্বারা বহু বন্ধু লাভ। ভোগের জন্য বহু ব্যয়।

শনি মেষে

ধৈর্য্যশীল, পরিশ্রমী, সাবধানী ও হিসাবী। প্রত্যেক জিনিষের বাস্তবিক উপযোগিতার দিকে লক্ষ্য। উচ্চ আদর্শ বোঝবার ক্ষমতার অভাব। মিতব্যয়ী। সামাজিক কারণে অথবা নিজের শারীরিক ও মানসিক বৈকল্যের জন্য সাফল্যে বাধা। গুপ্ত উপায়ে এবং অতি পরিশ্রমে অর্থপ্রাপ্তি। অপরের বিপদ থেকে নিজের প্রাপ্তি। নির্জ্জন-বাসে মানসিক উন্নতি। বন্ধু-সংসর্গে সুখের অভাব। আত্মীয়ের সঙ্গে অসদ্ভাব। জীবনের শেষে ক্ষতি ও অপবাদ। বৈষয়িক কার্য্যে আনন্দ। সন্তান জনিত অশান্তি। গুহ্য দেশের অথবা নিম্নাঙ্গের পীড়া। বিবাহের ব্যাপারে অথবা স্ত্রীর জন্য অশান্তি। স্ত্রীর সঙ্গে আন্তরিক প্রীতির অভাব। স্বাস্থ্যের জন্য আহার-বিহারে সংযম। আধ্যাত্মিকতার অভাব বা আধ্যাত্মিক ব্যাপারে বিরক্তি। কর্ম্ম ও প্রতিষ্ঠার জন্য পারিবারিক সুখের অভাব। বন্ধুর জন্য মনোকষ্ট। অর্থাভাবে উন্নতির বাধা।

রাহু মেষে

ভ্রমণবিলাসী। ভোগের দিকে লক্ষ্য। সমস্ত নিজে আত্মসাৎ করবার ইচ্ছা। দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা—সর্ব্বত্র নিজের সুখের দিকে লক্ষ্য। প্রত্যেক বস্তুকে ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির মধ্যে পাবার ইচ্ছা। গুপ্ত-উপায়ে বা অন্যায়ভাবে অর্থলাভ। নিজের ভোগের জন্য বহু ব্যয়। নিজের অব্যবস্থিত-চিত্ততার জন্য সাফল্যে বিঘ্ন। উচ্চাভিলাষের জন্য এবং স্বার্থপরতার জন্য আত্মীয়বিরোধ—অসৎসঙ্গে ভ্রমণ। নীচব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্য আত্মীয়বিচ্ছেদ। শেষ বয়সে বহু পরিবর্ত্তন। পারিবারিক কারণে কর্ম্ম পরিবর্ত্তন। স্বার্থপর প্রীতি—নিজের ভোগ ছাড়া প্রীতির অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। ঋণের জন্য দুশ্চিন্তা। নিজের ভোগবাসনার জন্য বিবাহিত জীবনে অশান্তি। অত্যাচারজনিত স্বাস্থ্যহীনতা মৃত্যু-

কারণ হতে পারে। ভোগবিলাসের জন্য বিদেশভ্রমণ। বিদেশে গুপ্ত বা প্রকাশ্য প্রণয়ের ব্যাপার। কর্ম্মের জন্য দুর্গমস্থানে বা পরগৃহে বাস। উচ্চাকাঙ্ক্ষায় আত্মীয়ের দ্বারা বাধা। ভোগের জন্য ও আসবাবপত্রের জন্য বহু ব্যয়। অন্যায় আচরণের জন্য অপবাদ।

কেতু মেষে

নিজের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি সংযত রাখবার শক্তি। মনের আবেগ গোপনে পটু। বিপদে অবিচলিত। সংযত ভাব। সময়ে সময়ে অনুভূতির অভাব। গুপ্ত উপায়ে অর্থলাভ। চোর বা প্রতারকের দ্বারা অর্থহানি। বিদেশী বন্ধুর সাহচর্য্যে ভ্রমণ। বিদেশী বা বিধর্ম্মী বন্ধুর সঙ্গে কুটুম্বিতা। পারিবারিক ব্যাপারে অপবাদ। একটু একগুঁয়ে প্রকৃতি। স্নেহপ্রীতির ব্যাপারে অদ্ভুত একনিষ্ঠা অথবা স্নেহপ্রীতির ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। রক্তপাতাদি, দন্তরোগ, অস্থিভঙ্গ প্রভৃতির আশঙ্কা। বিবাহের ব্যাপারে বহু বাধা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা। স্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘ বিচ্ছেদের আশঙ্কা। উপবাসাদি ক্লেশ সহ্য করিবার শক্তির অভাব। উপবাসাদি জনিত কষ্ট মৃত্যুর কারণ হতে পারে। অদ্ভুত কাজে লিপ্ত হওয়ার জন্য পারিবারিক অশান্তি বা গৃহসুখের অভাব। আধ্যাত্মিক ব্যাপারে জ্ঞানযোগের পক্ষপাতী—ভক্তিমূলক ধর্ম্মে বিরাগ। বন্ধুদের সঙ্গে নির্লিপ্ত ব্যবহার। ঘনিষ্ঠ বন্ধুর অভাব। নিজের বিষয়ে খুব সচেতন। সঞ্চিত অর্থহানির জন্য দুঃখ।

প্রজাপতি মেষে

অত্যন্ত কর্ম্মশীল ও উদ্যমী। আচরণের মধ্যে কোনরকম অদ্ভুতভাব থাকতে পারে। পরিবর্ত্তনশীল। প্রত্যেক জিনিষ স্পষ্টভাবে জানবার ইচ্ছা। নিজে উন্নতি করবার ও অগ্রসর হবার দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা। ধর্ম্মের ব্যাপার থেকে অথবা অসাধারণ কাজ

থেকে অর্থাগম। সাফল্যে অকস্মাৎ বিঘ্ন। অদ্ভূত বা অসাধারণ বন্ধুর জন্য আত্মীয় বিচ্ছেদ। অদ্ভূত প্রকৃতির লোকের দিকে আকর্ষণ। কর্ম্মে অস্থিরতার জন্য অথবা সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভ করবার জন্য পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছেদ। স্নেহপ্রীতির সম্বন্ধে অদ্ভূত ও অভিনব বা সমাজ-বিরুদ্ধ ধারণা। কোনরকম আকস্মিক দুর্ঘটনায় স্বাস্থ্য-হানি। বিবাহে বহু বিবাদ-বিসম্বাদ এবং স্ত্রীর সঙ্গে বারবার মিলন ও বিচ্ছেদ। বায়ু-রোগ বা দুশ্চিকিৎস্য ও অদ্ভুত রোগে মৃত্যুর আশঙ্কা। সহজ ধর্ম্মের দিকে ঝোঁক। প্রেম সম্বন্ধে স্বাধীনতাবাদী। বিদেশে সমাজবিরুদ্ধ প্রেমের অভিজ্ঞতা। জীবনের শেষের দিকে আধ্যাত্মিকতার জন্য খ্যাতি বা অখ্যাতি। পারিবারিক বিশৃঙ্খলার জন্য কর্ম্ম-বিপর্য্যয়। প্রতিভাশালী ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব। অনিশ্চিত অর্থাগমের জন্য উন্নতিতে বাধা।

বরুণ মেষে

অদ্ভুত খেয়ালী; আচরণে অসাধারণত্ব; অত্যন্ত আবেগপূর্ণ। অদ্ভুত উপায়ে অর্থলাভ। অদ্ভুত সংসর্গে ভ্রমণ। পারিবারিক ব্যাপারে অপবাদ। হঠযোগ, mysticism প্রভৃতির দিকে সহজ আকর্ষণ—স্বপ্নে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। অদ্ভুত ও চিকিৎসকের অসাধ্য পীড়ায় মৃত্যুর আশঙ্কা। বিদেশে প্রণয়ের ব্যাপার। কর্ম্মোপলক্ষে পরগৃহে বাস। অদ্ভুত প্রকৃতির লোকের সঙ্গ। নিন্দিত ও গুপ্ত উপায়ে অর্থপ্রাপ্তি।

বৃষ রাশি

রবি বৃষে

ধীর, স্থির ও অবিচলিত। অপরিসীম সহ্য-শক্তি। ধৈর্য্যশীলতা ও সহিষ্ণুতা দ্বারা কর্ম্মসিদ্ধি। দায়িত্বপূর্ণ কাজের যোগ্য। পছন্দ না-পছন্দ পরিষ্কারভাবে নির্দ্দিষ্ট। ভোজন-বিলাসী। সব ব্যাপারে নিজের জেদ বা গোঁ বজায় রাখতে চান। রাজকর্ম্মে লাভ। রাজপক্ষ অথবা পিতৃপক্ষ থেকে অর্থপ্রাপ্তি। স্ত্রীলোক হলে, স্বামীপক্ষ থেকে প্রাপ্তি। ভোগী। জ্ঞাতির সঙ্গে অথবা গুরুতর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের সঙ্গে বিরোধ এবং সেজন্য অপবাদ। শেষ বয়সে প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তির সঙ্গে অথবা কোন প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্রব। আতিথেয়তা অথবা উদারতার জন্য রাজা বা পদস্থ ব্যক্তিদের কাছে যশ। কর্ম্মের জন্য এবং স্বাস্থ্যলাভের জন্য ভ্রমণ। শিরঃপীড়ার আশঙ্কা। উত্তরাধিকার নিয়ে বিসম্বাদ। পিতার জন্য দুশ্চিন্তা। অংশীর মৃত্যুতে লাভ। মনোমত কর্ম্ম প্রাপ্তিতে আনন্দ। পরিবারের উন্নতির জন্য ইচ্ছা ও চেষ্টা।

চন্দ্র বৃষে

গভীর অনুভূতি। উচ্চাভিলাষী। রক্ষণশীল। সহনশীলতা খুব বেশী। জায়গা-জমি, বাড়ী-ঘর, চাষ-বাস, বাগ-বাগিচার কাজ অথবা সাধারণের সংশ্রবে অর্থাগম। অনিশ্চিত আয়। অর্থাগমের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ। ভ্রমণে বাধাবিঘ্ন বা বিপত্তি। সাংসারিক কার্য্যে বা গৃহস্থালীর ব্যাপারে অনুরক্ত। শেষ বয়সে বহু বন্ধুলাভ। সহৃদয়তার

জন্য সাধারণের নিকট খ্যাতি। বিদেশে বা ভ্রমণের সময় অস্বাস্থ্য, অথবা স্বাস্থ্যের জন্য ভ্রমণ। উত্তরাধিকার সূত্রে এজমালি সম্পত্তি প্রাপ্তি। সন্তানের খ্যাতি (সুখ্যাতিও হতে পারে অখ্যাতিও হতে পারে)।

মঙ্গল বৃষে

তেজস্বী, স্পষ্টবক্তা, অহঙ্কারী এবং ক্রোধী। সাহসিক কর্ম্মদ্বারা অর্থাগম। হঠকারিতার জন্য সাফল্যে বাধা। ভ্রাতৃবর্গের দ্বারা গুপ্তশত্রুতা—মামলা-মোকদ্দমায় ক্ষতি বা অপবাদ। অত্যন্ত উচ্চাভিলাষ এবং তার জন্য কর্ম্মস্থলে ঝঞ্ঝাট। গৃহভূমির ব্যাপারে আশা-ভঙ্গ ও বিরোধ। স্বাধীন পেশার দিকে ঝোঁক। নাস্তিকতার সমর্থন-কারী। নাড়ীমণ্ডল খুব উত্তেজিত অবস্থায় থাকা সম্ভব। বিবাদে অর্থহানি ও ক্ষতি। ঋণের জন্য বিবাদ। অত্যধিক উত্তেজনার জন্য শারীরিক অস্বাস্থ্য। নিজের মনের মত কাজে প্রবৃত্তি এবং সে বিষয়ে অন্যের পরামর্শে উপেক্ষা প্রদর্শন। ফাটকা বা দ্যূত-ক্রীড়ায় লিপ্ত। জায়গা-জমি প্রভৃতি স্থায়ী সম্পত্তি করবার চেষ্টা। সদ্ব্যয়ে অনিচ্ছা এবং অসদ্ব্যয়ে প্রবৃত্তি। নিজের সাহস ও ক্রিয়াশীলতা দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি ও অর্থাগম।

বুধ বৃষে

চপল, বহুভাষী, বাইরে বিনয়ীর ভাব কিন্তু একটু উপর-চালাক। নিজের বুদ্ধিকৌশল বা চালাকি দ্বারা অর্থাগম। অতি-বুদ্ধির জন্য দুঃখ। শিল্পকলার দিকে ঝোঁক, কিন্তু তা থেকে দুঃখ। লেখা-পড়ার ব্যাপারে শত্রুদ্বারা অপবাদ প্রচার। সাংসারিক ব্যাপারে আত্মীয়ের দ্বারা সাহায্য। লেখাপড়ার কাজে প্রশংসা ও খ্যাতি লাভের চেষ্টা। জ্ঞাতিবর্গের সঙ্গে বিবাদ। মানসিক ব্যাধির আশঙ্কা। অংশীর দ্বারা বা অংশীর জন্য ক্ষতি। নষ্ট সম্পত্তির জন্য বিবাদ। অনর্থক

দুশ্চিন্তার জন্য শিরঃপীড়া। সামান্য ব্যাপার নিয়ে আন্দোলন। নিজের বুদ্ধি দ্বারা প্রতিষ্ঠা। বিপদে বন্ধুর সাহায্যলাভ। আত্মীয়ের জন্য অপবাদ ও কষ্ট। লেখাপড়ার ব্যাপারে বা পুস্তকাদির জন্য ব্যয়। বিখ্যাত সন্তান। বিদ্যাজনিত যশ।

বৃহস্পতি বৃষে

গম্ভীর, অল্পভাষী, মধুর-প্রকৃতি, সৌম্য ও প্রশান্ত ভাব। ভিতরকার প্রকৃতির বেশীর ভাগই বাইরে প্রকাশ পায় না। বহু ধর্ম্মানুরাগী আত্মীয়। আত্মীয়ের দ্বারা শত্রুতা কিন্তু তাতে নিজের উন্নতি। মনের মত গৃহে বাস। উন্নতিশীল ও খ্যাতিমান্ পুত্র। ধর্ম্মের সাধনা। ভ্রমণের দ্বারা স্বাস্থ্যোন্নতি। মামলা-মোকদ্দমা থেকে লাভ। •বিবাদ কোরে সম্পত্তি উদ্ধার। বহু তীর্থাদি ভ্রমণ। সহজজ্ঞান বা অন্ত-র্দৃষ্টির জন্য খ্যাতি। নিজের বিদ্যাবলে উন্নতি। জীবনের শেষে বন্ধুর সাহচর্য্যে আনন্দ। সদ্ব্যয়ে মতি। জ্ঞানলাভের জন্য ত্যাগ স্বীকার।

শুক্র বৃষে

সামাজিক প্রকৃতি, শিষ্ট আলাপে পটু, মধুর ব্যবহার। নানাবিষয়ে দক্ষতা। বিষয়কর্ম্মে পটুত্ব। নিজের পটুত্ব দ্বারা অতি সহজে অর্থাগম। আত্মীয়ার জন্য অর্থনাশ ও অপবাদ। বিলাসিতার দ্রব্যাদি এবং যান বাহনাদি প্রাপ্তির জন্য আন্তরিক চেষ্টা। প্রণয়ের বা স্নেহপ্রীতির ব্যাপার থেকে খ্যাতি। কর্ম্মে আনন্দ। মানসিক শক্তি দ্বারা এবং প্রফুল্লতা দ্বারা স্বাস্থ্য ভাল রাখবার ক্ষমতা। বার্দ্ধক্যেও যৌবনের ভাব। বিবাহের ব্যাপারে নৈরাশ্য। বিবাদে অর্থহানি ও পরাজয়। ভ্রমণে স্বাস্থ্যলাভ ও কর্ম্মক্ষমতা বৃদ্ধি। আনন্দজনক কর্ম্ম। পরিবার মধ্যে এবং প্রতিবেশীর মধ্যে বহু ব্যক্তির সঙ্গে সৌহার্দ্দ্য। গোপনীয় ব্যাপারের সংশ্রবে দক্ষতা।

শনি বৃষে

মিতব্যয়ী, সংযমী ও সাবধানী। নিজেকে গোপন রাখবার ইচ্ছা। নির্জ্জনতাপ্রিয়, অসামাজিক। পরিশ্রমের দ্বারা ও ধৈর্য্যের দ্বারা অর্থলাভ। অর্থাগমে বিলম্ব ও বিঘ্ন। নিজেকে নিঃসঙ্গ ব'লে অনুভব। আত্মীয়-কুটুম্বের সঙ্গে বিচ্ছেদ। সমাজে বা বাসস্থানে প্রকৃত বন্ধুর সংখ্যা অত্যন্ত কম। সন্তানের অসাফল্য। অনর্থক দুশ্চিন্তা। বায়ুরোগ ও বিষাদখিন্নতার আশঙ্কা। অন্যের সংশ্রবে অর্থ-হানি। দরিদ্র অংশী। বিবাহের ব্যাপারে দুঃখ। উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি প্রাপ্তিতে বাধা। ভ্রমণে শারীরিক অস্বাস্থ্য। কর্ম্মে সুযোগের অভাবের জন্য দুঃখ। পারিবারিক সহানুভূতির অভাবে আশাভঙ্গ ও উদ্যমহানি। নৈরাশ্য ও প্রফুল্লতার অভাবের জন্য অথবা অতিরিক্ত গোঁড়ামির জন্য কর্ম্মসিদ্ধিতে বাধা।

রাহু বৃষে

অত্যন্ত জেদী প্রকৃতি। প্রচণ্ড স্বভাব। সমস্ত বস্তু নিজে আত্মসাৎ করবার ইচ্ছা। অত্যন্ত অশোভনভাবে নিজেকে জাহির করবার প্রবৃত্তি। অস্থির আয়। বহু উপার্জ্জন ও বহু ব্যয়। অসদ্ব্যয়ের প্রবণতা। অর্থোপার্জ্জনের জন্য বহু ভ্রমণ। ভ্রাতা-ভগ্নী দ্বারা অপবাদ প্রচার। আত্মীয়ার জন্য অশান্তি ও অপবাদ। সঙ্গীর জন্য পারিবারিক বিশৃঙ্খলা। নিজের অযথা উচ্চাভিলাষের জন্য পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হবার আশঙ্কা। জীবনের শেষভাগে বহু অদ্ভুত প্রকৃতির লোকের সংসর্গ। প্রণয়ের ব্যাপারে বা স্ত্রীঘটিত ব্যাপারে ঝঞ্ঝাট ও অপবাদ। দ্যূতক্রীড়ার দিকে ঝোঁক। বহু ভ্রমণের জন্য স্বাস্থ্যহানি। বিবাহে অথবা দাম্পত্য জীবনে কোন রহস্য থাকা সম্ভব। স্ত্রীজনিত দোষে মৃত্যুর আশঙ্কা। প্রবাসে অবহেলা, অনিয়ম বা অত্যাচারে স্বাস্থ্য-

হানি। আমোদপ্রিয়তার জন্য অপযশ বা কর্ম্মহানি। পারিবারিক বিশৃঙ্খলার জন্য আশা বা উদ্যম ভঙ্গ। আত্মীয়-বিরোধের জন্য প্রবাস। অব্যবস্থিত-চিত্ততার জন্য অবনতি।

কেতু বৃষে

অল্পভাষী, নিজের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে গুটিয়ে থাকবার ইচ্ছা। আহার-বিহারে বাহুল্যের অভাব। পূর্ণসাফল্যে বাধা। সঙ্গভীরুতার (shyness) জন্য অসাফল্য। আত্মীয়-কুটুম্বের জন্য নানারূপে ক্ষতিগ্রস্ত। গৃহে অদ্ভুত ব্যক্তির সংশ্রবে বাস ও তার জন্য দুঃখ। অসাফল্যের জন্য মনোকষ্ট এবং কর্ম্মহানির জন্য প্রীতির পাত্রের সঙ্গে অকৌশল। মস্তিষ্কের পীড়ার আশঙ্কা। পিতার জন্য দুঃখ। নিজের অক্ষমতার জন্য বিবাহিত জীবনে দুঃখ। অংশীর সঙ্গে বিচ্ছেদ। জীবনের শেষে পরিজনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার আশঙ্কা। প্রবাসে আহারাদির কষ্ট। অপ্রিয় কর্ম্মে নিযুক্ত। পারিবারিক দুঃখ ও অশান্তির জন্য অপরের সংশ্রব। নিজের অবিবেচনার জন্য অথবা অহমিকার জন্য অবনতি।

প্রজাপতি বৃষে

ভাবভঙ্গী কথাবার্ত্তা প্রভৃতিতে সাধারণ ব্যক্তি হতে একটু স্বাতন্ত্র্য থাকা সম্ভব। আহার-বিহারে বিশেষত্ব। নিজের শক্তি দ্বারা সাফল্য-লাভ—কিন্তু সাফল্যের পথে বহু বাধা-বিঘ্ন। জ্ঞানলাভের জন্য ভ্রমণ বা প্রবাস। উচ্চাভিলাষ বা উচ্চ আদর্শের জন্য প্রতিবেশীর সঙ্গে বা পরিবারস্থ লোকের সঙ্গে মনোমালিন্য। প্রীতি-পাত্রের জন্য মিথ্যা অপযশ। অক্ষম সন্তান। অদ্ভুত চিন্তাধারা। নাড়ী-মণ্ডলের উত্তেজিত অবস্থা। স্ত্রীর সহসা মৃত্যু। বিবাদ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিজের মৃত্যুর কারণ হতে পারে—যুদ্ধে মৃত্যুও অসম্ভব নয়। প্রবাসে অস্বাস্থ্য অথবা ভ্রমণকালে বিপদ। মৌলিক কল্পনা বা চিন্তাধারার জন্য

খ্যাতি বা অখ্যাতি। প্রবাসী বন্ধু। বিপদকালে আত্মীয়ের দ্বারা শত্রুতা।

বরুণ বৃষে

অপ্রত্যাশিত সাফল্য বা অসাফল্য। অব্যবস্থিত-চিত্ততার জন্য সাফল্যে বাধা। আত্মীয়ের শত্রুতায় স্থানত্যাগ বা প্রবাস। নীচজাতীয় বা নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তির সঙ্গে সংশ্রব। অবাঞ্ছনীয় প্রতিবেশী। প্রণয়ের ব্যাপারে অদ্ভুতভাবে অপযশ প্রচার। সন্তান জনিত দুঃখ। স্বাস্থ্যের জন্য বহু ভ্রমণ। স্ত্রীর মনোকষ্ট। প্রাপ্য সম্পত্তি প্রাপ্তিতে অপ্রত্যাশিত বাধা। চুরি বা প্রতারণার দ্বারা হানি। বিদেশে বহু ভোগসুখ। উন্নতি সম্বন্ধে বিচিত্র কল্পনা। বহু বিচিত্র ব্যক্তির সাহচর্য্য। কোন গুহ্য ব্যাপারে বহু ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব। অদ্ভুত মানসিকতার জন্য নিন্দিত।

মিথুন রাশি

রবি মিথুনে

প্রকৃতিতে দ্বন্দ্বভাব। সাধারণত, জ্ঞানের দিকে ঝোঁক। সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পের দিকে স্বাভাবিক অনুরাগ। যাতে লেখা-পড়ার সংশ্রব আছে এরকম কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বুদ্ধি ও জ্ঞানের জোরে উন্নতি। উচ্চাভিলাষী। দু-রকম কাজে লিপ্ত। শিক্ষা-ব্যাপারের সঙ্গে বা দেশের আইন-সংক্রান্ত ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ভ্রাতা-ভগ্নীর উন্নতি। অন্য প্রতিকূল যোগ না থাকলে বহু ভ্রাতাভগ্নী। কোন সভা, সংসদ্, পরিষদ্ অথবা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগ। শিক্ষিত ব্যক্তিদের সঙ্গ। বংশের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব—কিন্তু মনোমালিন্য হোক্ আর না-ই হোক্, পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভব। সাহিত্যিক বা শিল্পী বন্ধু। নিজের কৃতিত্বের জন্য খ্যাতি। বিদেশীর সহকারিতা। দেহে বিষ প্রবেশের আশঙ্কা। ফুস্‌ফুস্ অথবা নাড়ী-মণ্ডলের ব্যাধির প্রবণতা। প্রতিষ্ঠার জন্য মস্তিষ্ক-চালনা।

চন্দ্র মিথুনে

অত্যন্ত ভাবপ্রবণ ও নমনীয় প্রকৃতি। সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীত প্রভৃতির দিকে ঝোঁক। ভ্রমণশীল ও চঞ্চলস্বভাব। চঞ্চল প্রকৃতির জন্য এক কাজে লিপ্ত থাকতে অনিচ্ছুক। অস্থির আয়। এজেন্সি, সেক্রেটারির কাজ, অথবা যে কাজের সঙ্গে ভ্রমণ জড়িত আছে এমন সব কাজ থেকে অর্থাগম। মাতৃস্থানীয়া আত্মীয়াদের প্রিয়পাত্র।

আত্মীয়বর্গের প্রতি সহানুভূতিশীল। ঘন ঘন বাস-পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা। জন-সাধারণের সঙ্গ। সাধারণ ব্যক্তিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। বন্ধুর সাহচর্য্যে আনন্দ। স্বাস্থ্যের জন্য কর্ম্ম পরিবর্ত্তন। পারিবারিক ব্যাপার থেকে দুঃখ। পরগৃহে বাসের আশঙ্কা। বিদেশে শত্রুতা। দুর্ব্বল দেহ বা জীবনীশক্তির ক্ষয়। দু'টি স্বতন্ত্র বাসস্থান থাকা সম্ভব। সাধারণের উপকার আছে এমন কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্রব। পারিবারিক ব্যাপারের জন্য উন্নতিতে বাধা।

মঙ্গল মিথুনে

হঠকারী ও গর্ব্বিত। হাতের কাজের দিকে ঝোঁক। উৎসাহী ও তেজস্বী। অর্থোপার্জ্জনের শক্তি কিন্তু সঞ্চয়-শীলতার অভাব। যত্র আয় তত্র ব্যয়। আত্মীয় বিরোধ। পারিবারিক ব্যাপারে দুঃখ। বন্ধুর সঙ্গে বিরোধ—প্রকৃত বন্ধুর অভাব। বন্ধুত্বের ব্যাপারে আশাভঙ্গ। কর্ম্মশীলতার জন্য খ্যাতি বা অখ্যাতি। চর্ম্মরোগের প্রবণতা—রক্ত সংক্রান্ত পীড়ার আশঙ্কা। অংশঘটিত কোন ব্যাপারে শত্রুতা ও মামলা মোকদ্দমা। অভিঘাতের আশঙ্কা। আকস্মিক মৃত্যু। বিদেশে শত্রুপীড়া। হঠকারিতার জন্য কর্ম্মহানি। শেষজীবনে অর্থকষ্ট।

বুধ মিথুনে

অনুকরণ-প্রিয়, দৃঢ়তার অভাব, বালক-স্বভাব। লেখাপড়ার কাজ বা শিল্পাদির দ্বারা অর্থাগম। চটুল ও চপল বাক্য। খুব বেশী খোলাখুলি ভাব। পেটে কথা থাকে না। পারিবারিক ব্যাপারে পটুত্বের অভাব। সাংসারিক ব্যাপারের কর্ত্তৃত্বে অক্ষমতা। শিল্পী ও সাহিত্যিক বন্ধু। কর্ম্মক্ষেত্রে সুযোগের অভাব। শরীরে বিষক্রিয়া-জনিত অস্বাস্থ্য। ব্যবসায়াদির জন্য ভ্রমণ। বিদেশে লেখা-

পড়ার ব্যাপারে বাধা। লেখাপড়ার ব্যাপারে আশা ভঙ্গ। অস্থিরতা বা চাঞ্চল্যের জন্য কর্ম্মস্থানে বিশৃঙ্খলা। মানসিক অবস্থার জন্য অবনতি।

বৃহস্পতি মিথুনে

দার্শনিক মনোভাব। প্রবৃত্তি এবং আকাঙ্ক্ষা উচ্চ। সব বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধান করবার ক্ষমতা। সহজে প্রত্যেক বিষয়ের খুটিনাটি পর্য্যবেক্ষণ করতে সক্ষম। সহজে উপার্জ্জন করবার শক্তি, কিন্তু ব্যয়-বাহুল্য। নিজের উদারতার জন্য কুটুম্বের সঙ্গে সৌহার্দ্দ্য। জীবনের শেষে বিশেষ আধ্যাত্মিক উন্নতি। উদার এবং উচ্চ-বংশীয় বন্ধু। সাধারণ কাজে খ্যাতিলাভ। উত্তম স্বাস্থ্য। আধ্যাত্মিক ব্যাপারে স্ত্রীর দ্বারা সাহায্য। কুটুম্ব মধ্যে বিবাহের সম্ভাবনা। সজ্ঞানে মৃত্যু। ধর্ম্মকর্ম্মে প্রতিযোগিতা বা বাধা। কর্ম্মশীলতার দ্বারা উন্নতি। অনেক সময় পরের জন্য বাজে কাজে লিপ্ত। মনের মত বন্ধু। সন্তানের দ্বারা সুখ। পরিবারের মধ্যে ধর্ম্মের প্রভাব।

শুক্র মিথুনে

চতুর ও কৌশলী। সামাজিক ব্যাপারে পটু। প্রফুল্ল ও সপ্রতিভ ভাব। নিজের পটুতা ও শিষ্ট ব্যবহার দ্বারা সাফল্য। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সদ্ভাব। বহু অনুচর ও বন্ধু। কোন অদ্ভুত গুপ্ত-প্রেমের ব্যাপার—যা পারিবারিক কোন ব্যাপারের সংশ্রবে এসে উপস্থিত হবে। অনুগত বা অধীনস্থ লোকের জন্য খ্যাতি বা অখ্যাতি। জীবনে দুটি প্রেমের ব্যাপার। বিদেশে বা দূরদেশে বিবাহ। একাধিক বিবাহের সম্ভাবনা। চিকিৎসাদি দ্বারা ও সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা রোগমুক্তি। বন্ধুর সাহায্যে দ্যূত-ক্রীড়া বা Speculationএ লাভ। আনন্দের জন্য বা অপরের সহযোগে ভ্রমণ। কর্ম্মশীলতার জন্য খ্যাতি। বন্ধুর সঙ্গে প্রণয়। জীবনের শেষে মনোকষ্ট বা শোক।

শনি মিথুনে

দৃঢ় এবং অপরিবর্ত্তনীয় মন। সংস্কারের বশবর্ত্তী। কূট এবং বিষয়ী। নিজের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি। মিতভাষী, অল্পব্যয়ী ও সঞ্চয়ী। আত্মপরায়ণতার জন্য আত্মীয়দের সঙ্গে বিচ্ছেদ। ভূমির ব্যাপারে গুপ্ত শত্রুতা এবং ফৌজদারীর আশঙ্কা। সন্তানের ব্যাপারে আশা-ভঙ্গ—সন্তানের সঙ্গে মনোমালিন্য। কুচিকিৎসায় স্বাস্থ্যহানি। মামলা-মোকদ্দমা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাপারে ভাগ্য ভাল নয়। আইনজ্ঞের দ্বারা ক্ষতি। জীবনের শেষে দুর্ভাগ্য। দীর্ঘকাল-স্থায়ী রোগ। কর্ম্মারম্ভে বিঘ্ন। অধীনস্থ ব্যক্তির দোষে কর্ম্মহানি। অল্প বন্ধু। বন্ধুর দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতা। গুপ্ত শত্রু অথবা কোন আত্মীয় মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

রাহু মিথুনে

দুরাকাঙ্ক্ষাপূর্ণ এবং লোভী। ভোগের বাসনা অতি প্রবল। সমস্ত নিজে আত্মসাৎ করবার প্রবৃত্তি। প্রচণ্ড ভাব। অস্থির আয়—অপরিমিত ব্যয়। কেবল নিজের জন্য ব্যস্ত। ভ্রমণ এবং অস্থিরতার জন্য পারিবারিক বিশৃঙ্খলা। পরিবার মধ্যে গুপ্ত শত্রু। প্রণয়ের ব্যাপারে একনিষ্ঠতার অভাব। নীচ বন্ধু। প্রণয়ের ব্যাপারে বন্ধু-বিচ্ছেদ। কর্ম্মস্থানে ঝঞ্ঝাট। অমিতাচার বা অনিয়মের জন্য স্বাস্থ্যহানি। প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য দূর ভ্রমণ। অত্যাচারের ফলে জীবনী-শক্তির হ্রাস। বিদেশে বহু শত্রু। কর্ম্মে অবহেলা বা অনিয়মের জন্য কর্ম্মহানি। সন্তানের জন্য অশান্তি। প্রণয়ের ব্যাপারে আশা-ভঙ্গ।

কেতু মিথুনে

যুক্তিহীন সংস্কার-বদ্ধ মন। উচ্চ মানসিকতার অভাব। হৃদয়ের অভাব। নিজের কার্য্য-সিদ্ধির জন্য অপরের ক্ষতিতে আপত্তি নেই।

অন্যায় ভাবে অর্থ সংগ্রহ। বৃথা গর্ব্ব, বড়াই এবং ভড়ং দেখিয়ে লোকের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভ করবার চেষ্টা। স্বার্থের জন্য আত্মীয়-বিরোধ। পরিবার মধ্যে নানারকম অশান্তি। নীচ ব্যক্তি বা বিদেশীর সাহচর্য্য। প্রণয়ের ব্যাপারে আশাভঙ্গ। নীচ কর্ম্মের জন্য অখ্যাতি। অস্ত্রাঘাত বা অস্ত্রোপচারের আশঙ্কা। শত্রুর দ্বারা মিথ্যা মোকদ্দমায় জড়িত। সহসা মৃত্যু—অপঘাতের ভয়। বিবাহে বাধাবিঘ্ন। স্ত্রীর কোন আত্মীয়ের জন্য বিবাহিত জীবনে অশান্তি। সন্তানের জন্য দুশ্চিন্তা। পরগৃহে বাসের জন্য উন্নতির বাধা।

প্রজাপতি মিথুনে

সব বিষয়ে সংস্কারের পক্ষপাতী। কোন কাজে সন্তুষ্ট নয়—কেবল অগ্রসর হবার ইচ্ছা। সংস্কার-মুক্ত ও বন্ধন-হীন। সাধারণের চোখে একটু খামখেয়ালী বা অদ্ভুত-প্রকৃতি। মৌলিক বুদ্ধি। উদ্ভাবনীশক্তি প্রবল। অর্থভাগ্য এবং সাফল্য অনিশ্চিত। খামখেয়ালের জন্য বা অসাধারণত্বের জন্য আত্মীয়দের সঙ্গে বিচ্ছেদ। জীবনের শেষে নির্জ্জন বাস। অল্পসংখ্যক বন্ধু। উচ্চ মানসিকতা-সম্পন্ন ব্যক্তির সংসর্গ। অস্থির কর্ম্ম। নানা কাজে ব্যাপৃত। সাধারণের সংশ্রবে খ্যাতি ও অখ্যাতি। মৌলিকতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা। অসম্পূর্ণ দাম্পত্যজীবন। সহসা অদ্ভুতভাবে মৃত্যু। বিদেশে শক্তিশালী শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বীর দ্বারা অনিষ্ট চেষ্টা। অসাধারণ কর্ম্মক্ষমতা। বহুমুখী দক্ষতা। সন্তানের ব্যাপারে অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতা।

বরুণ মিথুনে

মনে যুক্তির চেয়ে প্রেরণা প্রবল। বেশীর ভাগ কাজই প্রেরণাবশে হয়। সৌন্দর্য্যের উপাসক। অসাধারণ প্রকৃতি। অসাধারণ সাফল্য বা বিফলতা। অনিশ্চিত আয়। অপ্রত্যাশিত লাভ—অপ্রত্যাশিত

ক্ষতি। পরিবার মধ্যে গুপ্তরহস্য। পারিবারিক কারণে স্থানত্যাগ। অদ্ভূত ব্যক্তির সংসর্গ। প্রেম সম্বন্ধে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। বন্ধুর দ্বারা ক্ষতি। কর্ম্মের জন্য বা অধীনস্থ ব্যক্তির জন্য নিন্দা বা অপযশ। বিবাহের জন্য বা স্ত্রীর জন্য দূর ভ্রমণ। অদ্ভুত স্বপ্ন। আধ্যাত্মিক ব্যাপারে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। ভ্রমণকালে বিবাদ। সাধনায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কর্ম্মে অবহেলা বা অক্ষমতার জন্য কর্ম্মহানি। প্রেম সম্বন্ধে অদ্ভুত ধারণা কাজে পরিণত করবার ইচ্ছা। জীবনের শেষে পারিবারিক কারণে বিদেশবাস। সন্ন্যাসের দিকে ঝোঁক।

কর্কট রাশি

রবি কর্কটে

স্নেহশীল প্রকৃতি। স্ত্রীপুত্রের দিকে প্রবল আকর্ষণ। রোম্যান্টিক মনোভাব। ভ্রমণের ইচ্ছা কিন্তু বাড়ীর দিকে টান। অভিমানী এবং প্রশংসালোভী। গৃহভূমির ব্যাপারে অথবা কৃষিকর্ম্মে সৌভাগ্য। আত্মীয়ের দ্বারা বা গুরুজনের দ্বারা সাফল্যে সাহায্য। মানসিক অবস্থার উপর সাফল্য নির্ভর করে। অর্থ সম্বন্ধে চিন্তা—সঞ্চয়ীর ভাব। পরিবারের সুখের জন্য উন্নতির চেষ্টা। বহু সন্তানের সম্ভাবনা, কিন্তু সন্তানের জন্য অশান্তি। প্রণয়ের ব্যাপার, আমোদ প্রমোদ বা Speculationএ অর্থব্যয় বা ক্ষতি। অত্যন্ত কর্ম্মপ্রিয়তা—কর্ম্মে উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তির সাহায্য লাভ। ব্যবসায়ে উন্নতি। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যশ। বিদেশে মৃত্যু। আধ্যাত্মিক শক্তিলাভের যোগ্যতা। কর্ম্মস্থানে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী। আশা পূর্ণ করবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম। গৃহপ্রিয়তার জন্য উন্নতিতে বাধা।

চন্দ্র কর্কটে

আরাম-প্রিয়। গার্হস্থ্য এবং পারিবারিক ব্যাপারে আকৃষ্ট। প্রখর স্মরণশক্তি, প্রবল অনুকরণ-স্পৃহা। মাতার দ্বারা প্রভাবিত। মাতৃপক্ষ থেকে অথবা ভূমির ব্যাপার থেকে লাভ ও আনন্দ। অর্থের জন্য ভ্রমণ। অর্থশালী আত্মীয় কুটুম্ব। ভ্রমণশীল—বহু প্রবাসী। ভ্রমণশীল সন্তান। পুত্রকন্যার সঙ্গে বিচ্ছেদ। অপরের

সহযোগিতায় বা অপরের অধীনে কর্ম্ম। স্ত্রীর সাহচর্য্যে প্রতিষ্ঠা। আধ্যাত্মিক শক্তির স্ফুরণ। বিদেশে মৃত্যু। ভাবপ্রবণতার জন্য উন্নতিতে বাধা অথবা উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে বিরোধ। অধীনস্থ ব্যক্তি বা জনসাধারণের প্রীতিলাভ।—তাঁদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা ও সম্মান। প্রবাসে আনন্দলাভ। শেষ বয়সে ধর্ম্মচর্চ্চা।

মঙ্গল কর্কটে

অসংযত প্রবৃত্তি। যুক্তির চেয়ে বাসনা প্রবল। ঝোঁকের মাথায় কাজ। পারিবারিক অশান্তি। নিজের হঠকারিতার জন্য অশান্তি। অর্থ ও যশের দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক। বাচালতার জন্য সাফল্যে বাধা। বিফলতার জন্য উদ্বেগ। প্রেমের ব্যাপারে অপবাদ। সন্তানের জন্য দুঃখ। নীচ সংসর্গের জন্য ক্ষতি। কর্ম্মজীবনে বাধাবিঘ্ন। সহসা মৃত্যুর আশঙ্কা। গৃহভূমির ব্যাপারে অত্যন্ত ঝঞ্ঝাট। আকস্মিক দুর্ঘটনায় গৃহহানির আশঙ্কা। উদ্ধত শত্রুর দ্বারা অপবাদ প্রচার। নিজের হঠকারিতা বা অমিতাচারের জন্য স্বাস্থ্যহানি, আশাভঙ্গ ও বন্ধু-বিরোধ। হঠকারিতা এবং সংযমের অভাবের জন্য অবনতি।

বুধ কর্কটে

প্রখর স্মৃতিশক্তি—কথা মনে রাখবার শক্তি খুব বেশী। অনুকরণ করবার এবং অভিনয় করবার যোগ্যতা। বালকের মত মনোভাব। কোন বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করবার শক্তির অভাব। কোন শিল্পের দ্বারা অথবা লেখাপড়ার কাজের দ্বারা অর্থাগম। আত্মীয়-কুটুম্বের সঙ্গে সৌহার্দ্দ্য। জীবনের শেষে আধ্যাত্মিক অনুভূতির সূচনা। সন্তানের ব্যাপারে এবং পারিবারিক ব্যাপারে দুশ্চিন্তা। লঘুতর সম্পর্কের আত্মীয়ের সঙ্গে সদ্ভাব। কর্ম্মক্ষেত্রে বহু শিল্পী, সাহিত্যিক অথবা ব্যবসায়ী বন্ধুর সাহায্য-লাভ। কর্ম্ম বা বৈষয়িক ব্যাপারে অংশীর জন্য বিভ্রাট।

নাড়ীমণ্ডলের পীড়া বা সান্নিপাত মৃত্যুর কারণ হতে পারে। ভ্রমণের দ্বারা বা উপদেশের দ্বারা আধ্যাত্মিক ব্যাপারের অভিজ্ঞতা। কর্ম্মস্থানে অধীনস্থ ব্যক্তির দ্বারা শত্রুতা। অংশীর দ্বারা প্রতিষ্ঠার বাধা। বহু আশ্রিত ও প্রতিপাল্য। আশ্রিত-প্রতিপাল্যের জন্য অর্থব্যয়। সন্তানাদির জন্য বিশেষ চিন্তা। Speculationএ ক্ষতি।

বৃহস্পতি কর্কটে

সহৃদয়, বিবেচক, জ্ঞানী। পরিবার মধ্যে প্রতিষ্ঠা। বিবেচনা ও চিন্তাশীলতা দ্বারা সাফল্য। অর্থশালী আত্মীয়। অপরের সংসর্গে আনন্দ। পুত্রের জন্য অপবাদ। আমোদ-প্রমোদে ব্যয়। বহুব্যয়ী। সঞ্চয়ে অক্ষম। কর্ম্মস্থানে উদার বন্ধু বা মুরুব্বীর সাহায্যলাভ। স্ত্রীর জন্য খ্যাতি ও অখ্যাতি। নিজের মধুর ব্যবহারে শত্রুজয়। আধ্যাত্মিক ব্যাপার থেকে আনন্দ। সাধারণের কাজে আনন্দ। কর্ম্মস্থানে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ। নিজের মনোমত কর্ম্ম। মস্তিষ্ক-চালনা দ্বারা এবং বুদ্ধিমত্তার দ্বারা উন্নতি। বিদেশে বা তীর্থে সুখে ও সজ্ঞানে মৃত্যু।

শুক্র কর্কটে

গৃহে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পক্ষপাতী। পোষাক-পরিচ্ছদে এবং আহার-বিহারে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ভাল লাগে। পরিবার মধ্যে ও সমাজে শিষ্ট ও মধুর ব্যবহার। বুদ্ধিকৌশলে উপার্জ্জন। মধুর ব্যবহারে আত্মীয়তা করতে পটু। পারিবারিক বা গৃহস্থালীর ব্যাপারগুলি নিজের মনোমত কোরে নেবার শক্তি। গুপ্তপ্রণয়ে আনন্দ। মনোমত ভৃত্যলাভ। বিবাহের দ্বারা উন্নতির সাহায্য। আধ্যাত্মিক ব্যাপারে বিভূতিলাভের ইচ্ছা—কোনরকম বিভূতি অসম্ভব নয়। দেনা-পাওনার ব্যাপারে সৌভাগ্যশালী। মৃত্যুকালে স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ। পারিবারিক

ব্যাপার বা স্ত্রীঘটিত ব্যাপারে কর্ম্মে বাধা। কোন প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তির সহযোগিতা। মনোমত কর্ম্মের দ্বারা আশাপূর্ণ। আমোদ প্রমোদ বা বিলাসিতার জন্য ব্যয়।

শনি কর্কটে

অসন্তুষ্ট ও খিট্‌খিটে স্বভাব। পরিবারস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে অশক্ত। গতানুশোচনা এবং বিষাদখিন্নতা। পরিবার মধ্যে অশান্তি, ঝঞ্ঝাট, এবং বিবাদ-বিসম্বাদ। মিতব্যয়িতার দ্বারা সঞ্চয়। সাধারণ কর্ম্মে এবং কৃষি, ভূমি প্রভৃতি থেকে লাভ। আত্মীয়-বিয়োগে দুঃখ। লেখাপড়ার ব্যাপারে সাবধানী ও হিসাবী। মৃদুবুদ্ধি। জীবনের শেষে নির্জ্জনবাস এবং সংযম ও কঠোরতা অভ্যাস। সন্তানের ব্যাপারে এবং স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে দুঃখ। অধীনস্থ ব্যক্তির জন্য অশান্তি ও উদ্বেগ। আশাভঙ্গের জন্য দৈহিক পীড়া, প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা বিবাদ বিসম্বাদ। সাধারণের মধ্যে অখ্যাতি। ম্লেচ্ছ বা নীচের সংসর্গে দুঃখ। অজ্ঞান অবস্থায় মৃত্যু। দুর্ব্বল মস্তিষ্ক। বিদেশে জলভীতি। কর্ম্মস্থানে কোন নীচ বা বৃদ্ধ ব্যক্তির দ্বারা শত্রুতা। কোন স্থায়ী পীড়ার জন্য অত্যন্ত উদ্বেগ। ধর্ম্মকর্ম্মে চিরাচরিত প্রথার পক্ষপাতী। বন্ধুর জন্য ঝঞ্ঝাট ও অশান্তি।

রাহু কর্কটে

ভ্রমণশীল। উত্তেজনাপূর্ণ ও চঞ্চল। কোন কাজ মনের মত হয় না। এক জায়গায় বেশীদিন থাকিতে অনিচ্ছুক। অনর্থক পারিবারিক ঝঞ্ঝাট এবং বিশৃঙ্খলা। অপব্যয়ী। বৃথা ব্যয়ের জন্য অনুশোচনা ও মনোকষ্ট। অন্যায় উপায়ে অর্থলাভের চেষ্টা। অব্যবস্থিত-চিত্ততার জন্য পারিবারিক দুঃখ এবং পরিবারস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে বিচ্ছেদ। দ্যুত-ক্রীড়ায় ক্ষতি—অবৈধ প্রণয়ের ব্যাপারে অপবাদ।

ইন্দ্রিয়পরায়ণতার জন্য দুঃখ ও অবনতি। অনিয়ম বা অমিতাচারের জন্য স্বাস্থ্যহানি। অসৎসঙ্গে কষ্ট। স্ত্রীর জন্য অশান্তি বা ঝঞ্ঝাট। বিবাহের দ্বারা অবনতি বা নীচকুলে বিবাহ। ভ্রমণকালে অদ্ভুত দুর্ঘটনা। শারীরিক অস্বাস্থ্যের জন্য অথবা কোন অদ্ভূত দুর্ঘটনার জন্য ভ্রমণে বাধা। কোন স্ত্রীলোকের জন্য উন্নতিতে বাধা। অনিয়ম, অত্যাচার বা কাজে অবহেলার জন্য আশাভঙ্গ।

কেতু কর্কটে

সাংসারিক ব্যাপারে উদাসীন। মমতা-শূন্য। পরগৃহে বাসের জন্য দুঃখ। কর্ম্মে বিরক্ত। ফাঁকি দিয়ে উপার্জ্জনের ইচ্ছা। অর্থের জন্য আত্মীয়-বিরোধ বা আত্মীয়-বিচ্ছেদ। নিজের আত্মপরায়ণতার জন্য পরিবারস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে বিচ্ছেদ। সন্তানের জন্য অপবাদ। স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে দুঃখ। নীচ ব্যক্তির সংসর্গ। বিবাহে অদ্ভুতভাবে বাধা। দুঃখের সময় মৃত্যু। শোক বা নৈরাশ্যের জন্য ভাগ্যহানি। নীচ শত্রুর দ্বারা কাজকর্ম্মে বাধা। অলস বা নীচ ব্যক্তির সংসর্গে দুঃখ। সন্ন্যাসের দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি।

প্রজাপতি কর্কটে

একা থাকতে ইচ্ছুক। গৃহস্থালীর ব্যাপারে উদাসীন। পরিবারের সকলের সঙ্গে অবনিবনাও। নিজের যোগ্যতা এবং মৌলিকতার দ্বারা উপার্জ্জন। আত্মীয়ের বিরোধিতায় অর্থাগমে বাধা। নিজের খামখেয়াল বা তেজস্বিতার জন্য পারিবারিক বিচ্ছেদ। ভ্রমণশীল। প্রীতির পাত্রের সঙ্গে বিচ্ছেদ। নির্জ্জন বাস। সাধারণের কাজে পরিশ্রম—নিজের কাজে অবহেলা। অদ্ভুত বিবাহ। খ্যাতিযুক্ত অংশী বা সহকর্ম্মী। বিখ্যাত কাজে লিপ্ত। আধ্যাত্মিক ব্যাপার থেকে ভাগ্য-পরিবর্ত্তন। মৃত্যুকালে সম্পূর্ণ

জ্ঞান। অকস্মাৎ কর্ম্ম পরিবর্ত্তন। নিজের গুণপণায় বন্ধুলাভ। মৌলিকতা বা সংস্কার প্রিয়তার জন্য বন্ধুর সঙ্গে বিচ্ছেদ। দশের কাজে সংসার-ত্যাগ।

বরুণ কর্কটে

আধ্যাত্মিক বা অতীন্দ্রিয় ব্যাপারের দিকে অত্যন্ত ঝোঁক। এবং সে সম্বন্ধে কোনরূপ অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। সংসারে এবং পরিবারে অপ্রত্যাশিত ঘটনা। সংসারে বিশৃঙ্খলা। পরগৃহে বাসের ইচ্ছা। অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিতভাবে অর্থাগম ও অর্থনাশ। আত্মীয়ের দ্বারা সাফল্যে বাধা। নিজের অদ্ভুত ব্যবহারে পারিবারিক বিশৃঙ্খলা। প্রণয়ের ব্যাপারে দুঃখ ও অপবাদ। প্রচলিত নিয়মে কাজ করতে অনিচ্ছা। কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে অদ্ভুত আদর্শ। অদ্ভুতভাবে বিবাহ। যোগ বা সাধনায় উন্নতি। অজ্ঞাতবাসের সম্ভাবনা। অদ্ভুত দুর্ঘটনায় অপ্রত্যাশিতভাবে ভাগ্যবিপর্য্যয়। বন্ধুর জন্য অদ্ভুত কাজে লিপ্ত। আধ্যাত্মিকতায় ও আত্মত্যাগে আনন্দ।

সিংহ রাশি

রবি সিংহে

উদার ও উচ্চ-প্রকৃতি। গভীর অনুভূতি। একটু গর্ব্বিত। আত্মসম্মান জ্ঞান খুব প্রবল—তথাপি স্নেহশীল ও সহানুভূতিপূর্ণ। দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদের যোগ্য। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সাহায্যলাভ। পিতা-মাতার পক্ষ থেকে লাভ। উচ্চপদস্থ আত্মীয়-কুটুম্ব। উত্তমবংশে বিবাহ। অধীনস্থ ব্যক্তির জন্য অশান্তি। রাজা বা রাজতুল্য ব্যক্তির কাছ থেকে লাভ। অপরের মৃত্যুতে উন্নতি। শিল্পকলার দিকে ঝোঁক। বিদেশে বা বৈদেশিক ব্যাপারের সংশ্রবে ভাগ্যবৃদ্ধি। কোন গুরুজনের মৃত্যুতে প্রতিষ্ঠা বা সম্মান। স্ত্রীর সঙ্গে সদ্ভাব। শারীরিক অস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতি। অহমিকার জন্য অপবাদ।

চন্দ্র সিংহে

উদার, বদান্য ও উচ্চ মনোভাব। সাধারণের নিকট সম্মান পাবার আকাঙ্ক্ষা। গভীর হৃদয়বেগ। স্ত্রীলোকের প্রিয়পাত্র। দ্যূতক্রীড়ার দিকে ঝোঁক। সৌন্দর্য্যের দিকে আকর্ষণ। বহুব্যয়ী। বিলাসিতা-প্রিয়। গৃহভূমির ব্যাপার, কৃষিকর্ম্ম অথবা সাধারণ-সংশ্লিষ্ট কোন কর্ম্ম থেকে লাভ। পিতা, মাতা অথবা মাতৃস্থানীয়া কোন আত্মীয়ার কাছ থেকে প্রাপ্তি। উদর-রোগ, দন্তরোগ অথবা কোন মানসিক ব্যাধির আশঙ্কা। বহু বন্ধুর সংশ্রব। বন্ধুর সংশ্রবে কর্ম্ম। আধ্যাত্মিক ব্যাপার অথবা কোন গুপ্ত ব্যাপারের জন্য কর্ম্মহানি। ভ্রমণে-

আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা। ঝোঁকের মাথায় ভ্রমণ। মৃত্যু দ্বারা খ্যাতি কিংবা বহু লোকের সামনে বা বহু লোকের মৃত্যু সময়ে মৃত্যু। কোন দুর্ঘটনায় মৃত্যু অসম্ভব নয়। অংশীর সঙ্গে বিচ্ছেদ। জনসাধারণের জন্য নিজের দুঃখ।

মঙ্গল সিংহে

সাহসী, হঠকারী। তীব্র অনুভূতি। গৃহভূমির ব্যাপারে কোন দুর্ঘটনায় অর্থহানি। সম্পত্তির ব্যাপারে বিবাদ। লেখাপড়ার ব্যাপারে বা হিসাবের ব্যাপারে পটু। তীক্ষ্ণ বাক্যের জন্য পরিবারিক সুখের হানি। অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস বা অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য স্বাস্থ্যহানি। কর্ম্মোপলক্ষে দুর্গম স্থানে গমন অথবা বিপজ্জনক কর্ম্ম। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যকারিতা। দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মে লাভ। অংশীর সঙ্গে বন্ধুত্ব। প্রণয়ের ব্যাপারে তীব্র আবেগ। প্রণয়শালিনী স্ত্রী। স্ত্রীর জন্য বন্ধু-বিরোধ। সাধারণ সংশ্লিষ্ট কর্ম্মে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং খ্যাতি। প্রদাহ-যুক্ত কোন অদ্ভুত রোগ। অতিরিক্ত পরিশ্রম মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

বুধ সিংহে

কলা, শিল্প প্রভৃতির ব্যাপারে কুশাগ্র বুদ্ধি। তীক্ষ্ণ উদ্ভাবনী শক্তি। মানসিক 'ব্যাপারের দিকে ঝোঁকের জন্য কর্ত্তব্য কাজে অবহেলা। শিশুদের সঙ্গ ভাল লাগে। অস্থির আয়। পারিবারিক চিন্তার জন্য উপার্জ্জনে বাধা। বহু আত্মীয়-কুটুম্ব। নানা বিষয়ে পটুত্ব। লেখাপড়ার ব্যাপারে স্বাভাবিক পটুত্ব। হৃদ্‌যন্ত্রে বা উদরের পীড়ার আশঙ্কা। বন্ধুর সহযোগিতায় কর্ম্ম। নেশার বশীভূত হলে, শরীরে বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হতে পারে। উপরওয়ালার অসন্তোষ। অধীনস্থ ব্যক্তির

দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতা বা অপবাদ প্রচার। স্ত্রীর জন্য অশান্তি। যাতে তীক্ষ্ণ কূটবুদ্ধির পরিচয় দিতে হয় সেই কাজের যোগ্য।

বৃহস্পতি সিংহে

শক্তি-প্রিয়। আড়ম্বর এবং জাঁকজমক ভাল লাগে। উচ্চাভিলাষী কিন্তু উদার ও ক্ষমাশীল। বড় বড় কাজের যোগ্য। নাটকীয় প্রতিভাবিশিষ্ট। বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতির দিকে আকর্ষণ। উচ্চ ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি। সাধুতা ও আন্তরিকতার দ্বারা সাফল্যলাভ। অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন। জীবনের শেষে সাফল্য ও সচ্ছলতা। জ্ঞানের দ্বারা সব ব্যাপার থেকে আনন্দ লাভ করবার ক্ষমতা। বিবাহের দ্বারা মুরুব্বি লাভ। সন্তান প্রাপ্তি। ধর্ম্মের সাধনায় সাফল্য বা খ্যাতি। ভ্রমণে অনিচ্ছা—কার্য্যোপলক্ষে ভ্রমণ। প্রবল জীবনীশক্তি। বাঞ্ছনীয় মৃত্যু। শত্রুর সঙ্গে মিত্রতা। উদারতা দিয়ে শত্রুজয় করার আনন্দ। সাধারণের হিতজনক কাজে ত্যাগস্বীকার।

শুক্র সিংহে

আশাপূর্ণ সতেজ মন। আনন্দবাদী। উৎসবে আনন্দে যোগ দিতে সব সময় ইচ্ছুক। সঙ্গপ্রিয়—একা থাকা অসম্ভব। সামাজিকতা ও শিষ্টাচার দিয়ে সাফল্য ও গৌরব লাভ। কোন কলা বা শিল্প থেকেও অর্থাগম হতে পারে। মুখের কথায় লোককে মোহিত করবার ক্ষমতা। উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের দ্বারা উপকৃত। বন্ধুর সঙ্গে সহযোগিতা। অর্থশালী বন্ধুর সাহায্যে উন্নতি। আমোদ প্রিয়তার জন্য কর্ম্মের ক্ষতি। বিবাহে বন্ধুর সাহায্য। কোন নীচ ব্যক্তির সঙ্গে গুপ্তপ্রণয়। উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ বা কোন স্ত্রীলোকের সম্পত্তি

প্রাপ্তি। বহুব্যয়ী। সম্মান রাখবার জন্য মৃত্যু সম্ভব। স্বাধীন প্রণয়ে লিপ্ত হবার সাহস। কোন স্থায়ী স্নেহ জীবনের শেষ পর্য্যন্ত থাকবে।

শনি সিংহে

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কর্ত্তব্যের জন্য দুঃখস্বীকারে প্রস্তুত। উচ্চাভিলাষী। সব রকম বাধাবিঘ্ন দৃঢ় অধ্যবসায় দিয়ে দূর করতে সক্ষম। সঞ্চয়শীলতা ও মিতব্যয়িতা দ্বারা সঞ্চয়। পিতামাতার জন্য বা পারিবারিক কারণে সাফল্যে বাধা। সঙ্গ-ভীরু। পরিশ্রমের দ্বারা অর্থাগম। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত শ্রমশীল। অংশীর দ্বারা ক্ষতি। সহযোগী বন্ধুর সঙ্গে শত্রুতা। সন্তানের ব্যাপারে দুঃখ। কর্ত্তব্যপরায়ণা স্ত্রী। অধীনস্থ ব্যক্তির দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা বা অধীনস্থ ব্যক্তির জন্য উদ্বেগ ও অশান্তি। অতিরিক্ত দায়িত্ব বা পরিশ্রম মৃত্যুর কারণ হতে পারে। ধর্ম্মের গোঁড়ামি, স্থির মতবাদ। গোপনীয় কাজে যশ। কাজের জন্য বিশ্রামের অভাব। শেষ বয়সে সংযমী।

রাহু সিংহে

অত্যন্ত ভোগী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ। আমোদ-প্রমোদের জন্য কর্ত্তব্যে অবহেলা। দ্যূতক্রীড়ার দিকে ঝোঁক। গুপ্ত বা অসঙ্গত উপায়ে অর্থাগম। আত্মীয়ের সঙ্গে অদ্ভুত সম্বন্ধ। অনিশ্চিত আয়। আর্থিক কারণে পারিবারিক ঝঞ্ঝাট। অধীনস্থ ব্যক্তির দ্বারা অপবাদ প্রচার। স্থায়ী পীড়ার জন্য অবনতি। স্ত্রীর জন্য মানসিক কষ্ট। শেষ বয়সে নিজের দোষে অবস্থা বিপর্য্যয়। ধর্ম্মের ব্যাপারে অদ্ভুত মত—কখনো আস্তিক কখনো নাস্তিক। গোপনীয় কারণে কর্ম্মহানি বা গুরুজনের সঙ্গে বিবাদ। পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে সহযোগিতায়

অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। অনিয়ম, অবহেলা অমিতাচার প্রভৃতি কারণে দুর্দ্দশা।

কেতু সিংহে

নির্জ্জনতাপ্রিয়। হৃদয়ের ব্যাপারে উদাসীন। আবেগপরিশূন্য, অবিচলিত। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—সহস্র যুক্তির বিরুদ্ধেও নিজের মত স্থাপন করতে ইচ্ছুক। একনিষ্ঠ। ঐকান্তিক চিন্তা ও চেষ্টা দ্বারা সাফল্যলাভ। পারিবারিক কারণে সাফল্যে বাধা। আত্মীয়-সঙ্গ-বিমুখ। আধ্যাত্মিক সাধনার দিকে ঝোঁক ও সাধনায় খ্যাতি লাভ। নিজের উন্নতির জন্য পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছেদ। নীচ সঙ্গের জন্য নিন্দা। ইতর ব্যক্তির দ্বারা গুপ্তশত্রুতা। স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ। উচ্চ আধ্যাত্মিক লক্ষ্য—ধর্ম্মের জন্য ভ্রমণ। অদ্ভুত মৃত্যু। সাধারণের কাজে অনেক নীচব্যক্তির সঙ্গ। জীবনের শেষে বৈরাগ্য।

প্রজাপতি সিংহে

সংস্কারের উচ্চ আদর্শ। ক্রমাগত অগ্রসর হবার ইচ্ছা। স্নেহপ্রীতির ব্যাপারে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। স্বাধীন প্রেমের পক্ষপাতী। অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের দ্বারা অর্থাগম। উপার্জ্জনের জন্য ভ্রমণ। অনিশ্চিত আয়ের জন্য পারিবারিক অশান্তি। আত্মীয়ের জন্য দুঃখ। হৃদ্‌রোগের প্রবণতা। কর্ম্মের জন্য উদ্বেগ। অদ্ভুত ব্যক্তির সংসর্গ। অপরের মৃত্যুতে লাভ ও ক্ষতি। ধর্ম্ম সম্বন্ধে গোঁড়ামির অভাব। অদ্ভুত স্বপ্নদর্শন। ত্যক্ত সম্পত্তি অথবা দেনা-পাওনার ব্যাপারে ঝঞ্ঝাট। জীবনের শেষে দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি।

বরুণ সিংহে

অত্যন্ত ভাব-প্রবণ। সৌন্দর্য্যের উপাসক। হৃদয়ের ব্যাপারে নানারকম অভিজ্ঞতা। উপার্জ্জন বা কর্ম্মসিদ্ধির জন্য প্রবাস বা পরগৃহে বাস। গুপ্ত বা রহস্যময় কর্ম্ম থেকে অর্থপ্রাপ্তি। খামখেয়ালী—বিচিত্র ধারণা। জীবনের শেষে আর্থিক ব্যাপারে অপ্রত্যাশিত লাভ বা ক্ষতি। অধীনস্থ ব্যক্তির জন্য অপবাদ। স্বাস্থ্যহীনতার জন্য বা অত্যাচার অনিয়ম প্রভৃতির জন্য ক্ষতি। বিবাহের ব্যাপারে অপ্রত্যাশিত ঘটনা। অদ্ভুত মৃত্যু—কোন দুর্ঘটনায়, অথবা যুদ্ধ, দাঙ্গাহাঙ্গামা বিষপ্রবেশ প্রভৃতিতে মৃত্যু অসম্ভব নয়। ধর্ম্মের ব্যাপারে দূর যাত্রা। ধর্ম্মে অসাধারণ অভিজ্ঞতা—আধ্যাত্মিকতার জন্য সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য। কর্ম্মের জন্য দুর্গমদেশে ভ্রমণ। বন্ধুর সঙ্গে অদ্ভুত ধরণের বন্ধন। অনিয়ম, অত্যাচার, অবহেলা প্রভৃতি কারণ অথবা নেশার বশীভূত হওয়ার জন্য পঙ্গুত্ব। আধ্যাত্মিক সাধনার দিকে ঝোঁক দিলে সমাধিও হতে পারে।

কন্যা রাশি

রবি কন্যায়

সব কাজে ব্যবহারিক উপযোগিতার দিকে লক্ষ্য। কূটবুদ্ধি। নিজের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ। বুদ্ধিকৌশলে কাজ সিদ্ধ করবার ক্ষমতা। ইঙ্গিতজ্ঞ। বিচারবুদ্ধি সুপণ্ডিত। মনোমত কাজে অর্থাগম। বুদ্ধিকৌশলে এবং পটুত্বের দ্বারা সিদ্ধিলাভ। আভিজাত্যের গর্ব্ব। অপরের সহযোগিতায় কর্ম্ম। মনোভাব গোপনে পটু। লেখাপড়ার কাজ, প্রকাশকের কাজ, বৈজ্ঞানিকের কাজ, চিকিৎসা প্রভৃতিতে পটুতা— গভর্ণমেণ্টের কাজে যোগ্যতা। শেষ বয়সে ভ্রমণ বা লেখাপড়ার কাজে লিপ্ত। চেষ্টা ও পরিশ্রমের দ্বারা কর্ম্মসিদ্ধিতে আনন্দ। সহস্র বাধাবিঘ্নেও অটল। স্ত্রীজনিত অশান্তি। অদ্ভুত বিবাহ। বন্ধুবিয়োগে দুঃখ। বিদেশে সম্মান ও প্রতিষ্ঠালাভ। উচ্চ মানসিকতার জোরে উন্নতি। আশাভঙ্গে স্বাস্থ্যহানি হয়ে মৃত্যু। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে বিরোধের ফলে অবনতি ও দুঃখ।

চন্দ্র কন্যায়

শিথিল প্রকৃতি। শারীরিক অপটুতা অথবা পরিশ্রম করবার অনিচ্ছা। কোন স্থায়ী রোগের আশঙ্কা। প্রখর স্মৃতিশক্তি। অনুভূতির প্রাবল্য। কোন স্ত্রীলোকের কাছ থেকে দানস্বরূপ বা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ। পরের অধীনে কাজ করতে পটু। মাতৃস্থানীয়া স্ত্রীলোকের দ্বারা শত্রুতা। পারিবারিক জীবনে ঝঞ্ঝাট।

ভ্রমণশীল বা প্রবাসী। Speculationএ ক্ষতি। কোন গোপনীয় ব্যাপারের সংশ্রবে অনেক নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তির সঙ্গে সংশ্রব। কর্ম্মোপলক্ষে অনেক ভ্রমণ। কর্ম্মের ব্যাপারে অতিরিক্ত দায়িত্বের জন্য দুশ্চিন্তা। পায়ে কোন রকম আঘাত বা অস্ত্রাঘাতের আশঙ্কা। সামান্য ব্যক্তির সঙ্গে শত্রুতার জন্য অপবাদ। শেষ বয়সেও বিশ্রামের অভাব।

মঙ্গল কন্যায়

সাহসী, তেজস্বী ও হঠকারী। সব রকম দুষ্কর কাজে প্রবৃত্তি। বিবাদ-প্রিয়। রক্তসংক্রান্ত ব্যাধি অথবা উদর-রোগে পীড়িত। সাহসিক কর্ম্ম, দ্যূত-ক্রীড়া প্রভৃতিতে লাভ। আত্মীয়ের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ। পরিবারে কর্তৃত্ব করবার ইচ্ছা। অর্থোপার্জ্জনের যোগ্যতা। প্রত্যেক জিনিষকে লাভের ব্যাপারে পরিণত করবার শক্তি। ক্রোধপ্রবণতা এবং অহমিকার জন্য অধীনস্থ ব্যক্তির অপ্রিয়-ভাজন। স্ত্রীর অস্বাস্থ্যের জন্য অশান্তি—অকস্মাৎ গুপ্তভাবে বিবাহের সম্ভাবনা। বন্ধুর দ্বারা অর্থহানি ও ক্ষতি। কোন গোপনীয় ব্যাপারে বন্ধুবিচ্ছেদ বা বন্ধুহানি। ভূমিসংক্রান্ত ব্যাপারে প্রতিষ্ঠা-বৃদ্ধি। কোন এক্সিকিউটিভ কাজে নিযুক্ত। কোন মুরুব্বীর মৃত্যুতে ক্ষতি। গর্ব্বিত প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে বিবাদে ক্ষতি বা অবনতি।

বুধ কন্যায়

লেখা-পড়ার দিকে অদম্য অনুরাগ। পুঁথির জ্ঞানকে বাস্তব কাজে লাগাবার শক্তি। মুখস্থ করবার খুব বেশী ক্ষমতা। পরোপকারী। প্রত্যেক কাজের ব্যবহারিক সার্থকতার দিকে লক্ষ্য। বিদ্যা বা জ্ঞানের সাহায্যে অর্থোপার্জ্জন। ভ্রাতা, ভগ্নী বা আত্মীয়দের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা। পারিবারিক কারণে অথবা অস্বাস্থ্যের জন্য

ভ্রমণ। বুদ্ধির কাজে আনন্দ। উদর-রোগ অথবা নাড়ীমণ্ডলের পীড়ার আশঙ্কা। স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য এবং সন্তানের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা অপরের জামিন হয়ে বা বন্ধুর জন্য দায়িত্ব নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত। দেনা পাওনার ব্যাপারে বন্ধুর সঙ্গে মনোমালিন্য। খ্যাতিলাভের ইচ্ছা কিন্তু সুযোগের অভাব। ব্যবসায়ে ক্ষতি। অংশীর দ্বারা অপবাদ প্রচার।

বৃহস্পতি কন্যায়

ধার্ম্মিক ও আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ প্রকৃতি। যুক্তিমূলক ধর্ম্ম অথবা যে ধর্ম্মে সাধারণের উপকার আছে সেইরকম ধর্ম্মের দিকে ঝোঁক। ভক্তি-বিশ্বাসের চেয়ে সত্যজ্ঞানের বেশী পক্ষপাতী। রক্তসংক্রান্ত পীড়া বা উদররোগের প্রবণতা। ব্যায়ামের অভাবে স্বাস্থ্যহানি। কর্ম্মচারীর সঙ্গে সৌহার্দ্দ্য। আনন্দজনক কাজ থেকে অর্থোপার্জ্জন। গৃহস্থালীর ব্যাপারে নৈপুণ্য। জীবনের শেষে আত্মীয়-সম্মিলনে আনন্দ উদার শত্রু। সময় সময় কাজে অবহেলা বা ঔদাসীন্য। বন্ধুর দ্বারা উপকৃত। ধর্ম্মজীবনে সাফল্য। জ্ঞান বা আধ্যাত্মিকতার দ্বারা উন্নতি। অনেক দার্শনিক বা ধার্ম্মিক বন্ধু। অংশীর দ্বারা উপকৃত। সন্তানের দ্বারা আর্থিক উন্নতি।

শুক্র কন্যায়

কর্ম্মশীল। বিষয়-কর্ম্মে দক্ষতা। সহজে অর্থাগম। পরিশ্রমে কাতরতা নেই। বিলাসিতার দ্রব্যাদির দিকে ঝোঁক। পরিবারস্থ ব্যক্তিদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানে তৎপর। কৃতী সন্তান। মূত্রযন্ত্রের বা জননেন্দ্রিয়ের রোগ। স্ত্রী-জনিত অশান্তি। কোন গুপ্তপ্রণয়ের জন্য বিবাহে অনিচ্ছা বা বিবাহে বাধা। বান্ধবীর সঙ্গে গুপ্ত প্রণয়। বিদেশে সৌভাগ্য ও উন্নতি। ভ্রমণে খ্যাতি। বন্ধুর বা মুরুব্বির সাহায্যে আর্থিক উন্নতি। বিপদের সময় অংশীর সাহায্যলাভ। স্ত্রীলোকের জন্য ক্ষতি ও ব্যয়।

শনি কন্যায়

সাবধানী, সতর্ক ও হিসাবী। ধীরে সুস্থে কাজ করার পক্ষপাতী। গম্ভীর প্রকৃতি। আহার-বিহারে সংযমী। মিতব্যয়ী। আর্থিক ব্যাপারে দুর্ভাগ্য। বাধ্য হয়ে পরের অধীনে কাজ করতে হয়। ভ্রমণে অনিচ্ছা— দায়ে পড়ে বা কাজের খাতিরে ভ্রমণ। কোন স্থায়ী রোগের জন্য অশান্তি। স্বার্থের দিকে ঝোঁক। আত্মীয়ের সঙ্গে মনোমালিন্য। সাংসারিক ব্যাপারে নৈরাশ্য বা দুশ্চিন্তা। অংশীর জন্য দুর্ভাগ্য। কোন গুরুজনের মৃত্যুতে আশাভঙ্গ। সঙ্গীর মৃত্যুতে নিঃসঙ্গতার দুঃখ। বেশীদিন কারো সঙ্গে বনে না। কর্ম্মসম্বন্ধে বহু বাধাবিঘ্ন। বন্ধুর জন্য বিপদ। অপরের প্রতিকূলতায় দুর্ভাগ্য।

রাহু কন্যায়

অসাবধানী ও বেহিসাবী। কাজে কর্ম্মে শৃঙ্খলার অভাব। অনিয়ম বা অবহেলার জন্য কার্য্যসিদ্ধিতে বাধা। অব্যবস্থিত চিত্ত। আহার-বিহারে অমিতাচারী। অত্যাচার ও অবহেলার জন্য স্বাস্থ্যহানি। দ্যূত-ক্রীড়ার দিকে ঝোঁক। নিন্দিত উপায়ে অর্থাগম। কর্ম্মস্থানে বহু পরিবর্ত্তন। সাংসারিক বিশৃঙ্খলার জন্য মানসিক অশান্তি। অদ্ভুত প্রকৃতির জন্য কারো সঙ্গে বনে না। আমোদ-প্রমোদের জন্য অর্থহানি এবং কাজে অবহেলা। অধীনস্থ ব্যক্তির জন্য দুঃখ। স্ত্রীর জন্য বা অংশীর জন্য অবনতি ও কষ্ট। স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ। স্ত্রীলোক-ঘটিত অপবাদ। নীচ স্ত্রীলোকের সঙ্গে গুপ্ত প্রণয়। কর্ম্মোপলক্ষে বহু ভ্রমণ। কর্ম্মে সুযোগের অভাব। অর্থের অভাবে উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হয় না। বন্ধুর জন্য বিপত্তি ও অর্থকষ্ট। নীচ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মানহানি।

কেতু কন্যায়

অত্যন্ত কূট বুদ্ধি। নিজের স্বার্থের দিকে অতি সতর্ক দৃষ্টি। দৃষ্টি-কৃপণ। অপরের সুখ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি কম। ভৃত্য, কর্ম্মচারী প্রভৃতির জন্য কষ্ট। কূটবুদ্ধি দ্বারা উপার্জ্জন। নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকবার ইচ্ছা। পরিবারস্থ ব্যক্তিদের উপর দয়ামায়া কম। বাহ্যিক ব্যবহার ভিতরের ভাবের সঙ্গে মেলে না। যে কোন রকমে অর্থোপার্জ্জনে আপত্তি নেই। বিবাহে বাধা বিঘ্ন বা অবাঞ্ছনীয় বিবাহ। নীচসংসর্গে কষ্ট। কোন গোপনীয় ব্যাপারে ইতর লোকের সাহায্যলাভ। বিদেশে উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে শত্রুতা। কাজ-কর্ম্মে বিবেক বুদ্ধির অভাব। কোন গুপ্ত কারণে আশাভঙ্গ। নীচ শত্রুর দ্বারা ক্ষতি। অংশীর অন্যায় ব্যবহারে অবনতি।

প্রজাপতি কন্যায়

অসাধারণ যোগ্যতা থাকলেও, কাজে নানা বাধা বিঘ্ন। স্বাধীনতাপ্রিয় এবং নিজের মতে কাজ করবার পক্ষপাতী। মৌলিকতার জন্য উপার্জ্জনে বাধা। অনিশ্চিত আয়। অকস্মাৎ অর্থাগম এবং তেমনি অকস্মাৎ অর্থাগমে বাধা। পারিবারিক গোলযোগের জন্য বুদ্ধি চাঞ্চল্য। স্থায়ী বাসে বাধা। মৌলিকতার জন্য অথবা খামখেয়ালের জন্য সাফল্যে বাধা। দাম্পত্য জীবন সুখের নয়। স্ত্রীর জন্য বা অংশীর জন্য অসাধারণ দুঃখ। বিবাহে বিরাগ। ধর্ম্মের সাধনার প্রতিভাশালী বন্ধুলাভ। যৌগিক সাধনার দিকে ঝোঁক। স্বাধীনতাপ্রিয়তা এবং সংস্কারপ্রিয়তার জন্য কর্ম্মস্থানে অশান্তি। মৌলিকতার জন্য খ্যাতি বা অখ্যাতি। ধর্ম্মোন্নতির উচ্চাভিলাষ। অপ্রত্যাশিত বাধাবিঘ্ন বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য কর্ম্মবিমুখতা।

বরুণ কন্যায়

কর্ম্মে অনিচ্ছা। নেশার দিকে ঝোঁক। অদ্ভুত শারীরিক ব্যাধি। অধীনস্থ ব্যক্তিদের দ্বারা দারুণ শত্রুতা। বিচিত্র কর্ম্মের দ্বারা উপার্জ্জন। জুয়াখেলা বা আমোদ প্রমোদের ব্যাপারে অর্থলাভ ও অর্থহানি। অপ্রত্যাশিত পারিবারিক অশান্তির জন্য ভ্রমণ। রহস্যময় ব্যাপারের দিকে আকর্ষণ। নীচ সংসর্গের জন্য সাফল্যে বাধা। খামখেয়ালের জন্য কিম্বা আলস্যের জন্য ক্ষতি। বিবাহের ব্যাপারে বিচিত্র অভিজ্ঞতা। বিবাহে অপবাদ বা বাধা। দাম্পত্য জীবনে অদ্ভুত দুর্ঘটনা। নীচ সংসর্গ মৃত্যুর কারণ হতে পারে। অদ্ভুত মৃত্যু। কোন গোপনীয় ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট হওয়ার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত। দূর ভ্রমণে খ্যাতি বা অখ্যাতি। কর্ম্মের জন্য বহু ভ্রমণ। বন্ধুবিচ্ছেদে দুঃখ। নীচ ব্যক্তির দ্বারা ভয়ানক শত্রুতা এবং তার জন্য ক্ষতি বা অবনতি।

তুলা রাশি

রবি তুলায়

সামাজিক ও সদালাপী। সঙ্গপ্রিয়—সবার সঙ্গে মিশতে পটু। সব জিনিষের খুঁটিনাটির দিকে লক্ষ্য। উত্তম সমালোচক। আমোদ-প্রিয় ও শান্তিপ্রিয়। অর্থোপার্জ্জনের জন্য পরিশ্রমশীল। অর্থ উপার্জ্জনে পটু, কিন্তু সঞ্চয়ে অক্ষম। সন্তানের জন্য চিন্তা। প্রণয়ের ব্যাপারে মনোকষ্ট। পারিবারিক ব্যাপারে পিতৃপক্ষ থেকে অশান্তি। শিল্পকলার দিকে ঝোঁক এবং তা থেকে আনন্দলাভ করবার ক্ষমতা। চক্ষুরোগ বা মস্তিষ্কের পীড়া। কর্ম্মসিদ্ধির জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম। সহসা বিবাহের সম্ভাবনা। দাম্পত্য জীবনে অশান্তি। প্রবাসে মৃত্যু। অবনতি বা অপবাদ মৃত্যুর কারণ হত পারে। রাজাদেশে বা বন্ধন অবস্থায় মৃত্যুও অসম্ভব নয়, বিশেষতঃ রবি যদি পাপ-পীড়িত হয়। বিদেশে বহু উচ্চপদস্থ বন্ধু বা মুরুব্বী। কর্ম্মে কৃতিত্ব ও প্রতিষ্ঠা, কিন্তু কর্ম্মবিপর্য্যয়ের আশঙ্কা। বিখ্যাত বিদেশীর সাহচর্য্য। পিতার জন্য দুঃখ বা উন্নতিতে বাধা।

চন্দ্র তুলায়

বন্ধু-বৎসল, পরোপকারী, সহৃদয় ও সহানুভূতি-সম্পন্ন। অপরের সহযোগে কাজ করবার ইচ্ছা। অপরের সাহচর্য্যে অর্থাগম। অর্থ সম্বন্ধে চিন্তা। নিজের প্রকৃতির দুর্ব্বলতার জন্য অর্থসঞ্চয়ে বাধা। ব্যবসায়ে পটু। কেনাবেচার কাজে অশিক্ষিত-পটুত্ব। কলাবিদ্যার দিকে ঝোঁক এবং তাতে কতকটা কৃতিত্ব। পারিবারিক কারণে ভ্রমণ।

দন্তরোগের বা উদররোগের প্রবণতা। জীবনে স্ত্রীর এবং পরিবারের প্রভাব খুব বেশী। কর্ম্মজীবনে বিবাহের প্রভাব। তীর্থে মৃত্যু। কোনরকম ক্ষতি বা শোক মৃত্যুর কারণ হতে পারে। সন্তানের জন্য বিশেষ চিন্তা। বিদেশে বহু বন্ধু। বন্ধুর দ্বারা ক্ষতি। বহুবিধ কর্ম্ম অথবা কর্ম্মে বহু পরিবর্ত্তন। বিদেশ থেকে লাভ। মাতা বা মাতৃতুল্য কোন স্ত্রীলোকের জন্য ক্ষতি। সঙ্গী দ্বারা অপবাদ প্রচার বা শত্রুতা।

মঙ্গল তুলায়

তর্ক-বিতর্কে পটু। নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে গর্ব্ব। নিজের মতবাদ ত্যাগ করতে নারাজ। আজীবন বাদ-বিসম্বাদে রত। বহু শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বী। সাফল্যের জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম। সাহস এবং উৎসাহের দ্বারা কর্ম্মসিদ্ধি। বহু উপার্জ্জন করবার যোগ্যতা, কিন্তু হঠকারিতার জন্য অর্থনাশ। অত্যধিক ভাবপ্রবণতার জন্য আত্মীয়-বিরোধ। প্রণয়ের ব্যাপারে বিবেচনার অভাব ও অন্যায় ঝোঁক। জীবনের শেষে পারিবারিক অশান্তি। হঠকারিতার জন্য স্বাস্থ্যহানি। শক্তিশালী শত্রু। শক্তি-শালী শত্রু দ্বারা পীড়িত—শত্রু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মৃত্যুর কারণ হতে পারে। শত্রু দ্বারা অবরুদ্ধ। বিদেশী বন্ধুর দ্বারা ভয়ানক শত্রুতা। সাহসিক কর্ম্ম এবং নেতৃত্ব করবার ক্ষমতার জন্য বিখ্যাত। বিদেশে বা ভ্রমণকালে বন্ধুর জন্য বিপদ্। দেয় বা প্রাপ্য অর্থের ব্যাপারে অপবাদ।

বুধ তুলায়

সহযোগী, প্রতিবেশী এবং আত্মীয় স্বজনের জন্য চিন্তাযুক্ত। বুদ্ধি দ্বারা অপরের সুখ-দুঃখ বোঝবার ক্ষমতা। প্রত্যেক বিষয়ের দুদিক চিন্তা করবার শক্তি। যুক্তিপূর্ণ মানসিকতা। সহকর্ম্মী বা অধীনস্থ ব্যক্তিদের

সাহায্য-লাভ। নিজের বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা এবং এজেণ্ট দালাল প্রভৃতির সাহায্যে অর্থ-প্রাপ্তি। তীক্ষ্ন ব্যবসায়-বুদ্ধি। কেনা-বেচার ব্যাপারে অসাধারণ দক্ষতা। সন্তানের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগ। জীবনের শেষে বাস-পরিবর্ত্তন বা প্রবাস। শিল্প, কলা, সাহিত্য প্রভৃতির দিকে ঝোঁক এবং তাতে কৃতিত্ব। আর্থিক ব্যাপারে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা। নিজের বুদ্ধি-কৌশল দ্বারা অপরের প্রীতি অর্জ্জন। কোন বিপজ্জনক বা গোপনীয় ব্যাপারে লিপ্ত হওয়ার জন্য দুর্ঘটনা এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত হতে পারে। বিদেশে বহু পরিচিত ব্যক্তির সাহায্য-লাভ। বহুমুখী দক্ষতার জন্য এবং কূটবুদ্ধির জন্য খ্যাতি। সাহিত্যিক ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু বন্ধু। অংশীর বা সহযোগীর মৃত্যুতে দুর্ভাগ্য।

বৃহস্পতি তুলায়

সদ্বিবেচক, অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন। ন্যায় ও সত্যের পক্ষপাতী। ন্যায়সঙ্গত অথচ মধুর ব্যবহার। অল্প পরিশ্রমে অধিক উপার্জ্জন। আত্মীয় স্বজনের প্রিয়পাত্র। কোন দক্ষ অথবা অর্থশালী ব্যক্তির সহায়তায় সাফল্যলাভ। ভ্রমণে আনন্দ। শেষ বয়সে স্বাচ্ছল্য এবং পারিবারিক সুখ। পুত্রের ব্যাপারে সুখ। দাম্পত্য জীবনে আনন্দ। সুন্দর মৃত্যু—আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝোঁক দিলে, মুক্তিও হতে পারে। আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আদর্শ কাজে পরিণত করবার চেষ্টা। অন্যের সহযোগিতায় কোন মহৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ায় খ্যাতি। ধার্ম্মিক বন্ধু। আইনজ্ঞ বা ধর্ম্মযাজকের সহযোগিতা। মৃত্যুতে সদ্‌গতি।

শুক্র তুলায়

প্রবল যৌন-আকর্ষণ। আমোদে প্রমোদে, উৎসবে আনন্দে, অপরের সাহায্য। ব্যবহারে শিষ্ট ও সামাজিক। জীবনে স্ত্রীলোকের প্রভাব

খুব বেশী—ভালোর জন্যই হোক্ বা মন্দের জন্যই হোক্। অল্প পরিশ্রমে উপার্জ্জন। স্ত্রীঘটিত ব্যাপারে বা বিলাসিতায় অর্থহানি। শিল্প, কলা, কবিতা প্রভৃতির দিকে আকর্ষণ। প্রণয়ের ব্যাপারে মানসিক চাঞ্চল্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আদর্শ প্রণয়ের পক্ষপাতী। জীবনের শেষে লোকপ্রিয়তা। অধীনস্থ ব্যক্তির সাহায্যে লাভ। গুপ্তপ্রণয়ে একনিষ্ঠতা। স্ত্রীঘটিত ব্যাপার বা স্ত্রীলোকের শক্রতা মৃত্যুর কারণ হতে পারে। আধ্যাত্মিক সাধনায় বিভূতিলাভের আকাঙ্ক্ষা। ধর্ম্মের ব্যাপারে বহু বন্ধু। প্রোফেশনে সাফল্যের জন্য বিখ্যাত। ভাগ্যবান্ বন্ধু। স্ত্রীলোকের ব্যাপারে বহু ব্যয় ও ক্ষতি।

শনি তুলায়

সঙ্গ-বিমুখ। নিজের সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ। দেনা-পাওনার ব্যাপারে সাধারণত বেশ খারা ব্যবহার। সংযমের শক্তি। পরিশ্রম এবং মিতব্যয়িতা দ্বারা অর্থ-সঞ্চয়। প্রেমের ব্যাপারে একনিষ্ঠতা। জীবনের শেষে নির্জ্জনবাস। স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে মনোকষ্ট। পরিশ্রম ও চেষ্টা দ্বারা উপার্জ্জন। স্ত্রীলোকের দ্বারা শক্রতা। বিবাহে বাধাবিঘ্ন বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বৈচিত্র্যময় মৃত্যু—মৃত্যুতে খ্যাতি বা অখ্যাতি। কর্ম্ম-জীবনের উপর বিবাহ বা স্ত্রীর প্রভাব। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা খ্যাতি বা অখ্যাতি। ধার্ম্মিক বা দার্শনিক বন্ধুর সহযোগিতা। বিদেশে কর্ম্মক্ষেত্রে বন্ধুর সাহায্য। আত্মীয়-বন্ধুর মৃত্যুতে দুঃখ।

রাহু তুলায়

সঙ্গপ্রিয় কিন্তু কোন সঙ্গ বেশীদিন ভাল লাগে না। খামখেয়ালী ব্যবহার। অন্যায় বা অদ্ভুত কর্ম্ম দ্বারা উপার্জ্জন। নীচ সংসর্গে অর্থহানি। জুয়া খেলা বা speculationএর দিকে প্রবল ঝোঁক।

প্রেমের ব্যাপারে একনিষ্ঠতার অভাব। জীবনের শেষে স্থানচ্যুতি বা গৃহে বিশৃঙ্খলা। অধীনস্থ ব্যক্তির জন্য সাফল্যে বাধা—অনিশ্চিত আয়। দাম্পত্যজীবনে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। দূর বিদেশে মৃত্যু। নির্ব্বাসন বা শত্রুর ষড়যন্ত্র মৃত্যুর কারণ হতে পারে। বিদেশে অসৎ সংসর্গে ধর্ম্মহানি। নীচ কর্ম্মের জন্য বা বিচিত্র কর্ম্মের জন্য অখ্যাতি। মিথ্যা অপবাদে কর্ম্মহানি। বিদেশী বন্ধুর সংসর্গে ভ্রমণ। কোন গোপনীয় কারণে বিদেশ-যাত্রা।

কেতু তুলায়

অতি মাত্রায় আত্মপরায়ণ। পরসংসর্গ-বিমুখ। বিবাহে অনিচ্ছা, বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ। নীচ ব্যক্তির সহযোগিতায় অর্থোপার্জ্জন। পরিশ্রমে বাধার জন্য অসাফল্য। স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে ঔদাসীন্য। জীবনের শেষে দুর্গম স্থানে বাস। স্নেহ-প্রীতি সম্বন্ধে অদ্ভুত ধারণা। হিসাবী এবং কূটবুদ্ধি। প্রতারকের দ্বারা অর্থহানি। স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ বা মনোমালিন্য। কোন গুপ্ত বা রহস্যময় ব্যাপারে জড়িত হওয়ার জন্য বন্ধন-ভয়। আধ্যাত্মিক সাধনার ব্যাপারে অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যক্তির সাহচর্য্য। বন্ধু-সংসর্গে অদ্ভুত ভাবে ভ্রমণ। অদ্ভুত কর্ম্মে লিপ্ত হওয়ার জন্য বিশেষ খ্যাতি বা বিশেষ অখ্যাতি। বিপদ্‌গ্রস্ত হয়ে সহসা মৃত্যু। রাজদণ্ডে বা শত্রুর পীড়নে সহসা মৃত্যুও অসম্ভব নয়।

প্রজাপতি তুলায়

সামাজিক বন্ধনের বিরোধী। নিজের অদ্ভুত আচরণের বা অদ্ভুত মতবাদের জন্য অপরের সঙ্গে বিরোধ। সামাজিকতায় বা শিষ্ট ব্যবহারে অপটু। সাধারণত, কর্ম্মে বিশৃঙ্খলার জন্য সাফল্যে বাধা। কষ্টকর বা অপ্রীতিকর কর্ম্মের দ্বারা উপার্জ্জন। স্নেহ, প্রীতি, প্রেম, প্রভৃতি সম্বন্ধে

অদ্ভুত বা মৌলিক ধারণা। পারিবারিক ব্যাপারে বহু পরিবর্ত্তন প্রতিবেশীর সঙ্গে বিরোধের জন্য অথবা কোন অপ্রত্যাশিত ব্যাপারের জন্য স্থানচ্যুতি। শিল্প, কলা, সাহিত্যের ব্যাপারে অদ্ভুত বা মৌলিক মতবাদ। শক্তির অনুপাতে সফলতা কম। নিজের অসাধারণত্বের জন্য অপরের সঙ্গে খাপ খায় না। অদ্ভুতভাবে বিবাহ। স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য বা বিচ্ছেদ, যদি না স্ত্রী অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন হন। পরগৃহে অথবা কোন ধর্ম্মশালা, হাঁসপাতাল, বা সাধারণের আশ্রয়স্থানে মৃত্যুর আশঙ্কা। আধ্যাত্মিক সাধনা করতে পারলে যোগে দেহত্যাগ হতে পারে। দীর্ঘকালব্যাপী দুরারোগ্য ব্যাধিও মৃত্যুর কারণ হতে পারে। ধর্ম্মের ব্যাপারে বা জ্ঞানের চর্চ্চায় প্রতিভাশালী বন্ধুর সংসর্গ। আধ্যাত্মিক উন্নতিতে বন্ধুর সাহায্য লাভ। কর্ম্মস্থানে পরিবর্ত্তনের জন্য উন্নতিতে বাধা।

বরুণ তুলায়

স্নেহ-প্রীতির আকাঙ্ক্ষা। অপরের সঙ্গে সহজে মিশতে পটু। সাধারণত লোকপ্রিয়। যৌন-আকর্ষণ প্রবল। স্ত্রীলোকের প্রিয়পাত্র। আলস্য বা অবহেলার জন্য বিফলতার দুঃখ। শৃঙ্খলার অভাবের জন্য অর্থহানি। সহসা প্রাপ্তি। খুব তীব্র রসবোধ। অন্তর্দ্দৃষ্টি দিয়ে সব জিনিষ বোঝবার শক্তি। মনোভাব সুন্দর কোরে প্রকাশ করবার ক্ষমতা। শিল্প-কলা থেকে আনন্দ-লাভ। শেষ বয়সে তীর্থস্থানে বা অদ্ভুত আবেষ্টনের মধ্যে বাস। কোন বিচিত্র কাজে লিপ্ত হয়ে অর্থক্ষতি। অসাধারণ মৃত্যু। সাধু-সঙ্গে আধ্যাত্মিক উন্নতি। অসাধারণ কর্ম্মের জন্য খ্যাতি বা অখ্যাতি। ভ্রমণের দ্বারা লোকপ্রিয়তা। কোন গুপ্ত কর্ম্মের জন্য শত্রু দ্বারা নিন্দা-প্রচার।

বৃশ্চিক রাশি

রবি বৃশ্চিকে

একগুঁয়ে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, উচ্চাভিলাষী। পছন্দ না-পছন্দ পরিষ্কার-ভাবে নির্দ্দিষ্ট। নিজের সম্বন্ধে গর্ব্ব ও বিশ্বাস। সাধারণত রক্ষণশীল, কিন্তু নিজের অভিপ্রায়-সিদ্ধির জন্য বড় পরিবর্ত্তনেও রাজী। অল্প বয়সে পিতার মৃত্যু, অথবা পিতার সঙ্গে বিচ্ছেদ। উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি পাওয়া সম্ভব। কিন্তু অপব্যয়ের দ্বারা বা নানারকম ঝঞ্ঝাটে সম্পত্তি নষ্ট হবার আশঙ্কা আছে। অর্থপ্রাপ্তিতে ও সাফল্যে বাধাবিঘ্ন। মস্তিষ্কপীড়া বা মানসিক ব্যাধি। শেষ বয়সে মনোকষ্ট বা শোক। রহস্যময় ব্যাপারের দিকে আকর্ষণ। নিজের সম্মানরাখবার জন্য বিশেষ চেষ্টা। অর্থের জন্য অপরের সহযোগিতা। অংশীর বা স্ত্রীর মৃত্যুতে প্রাপ্তি। আত্মহত্যার ইচ্ছা। বিফলতার নৈরাশ্য মৃত্যুর কারণ হতে পারে। বিদেশে প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তির গুপ্ত শত্রুতায় ক্ষতি। পদস্থ মুরুব্বীর সাহায্যে উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা। উচ্চপদস্থ ও বিখ্যাত ব্যক্তির সাহচর্য্য। ধর্ম্মের ব্যাপারে গুরুদ্রোহিতা। কোন সংসদ্, পরিষদ্ ইত্যাদির ব্যাপারে উচ্চপদ বা খ্যাতি।

চন্দ্র বৃশ্চিকে

গোপনতা-প্রিয়, লোকের সামনে আসতে নারাজ। নিজের মনোভাব গোপনে পটু। ভোগী, সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে ঝোঁক। প্রতিহিংসা-পরায়ণ—মনে প্রতিশোধের বাসনা অনেক দিন ধরে থাকে। প্রবৃত্তির প্রাবল্য। পারিবারিক সুখের অভাব। অনর্থক ব্যয়, বা

অপব্যয়। গৃহভূমির ব্যাপারে বিবাদ ও ক্ষতি। গুহ্যদেশের বা জননেন্দ্রিয়ের পীড়ার প্রবণতা। বহু পুত্রকন্যা। শেষ বয়সে পুত্রকন্যার জন্য পারিবারিক অশান্তি। বাল্যকালে রোগী। পিতামাতার পক্ষ থেকে দুঃখ। প্রবল যৌন-আকর্ষণ, কিন্তু স্ত্রীপক্ষ থেকে সুখের অভাব। নীচ ব্যক্তির সঙ্গে গুপ্ত প্রণয়। কোন অংশীদারী ব্যাপারে ক্ষতি। নীতিবিরুদ্ধ কাজের জন্য অপবাদ। কর্ম্মক্ষেত্রে অনেক নীচ জাতীয় ব্যক্তির সংশ্রব। স্ত্রীলোকের দ্বারা শত্রুতার জন্য উন্নতিতে বাধা ও মানহানি। কর্ম্মক্ষেত্রে অধীনস্থ ব্যক্তির দ্বারা চালিত। তীর্থভ্রমণে বা সাধারণ ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যয়।

মঙ্গল বৃশ্চিকে

অত্যন্ত গর্ব্বিত। নিজের উপর অগাধ বিশ্বাস। পরমত-অসহিষ্ণু। নিজেই নিজের মৃত্যুর কারণ হওয়া সম্ভব। বিবাহের দ্বারা আর্থিক সুবিধা। আর্থিক ব্যাপারে বিবাদ-বিসম্বাদ। দুঃসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্তি। শেষ বয়সে দ্যূতক্রীড়ায় লাভ বা লোকসান। বিবাহের ব্যাপারে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। জ্ঞানলাভের জন্য পরিশ্রম। অপরের ক্ষতিতে লাভ। সহসা মৃত্যু। বৃথা ভ্রমণে বহু ব্যয় বা ক্ষতি। কর্ম্মস্থলে প্রতাপশালী ব্যক্তি বা উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর সাহায্য লাভ। গভর্ণমেণ্টের অথবা জন-সাধারণের সংশ্রবে পদপ্রাপ্তি। অধীনস্থ ব্যক্তি বা বন্ধুবান্ধবের সাহায্যে খ্যাতিলাভ। ধর্ম্মের ব্যাপারে অদ্ভুত ঝোঁক বা গোঁড়ামি। গোঁড়ামির খাতিরে বহু ব্যয়।

বুধ বৃশ্চিকে

একগুঁয়ে—মত পরিবর্ত্তন করানো শক্ত। গভীর একাগ্রতা। রহস্য-ভেদে পটু। তর্ক-বিতর্কে নিজের জেদ বজায় রাখতে সক্ষম। শ্লেষপূর্ণ

কথাবার্ত্তা বা হাস্যপরিহাসে পটু। ভ্রাতাভগ্নীর বিয়োগ বা বিচ্ছেদজনিত দুঃখ। কোন আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের জন্য পরিশ্রম। শেষ বয়সে সন্তানাদির জন্য অত্যন্ত উদ্বেগ। কোন গুপ্ত বা গোপনীয় ব্যাপারে অংশীর সহযোগিতায় লাভ। সন্তানের সঙ্গে বিচ্ছেদ। দেয় ও প্রাপ্য অর্থের জন্য বিবাদ। ভ্রমণে বিপত্তি বা দুর্ঘটনা। শিক্ষিত বন্ধুর সাহায্যে উন্নতি। অধীনস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে সৌহার্দ্দ্য। কোন সভা বা সংসদের কর্ম্মে খ্যাতি। সাধারণের সংশ্রবে কোন ব্যাপারে জড়িত হয়ে দুর্ণাম।

বৃহস্পতি বৃশ্চিকে

অত্যন্ত উচ্চাভিলাষ, প্রখর আত্মসম্মান জ্ঞান। প্রবল আত্মাভিমান। মনে মনে নিজের সম্বন্ধে গর্ব্ব। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাফল্য। মামলা-মোকদ্দমা বা আইনসংক্রান্ত ব্যাপার থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লাভ। আধ্যাত্মিক সাধনায় সাফল্য। একাগ্র পরিশ্রম দ্বারা মানসিক শক্তি লাভ। জীবনের শেষে সন্তানের ব্যাপার থেকে বিশেষ সুখ বা বিশেষ দুঃখ। পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উৎসুক। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে বা দেহের উন্নতি সাধনে মনোযোগী। জীবনের শেষে মনোকষ্ট বা হৃদ্রোগ। অর্থশালী ব্যক্তির সহযোগিতা। ধনীগৃহে বিবাহের সম্ভাবনা অথবা স্ত্রীর সাহায্যে উন্নতি। গোপনীয় ব্যাপারের দায়িত্ব গ্রহণ। ধনী বা জ্ঞানী ব্যক্তির সাহায্যে খ্যাতি লাভ। কোন সংসদ-পরিষদের ব্যাপারের পরিচালনায় প্রতিষ্ঠা লাভ। কোন গোপনীয় কর্ম্মের ভার নিয়ে বিদেশ গমন। রাজনীতির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট হয়ে অশুভ পরিণাম।

শুক্র বৃশ্চিকে

কৌশলী। মধুর ব্যবহারের দ্বারা কাজ উদ্ধার কোরে নিতে পটু। নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে খুব লক্ষ্য। গুপ্ত উপায়ে লাভ। স্ত্রীপক্ষ

থেকে অথবা কোন স্ত্রীলোকের সম্পত্তি থেকে লাভ। লাভজনক কর্ম্ম সম্বন্ধে চিন্তা। বিলাসিতার দ্রব্যাদির সুখ। আহার-বিহারে আড়ম্বরের পক্ষপাতী। গুপ্ত প্রেমের দিকে ঝোঁক। শেষ বয়সে সচ্ছলতা। অধীনস্থ ব্যক্তির সঙ্গে সৌহার্দ্দ্য। ভাগ্যবতী স্ত্রী, কিন্তু জীবনে বিবাহিতা স্ত্রীর প্রভাব খুব কম। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-সেবা মৃত্যুর কারণ হতে পারে। গুপ্ত প্রেমের ব্যাপারে বিবাদ। বৈদেশিক কোন ব্যাপারে অর্থহানি ও ক্ষতি। স্ত্রীলোকের দ্বারা অপবাদ প্রচার—কর্ম্মস্থলে বহু ধনশালী বা ভদ্রবংশীয় ব্যক্তির সংশ্রব। কোন সংসদ-পরিষদের ব্যাপারে অর্থপ্রাপ্তি ও অর্থনাশ এবং তার জন্য প্রতিষ্ঠা অথবা সম্মানহানি। বিদেশে বা বিদেশীর সংশ্রবে বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

শনি বৃশ্চিকে

স্বার্থের দিকে অতিমাত্রায় ঝোঁক। সাবধানী ও চতুর, কিন্তু উচ্চ আদর্শপূর্ণ মানসিকতা নেই। সংযমী ও সঞ্চয়ী। দেহ সুস্থ রাখবার দিকে খুব বেশী লক্ষ্য। অপরের ক্ষতি কোরে উপার্জ্জন, কিম্বা অপরের ক্ষতিতে পরোক্ষভাবে লাভ। ধর্ম্মের বাহ্য অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী, প্রকৃত ধর্ম্মভাব কম। দেহ সুস্থ রাখবার উদ্দেশ্যে সব বিষয়ে মিতাচার। শেষ জীবনে আত্মীয়-বিয়োগ বা আত্মীয়-বিচ্ছেদের জন্য দুঃখ। নির্জ্জনবাসের প্রবল ইচ্ছা। মামুলী কাজে রত। অধীনস্থ ব্যক্তির জন্য অশান্তি। অংশী বা সহকর্ম্মীর জন্য অর্থক্ষয়। শক্তিশালী শত্রুর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাফল্যে বাধা। বিদেশে বা তীর্থস্থানে নির্জ্জনবাস। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রে বন্ধনের আশঙ্কা। নেতা হবার যোগ্যতা। কর্ম্মস্থলে চিন্তাশীল ব্যক্তির সাহায্য। প্রতিষ্ঠাশালী ও বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব। কর্ম্মোপলক্ষে বহু ভ্রমণ। দরিদ্র বা নগণ্য আত্মীয়। নির্জ্জনে রহস্যময় মৃত্যু।

রাহু বৃশ্চিকে

গুপ্ত ও রহস্যময় ব্যাপারের দিকে খুব বেশী ঝোঁক। ঈর্ষ্যাপরায়ণ। বহু ভোগী, কিন্তু সুরুচির অভাব। কোন গুপ্ত ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে ক্ষতি। অসৎ-সংসর্গে ব্যয়। পরধন-প্রাপ্তি। আহার-বিহারে লোভ। গোপনীয় ব্যাপার এবং সব রকম আড্ডার দিকে অদ্ভুত আকর্ষণ। বাজে speculationএ সম্পত্তিনাশ। শেষ বয়সে স্নেহপ্রীতির ব্যাপারে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। আত্মীয় স্ত্রীলোকের জন্য অশান্তি। অপব্যয়ী বা বেহিসাবী স্ত্রী। বহু ভ্রমণ—জলযাত্রা—দুর্গম প্রদেশে প্রবাস। কর্ম্মস্থলে বহু নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তির সংসর্গ। কোন সংসদ-পরিষদে সংশ্লিষ্ট হওয়ার জন্য কর্ম্মহানি। বন্ধুর জন্য বিপদ্‌গ্রস্ত। ভ্রমণ সময়ে মৃত্যু। জীবনের শেষে বহু পর্য্যটন।

কেতু বৃশ্চিকে

সব বিষয়ে অত্যন্ত আত্মপরায়ণ। সব বিষয় গোপন করবার অত্যন্ত ইচ্ছা। নিজের মনোভাব কাউকে জানতে দিতে অনিচ্ছা। সব বিষয়ে কৌশল অবলম্বন। নিজের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে গুটিয়ে থাকবার ইচ্ছা। বহুলোকের মাঝে থাকলেও কারো সঙ্গে হৃদয়ের যোগ নেই। পরের অনিষ্ট দ্বারা নিজের অর্থলাভ। কোন গোপনীয় ব্যাপারে অন্যের সঙ্গে জড়িত হয়ে অর্থনাশ। কোন দৈব দুর্ঘটনায় সাফল্যে বাধা। অদ্ভুত মনোভাব—কর্ম্মে অনিচ্ছা। জীবনের শেষে সঙ্গবিহীন। পরগৃহে বাসের জন্য অথবা পারিবারিক বিভ্রাটের জন্য কষ্ট। মানসিক রোগে পীড়িত। কটুভাষিণী স্ত্রী এবং স্ত্রীর জন্য বিফলতা। নিঃসঙ্গ অবস্থায় মৃত্যু। নিজের হঠকারিতা মৃত্যুর কারণ হতে পারে। আধ্যাত্মিক সাধনার দিকে ঝোঁক দিলে বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা। কর্ম্মের ব্যাপারে

সাহায্যকারীর সংখ্যা খুব কম। কোন সংসদ-পরিষদের ব্যাপারে অপ্রত্যাশিত প্রতিষ্ঠা। ধর্ম্মের জন্য আত্মত্যাগ বা সন্ন্যাস।

প্রজাপতি বৃশ্চিকে

অত্যন্ত উচ্চাভিলাষ। ধ্বংসকারী মনোবৃত্তি। সব রকম বন্ধন ছিন্ন করবার পক্ষপাতী। সব বিষয়ে স্বাধীনতা-প্রিয়। নূতন ধরণে বা কোন নূতন পদ্ধতি অবলম্বন কোরে উপার্জ্জন। খামখেয়ালি বা মৌলিক মনের ভাব। পারিবারিক ব্যাপারে অমনোযোগ। শেষ বয়সে স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। সাংসারিক বা গৃহস্থালীর ব্যাপারে কর্ত্তৃত্বের আকাঙ্ক্ষা। অদ্ভুত কর্ম্মচারী বা দাসদাসী। স্ত্রীর জন্য বা অংশীর জন্য উপার্জ্জনে বাধা, বা অনিশ্চিত আয়। দৈব ব্যাপারে বিশ্বাসের অভাব। বিদেশে নির্জ্জন-বাস। জ্ঞান-যোগে সিদ্ধি। কর্ম্মস্থলে প্রতিভাশালী বা বিচিত্র সহযোগী। কোন সংসদ্ বা পরিষদের ব্যাপারে খ্যাতি ও অখ্যাতি। ভ্রমণে নানারূপ বিপদ বা দুর্ঘটনা। দূর বিদেশে বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

বরুণ বৃশ্চিকে

জটিল ও রহস্যপূর্ণ ব্যাপারের দিকে এবং মন্ত্র, তন্ত্র, ভৌতিক ব্যাপার প্রভৃতির দিকে অস্বাভাবিক আকর্ষণ। যৌন প্রেমের অদ্ভুত ধারণা। গুপ্ত প্রেমের অভিজ্ঞতা। কোন গোপনীয় ব্যাপার থেকে অপ্রত্যাশিত লাভ। স্ত্রীঘটিত ব্যাপারে অর্থহানি। পরিশ্রমে অনিচ্ছা। মানসিক ব্যাধির আশঙ্কা। জীবনের শেষার্দ্ধে প্রেমের ব্যাপারে বিচিত্র অভিজ্ঞতা। একস্থানে বেশী দিন থাকিতে অনিচ্ছুক। কলা, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতির ব্যাপারে পরিশ্রম। আত্মীয় স্বজনের জন্য উদ্বেগ। বিবাহে লাভ। স্ত্রীর জন্য অতিরিক্ত ব্যয়। দূর ভ্রমণ বা সমুদ্রযাত্রায় বিপদ। বহু অক্ষম ব্যক্তির সংশ্রবে কর্ম্ম। বিচিত্র-কর্ম্মা বন্ধু। ভ্রমণ কালে মৃত্যুর আশঙ্কা। অদ্ভুত মৃত্যু।

ধনু রাশি

রবি ধনুতে

উচ্চ জ্ঞানের দিকে ঝোঁক। দর্শন, বিজ্ঞান, আইন প্রভৃতিতে স্বাভাবিক পটুত্ব। ন্যায় ও শৃঙ্খলার পক্ষপাতী। স্পষ্টবাদী, পক্ষপাত-শূন্য, স্বাধীনতাপ্রিয়। কর্ম্মশীল ও চঞ্চল। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত কর্ম্মপটু ও কর্ম্মশীল। গুপ্ত উপায়ে সাফল্য। আত্মীয়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ। সন্তানের জন্য চিন্তা। পিতামাতার জন্য দুশ্চিন্তা। প্রতিষ্ঠাশালী বহু আত্মীয়। দুই গৃহ বা দুই বাসস্থান। ঋণঘটিত ব্যাপার থেকে বা অপরের বিপদ্ থেকে নিজের লাভ। সাধারণত জীবনীশক্তি বেশী। বিদেশে প্রতিষ্ঠা। জ্ঞানের ব্যাপারে বা বিশেষ কোন কাজে যোগ্যতার জন্য প্রতিষ্ঠা। দানের দ্বারা বিশেষ খ্যাতি। বিদ্বান ও খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তির সাহচর্য্য। উচ্চপদস্থ বন্ধু। সহসা বিশেষ উন্নতি। মুরুব্বীর মৃত্যুতে বা অভিভাবকের মৃত্যুতে সাফল্যে বাধা। রাজার সঙ্গে বা কোন প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তির সঙ্গে শত্রুতা।

চন্দ্র ধনুতে

ভ্রমণশীল। তীক্ষ্ণ অনুভূতি। অধীর, চঞ্চল, ব্যস্তবাগীশ। শিক্ষক বা উপদেষ্টার ভাব প্রবল। এক সঙ্গে দু'রকম কাজে অর্থোপার্জ্জন। উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ। চাষবাস, গৃহভূমি-সংক্রান্ত কাজ অথবা চতুষ্পদ জন্তুর সংশ্রবে কোন কাজে আনন্দ। পারিবারিক ব্যাপারে চিন্তা। জীবনের শেষ ভাগে কোন দীর্ঘস্থায়ী রোগ। দুই বাসস্থান

জীবনের শেষে স্থান-পরিবর্ত্তন। গৃহভূমির ব্যাপারে আত্মীয়ের সঙ্গে বিবাদ। ঋণাদির ব্যাপারে অর্থ বা সম্পত্তির হানি। স্বাস্থ্যের জন্য ভ্রমণ। সন্তান সম্বন্ধে অথবা প্রীতির পাত্রের সম্বন্ধে ক্রমাগত চিন্তা। দুই বিবাহের সম্ভাবনা। স্ত্রীর সম্বন্ধে অত্যন্ত চিন্তা। শিরঃপীড়া অথবা গলা বা মুখের রোগের প্রবণতা। কারো মৃত্যুতে উন্নতির বাধা। ভ্রমণ বা শারীরিক পরিশ্রমে স্বাস্থ্যোন্নতি। সমুদ্রযাত্রা বা দূর তীর্থযাত্রার সম্ভাবনা। স্ত্রীঘটিত ব্যাপারে অপবাদ, অবনতি বা অর্থহানি। সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে পরিচয়। কর্ম্মোপলক্ষে প্রবাস বা দূরভ্রমণ।

মঙ্গল ধনুতে

অত্যন্ত তেজস্বী ও উৎসাহী। অতি-মাত্রায় উৎসাহশীল। হঠকারী ও রূঢ়ভাষী। বিপজ্জনক কাজে লিপ্ত। দুঃসাহসিক কাজে খ্যাতি। কোন ফৌজদারী ব্যাপারে জড়িত হবার আশঙ্কা। অপরের মৃত্যুতে লাভবান। আত্মীয়ের সঙ্গে গুরুতর বিবাদ। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যক্ষমতা। গৃহভূমির ব্যাপারে উদ্বেগ। সন্তানের ব্যাপারে মনোকষ্ট। অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাসের জন্য স্বাস্থ্যহানি। অধীনস্থ ব্যক্তির দ্বারা ক্ষতি। ভ্রমণে যানবাহন থেকে বিপদের আশঙ্কা। স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য—দুই স্ত্রীর সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রুর দ্বারা নিন্দাপ্রচার। অপরের সহযোগিতায় মানসিক শক্তিবৃদ্ধি। কোন সংসদ্-পরিষদের ব্যাপারে বন্ধুবিচ্ছেদ। ত্যাগ বা সাহসিকতার জন্য প্রতিষ্ঠা বা উচ্চপদ লাভ।

বুধ ধনুতে

জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা। সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা প্রভৃতির দিকে ঝোঁক। বহুমুখীন প্রকৃতি—নানা বিষয়ে অল্পবিস্তর জ্ঞান থাকা সম্ভব। একটু অব্যবস্থিতচিত্ত। লেখাপড়ার ব্যাপারে গভীর বিষয়ের

দিকে ঝোঁক। আর্থিক ব্যাপারে স্ত্রীর বা অংশীর সঙ্গে বিরোধ। কোন গুপ্ত ব্যাপার থেকে আয়। লেখাপড়ার ব্যাপারে অথবা শিক্ষার ব্যাপারে বাধাবিঘ্ন। আত্মীয়-বিরোধ। শেষ বয়সে নাড়ীমণ্ডলের দুর্ব্বলতা। পারিবারিক ব্যাপারে অনর্থক উদ্বেগ। সন্তানাদির জন্য ক্রমাগত দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগ। ভৃত্যাদির জন্য গৃহস্থালীর বিশৃঙ্খলা। অপরের সহযোগিতায় পুস্তকাদি রচনার সম্ভাবনা। অপরের সংশ্রবে জ্ঞানলাভ। বিষ-প্রবেশ বা কুচিকিৎসা মৃত্যুর কারণ হতে পারে। ধর্ম্ম বিষয়ে সরল বিশ্বাসী। কর্ম্মক্ষেত্রে সুযোগের অভাব। অল্প-বয়স্ক বন্ধুর দ্বারা সাহায্য। কর্ম্মক্ষেত্রে মিথ্যা অপবাদ। গুপ্ত শত্রুর দ্বারা মিথ্যা অপবাদ প্রচার। ভ্রমণে শারীরিক কষ্ট অথবা স্বাস্থ্যলাভের জন্য ভ্রমণ।

বৃহস্পতি ধনুতে

উচ্চ জ্ঞান ও দার্শনিকতার দিকে ঝোঁক। ধর্ম্মের ব্যাপারে একাগ্র ভক্তি ও সাধনা। অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন। ধর্ম্মের বা জ্ঞানের ব্যাপার থেকে লাভ। লেখাপড়ার ব্যাপারে অপরের সাহচর্য্য। শান্তিপ্রিয়, বিবাদে অনিচ্ছুক। শেষ বয়সে সুখকর কর্ম্ম। পুত্রের সংশ্রবে আনন্দ। অধীনস্থ ব্যক্তির সংশ্রবে পারিবারিক সুখ। অপরের মৃত্যুতে, অথবা বৃত্তি প্রভৃতি থেকে লাভ। বিনা পরিশ্রমে অর্থপ্রাপ্তি। অপরের সঙ্গে ব্যবহারে পটু। ধর্ম্ম সম্বন্ধে সহজ জ্ঞান। গুরু ও উপদেষ্টার যোগ্য। বিনা আড়ম্বরে বিশেষ উন্নতি বা প্রতিষ্ঠা। শত্রুর দ্বারা উন্নতির সাহায্য। ধনবান্ বা প্রতিষ্ঠাশালী বন্ধুর দ্বারা সাহায্য। কোন অসাধারণ কর্ম্মে খ্যাতি।

শুক্র ধনুতে

মার্জ্জিত রুচি ও রসবোধবিশিষ্ট। যাতে মানসিক উন্নতি হয় এরকম সব বিষয়ের দিকে ঝোঁক। অপরকে সাহায্য করবার ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি।

কোন গুপ্তপ্রেমের ব্যাপারে অথবা কোন স্ত্রীলোকের মৃত্যুতে লাভ। স্ত্রীর জন্য বা বিবাহের ব্যাপারে আত্মীয় বিরোধ। জীবনের শেষে মনোমত কর্ম্ম। আমোদ-প্রমোদ এবং সব রকম কলা ও শিল্পের দিকে ঝোঁক। শান্তি ও আনন্দের পক্ষপাতী। শত্রুর উপরও বিশেষ বিরাগ নেই। কৌশলে শত্রু জয়। পারিবারিক সুখ এবং উত্তম আহার-বিহারে স্বাস্থ্যের উন্নতি। একাধিক বিবাহ বা একাধিক স্থায়ী প্রেম। স্ত্রীলোকের দিকে আকর্ষণ। মৃত্যুর পূর্ব্বে বিশেষ উন্নতি। আনন্দের জন্য ভ্রমণ। স্ত্রীঘটিত ব্যাপারে অপবাদ। বহু বান্ধবীর সাহায্যলাভ। কোন নিঃস্বার্থ কাজে বিশেষ খ্যাতি।

শনি ধনুতে

কার্য্যকরী বুদ্ধি। পরিশ্রম করবার ইচ্ছা। উচ্চ দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক তথ্য হৃদয়ঙ্গম করবার শক্তির অভাব। কূট ও রাজনৈতিক বুদ্ধি। লেখাপড়ায় ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বাধা। সাধারণের সংশ্রবে কোন কাজে ঝঞ্ঝাট ও অশান্তি। খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দুঃখ। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তি-প্রাপ্তিতে বাধা ও ঝঞ্ঝাট। ঋণজনিত অশান্তি। দাম্পত্য ব্যাপারে মনোকষ্ট। শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্য উদ্বেগ। পারিবারিক সুখের অভাব। জীবনের শেষে আহার-বিহারের কষ্ট। সন্তানের জন্য মনোকষ্ট। কর্ত্তব্যের জন্য সাংসারিক দুঃখ। মৃত্যুর পূর্ব্বে আর্থিক অসচ্ছলতা। শেষ বয়সে কর্ম্মত্যাগ বা সন্ন্যাস। সাধারণের সংশ্রবে কাজে দু'চার-জন বিশ্বস্ত বন্ধু। ত্যাগের দ্বারা বাইরে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা কিন্তু ভিতরে দুঃখ।

রাহু ধনুতে

ধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে বিচিত্র মত। অসাধারণ ধর্ম্মের পক্ষপাতী। নানারূপ আজগুবি ব্যাপার নিয়ে চিন্তা। বিনা উদ্দেশ্যে ভ্রমণ। অপরের

দুঃখজনক ব্যাপার থেকে লাভ। কোন গুপ্ত বা অন্যায় উপায়ে উপার্জ্জন। ঋণের ব্যাপারে অর্থনাশ। আত্মীয়ের দ্বারা অদ্ভুতভাবে শত্রুতা। ভ্রাতা ভগ্নী এবং পুত্র কন্যার জন্য নানারকম অশান্তি। শেষ বয়সে অত্যাচার বা অবহেলার জন্য স্বাস্থ্যহানি। পারিবারিক বিশৃঙ্খলার জন্য বা প্রবাসের জন্য দুঃখ ও দুঃশ্চিন্তা। স্ত্রীর জন্য বা অংশীর জন্য মনোকষ্ট। আহারে বিহারে অত্যাচার বা অবহেলা মৃত্যুর কারণ হতে পারে। উপভোগের জন্য ভ্রমণ বা বিদেশ-বাস। নীচকর্ম্মে প্রবৃত্তি। কোন অসাধারণ কর্ম্মে নিযুক্ত। গুপ্তশত্রুর দ্বারা নিন্দা প্রচার। কোন গোপনীয় বা গুপ্ত-কর্ম্মের জন্য বহু ব্যয় ও ভ্রমণ। নীচ ব্যক্তি বা অধার্ম্মিক ব্যক্তির সাহায্যে লাভ। অনিশ্চিত কর্ম্ম।

কেতু ধনুতে

খুব উচ্চ আধ্যাত্মিকতা অথবা নাস্তিক্য। সব ব্যাপার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বোঝবার ক্ষমতা। যুক্তি-বিচারে ঔদাসীন্য। আজগুবি বুদ্ধি। সহজে অন্যের সঙ্গে খাপ খায় না। সহসা গুপ্তধন লাভ। আত্মীয়ের সঙ্গে অবনিবনাও ও বিচ্ছেদ। জীবনের শেষে ইচ্ছা কোরে অথবা বাধ্য হয়ে সংযম ও মিতাচার অবলম্বন। সন্তানের ব্যাপারে আশাভঙ্গ। বাসকষ্টের জন্য দুঃখ। ভৃত্যাদির জন্য বা অপ্রীতিকর আবেষ্টনের জন্য গৃহস্থালীর ব্যাপারে অশান্তি। অপরের সঙ্গে ব্যবহারে বুদ্ধির অভাব। চোর বা প্রতারকের দ্বারা হানি। গুপ্তশত্রুর শত্রুতায় অথবা উচ্চপদস্থ ব্যক্তির প্রতিকূলতায় উন্নতির বাধা। কর্ম্মে নীচব্যক্তির সংশ্রব। নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তির সহযোগিতায় লাভ। অক্ষমতার জন্য কর্ম্মহানি।

প্রজাপতি ধনুতে

মৌলিক বা বিচিত্র বুদ্ধি। খামখেয়ালী ও অব্যবস্থিত-চিত্ত। আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে অদ্ভুত ধারণা। ভ্রমণ, শিল্পকলা অথবা আইন-

আদালতের ব্যাপারে ঝঞ্ঝাট। বিদ্রোহী ও দুর্ব্বিনীত প্রকৃতি। বিবাহ সম্বন্ধে বিচিত্র মতবাদ। বিবাহের ব্যাপারে আকস্মিক বাধা। আত্মীয়ের সঙ্গে বিরোধ। শেষ জীবনে কর্ম্মের ব্যাপারে ঝঞ্ঝাট। পারিবারিক ব্যাপারে অশান্তি—পরিবার মধ্যে বিরোধ ও বিচ্ছেদ। উন্নতি করবার প্রবল উচ্চাভিলাষ। রোমান্টিক ব্যাপারের দিকে আকর্ষণ। অকস্মাৎ আশাভঙ্গ বা বিফলতা মৃত্যুর কারণ হতে পারে। বিদেশে প্রতিষ্ঠা। কর্ম্মের ব্যাপারে বহু বাধাবিঘ্ন ও অনিশ্চয়তা। অকস্মাৎ কর্ম্মহানি ও অপবাদ। স্থায়ী বন্ধু খুব কম। এক এক সময় এক এক শ্রেণীর লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব। বহু বন্ধু-বিচ্ছেদ। আধ্যাত্মিকতা দ্বারা অথবা কোন রকমে বিপন্ন হওয়ার জন্য খ্যাতি। কোন সংসদ্-পরিষদের ব্যাপারে বহু বন্ধু।

বরুণ ধনুতে

আজগুবি কল্পনা। অদ্ভুত খেয়াল। ব্যবহারিক বুদ্ধির অভাব। অদ্ভুত স্বপ্নদর্শন। মন্ত্রতন্ত্রের দিকে, এবং সম্মোহন, ভৌতিকচক্র প্রভৃতির দিকে অত্যন্ত আকর্ষণ। দিব্যদর্শন, দিব্যশ্রবণ প্রভৃতির ক্ষমতা। ভাল মিডিয়ম হওয়া সম্ভব। অকস্মাৎ পরধন বা গুপ্তধন-প্রাপ্তি। আত্মীয় স্বজনের ব্যাপারে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। জীবনের শেষে কর্ম্মহীনতা। আমোদ-প্রমোদ, গান-বাজনা প্রভৃতির দিকে প্রবল আকর্ষণ। যৌন প্রেম সম্বন্ধে অদ্ভুত আদর্শ। পারিবারিক বিশৃঙ্খলার জন্য অশান্তি। অতিরিক্ত পরিশ্রম অথবা পরিশ্রমের অভাবের জন্য স্বাস্থ্যহানি। অদ্ভুত-ভাবে বিবাহ। অপরের মৃত্যুতে সহসা লাভ বা সহসা ক্ষতি। আমোদ-প্রমোদের জন্য ভ্রমণ। জলযাত্রার সম্ভাবনা। অসাধারণ কর্ম্ম। ঔদাসীন্য বা অবহেলার জন্য কর্ম্মহীনতা। বহু পরিচিত ব্যক্তির সাহায্যে লাভ। বিচিত্র কর্ম্মজীবন। কর্ম্মের জন্য অসাধারণ খ্যাতি বা অসাধারণ অখ্যাতি।

মকর রাশি

রবি মকরে

ধীর ও গম্ভীর প্রকৃতি। পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী। উচ্চাভিলাষী, শক্তি ও খ্যাতির দিকে লক্ষ্য। মিতব্যয়ী ও মিতাচারী। আত্মপরায়ণ। উচ্চপদ ও সম্মান পাবার যোগ্যতা। সব জিনিষ নিখুঁত করবার দিকে লক্ষ্য। অন্তর্দৃষ্টি এবং যোগ্যতা দিয়ে অর্থ উপার্জ্জন। আত্মীয়-কুটুম্বের জন্য দুঃখ। নৈরাশ্যপূর্ণ মনোভাব। ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সংখ্যা অত্যন্ত কম। স্বাবলম্বী। গুরুজনের বিরোধিতায় পরিবারিক সুখের হানি। সন্তানের জন্য ক্রমাগত দুশ্চিন্তা। উচ্চ আদর্শ কাজে পরিণত করিবার জন্য পরিশ্রম। স্ত্রীর জন্য পারিবারিক দুঃখ ও অবনতি। জীবনের শেষে প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তির সঙ্গে সংশ্রব। মানসিক কষ্ট মৃত্যুর কারণ হতে পারে। আধ্যাত্মিকতা ও বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতিতে সাফল্য। নিজের শক্তি ও ব্যক্তিত্বের জোরে প্রতিষ্ঠালাভ। বন্ধুর দ্বারা শত্রুতা ও অপবাদ-প্রচার। দুঃসময়ে কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির বা মুরুব্বীর সাহায্যলাভ। ইন্দ্রিয়পরতার জন্য স্বাস্থ্যহানি।

চন্দ্র মকরে

মিতচারী, লোকভীরু। আত্মপ্রত্যয়ের অভাব, নৈরাশ্য ও বিষাদখিন্নতা। পরিবর্ত্তনশীল কর্ম্ম। অস্থায়ী খ্যাতি। সাধারণের সংশ্রবে কাজ। অধিকবয়স্কা স্ত্রীলোকের প্রিয়। উপার্জ্জনের জন্য ভ্রমণ। বিদেশ থেকে লাভ। আত্মীয়ার মৃত্যুতে অর্থপ্রাপ্তি। সাংসারিক ব্যাপারে অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা। পরিবার মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ। সন্তানের জন্য

অত্যন্ত দুশ্চিন্তা ও ঝঞ্ঝাট। স্নেহপ্রীতির ব্যাপারে আশাভঙ্গ। অংশীর জন্য বা স্ত্রীর জন্য কর্ম্মের ক্ষতি বা অবনতি। তীর্থে বা বিদেশে ভ্রমণের সময় মৃত্যু। ভ্রমণে অর্থব্যয়। সহানুভূতির জন্য খ্যাতি। বিপন্ন বন্ধুর জন্য ব্যয় বা ক্ষতি। প্রবাসে বহু অনুগত বন্ধু। কর্ম্মস্থানে বহু শত্রু।

মঙ্গল মকরে

তেজস্বী, উচ্চাভিলাষী এবং খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠাবৃদ্ধির জন্য উন্মুখ। দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত—সব ব্যাপারে অগ্রণী। কর্ম্মশীলতা ও সাহসিক কাজের দ্বারা উপার্জ্জন। ভ্রমণ, বিবাদ প্রভৃতি ব্যাপারে অর্থহানি। ভ্রাতা-ভগ্নীর মধ্যে দীর্ঘায়ু। আত্মীয়ের দ্বারা ক্ষতি। বিবাদ-বিসম্বাদে সম্পত্তিহানি। সম্পত্তি-প্রাপ্তিতে বাধা। পরিবারিক ব্যাপারে সন্তানের জন্য অশান্তি। স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে দুঃখ। শেষ বয়সে সন্তানের উন্নতি। নিজের অভিপ্রায়-সিদ্ধির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম। আশাভঙ্গে অস্বাস্থ্য। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদে পরিবারিক সুখের অভাব। আর্থিক ব্যাপারে অংশীর সঙ্গে বিবাদ। মানসিক অশান্তি মৃত্যুর কারণ হতে পারে। বিদেশে সহসা লাভ। নিজের চেষ্টায় শেষ জীবনে উন্নতি। কর্ম্মস্থলে উদ্যমশীল সহযোগীর সহায়তায় প্রতিষ্ঠা। বন্ধুর দ্বারা বিশ্বাস-ঘাতকতা ও গুপ্তশত্রুতা। বিপন্ন বা দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব। বিদেশে বিপন্ন অবস্থায় শক্তিশালী বন্ধুর সাহায্যলাভ।

বুধ মকরে

সাবধানী, হিসাবী, কূটবুদ্ধি। ব্যবহারিক কাজের দিকে ঝোঁক। একটু গোপনতাপ্রিয়। লেখাপড়ার ব্যাপারে বা শিল্পকলার ব্যাপারে খ্যাতি। এজেন্সি বা কন্‌ট্রাক্টের কাজে যোগ্যতা। বাক্‌পটুতা বা প্রতিভা দ্বারা সাফল্য ও উপার্জ্জন। আত্মীয়ের মৃত্যুতে পারিবারিক

বিভ্রাট। আত্মীয়-কুটুম্বের জন্ম সাংসারিক ঝঞ্চাট বা অপবাদ। স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে আশাভঙ্গ। স্নেহের পাত্রের জন্ম অর্থহানি। উন্নতির জন্ম অতিরিক্ত পরিশ্রম। অংশীর জন্ম বা স্ত্রীর জন্ম স্থান-ত্যাগ ও প্রবাস। আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ মৃত্যুর কারণ হতে পারে। বিদেশে অংশীর সাহচর্য্যে উন্নতি, সাফল্য ও অর্থপ্রাপ্তি। অস্বাস্থ্যের জন্ম কর্ম্মবৈকল্য। কর্ম্মে গুরুতর দায়িত্ব। কোন সংসদ-পরিষদের ব্যাপারে ক্ষতি ও অপবাদ। speculationএ লোকসান। বিপন্ন অবস্থায় পিতা মাতা অথবা অংশীর দ্বারা সাহায্য।

বৃহস্পতি মকরে

মনে মনে উচ্চাভিলাষী। গম্ভীর প্রকৃতি। কর্তৃত্ব করবার এবং নিজের মতে কাজ চালনোর ইচ্ছা। ধর্ম্মের ব্যাপার অথবা বৈদেশিক ব্যাপার থেকে উপার্জ্জন। বিদেশে কোন সংসদ্-পরিষদের ব্যাপারে লাভ। কোন বন্ধুর মৃত্যুতে সাফল্য। অংশীর মৃত্যুতে বা কোন আত্মীয়ের মৃত্যুতে উন্নতি। স্ত্রীর সাহচর্য্যে পারিবারিক সুখ। ভৃত্যের বা কর্ম্মচারীর সুখ। কর্ম্মে আনন্দ। সন্তানের জন্ম উদ্বেগ। জীবনের শেষে অংশীর সাহচর্য্যে বা স্ত্রীর সাহচর্য্যে সম্পদ্। মৃত্যুর সময় সচ্ছল অবস্থা। ভ্রমণে সাফল্য ও অর্থলাভ। বিদেশে সম্পত্তি লাভ। সামান্য অবস্থা থেকে অপ্রত্যাশিত উন্নতি। আত্মীয়ের দ্বারা অপবাদ প্রচার। মনোমত কর্ম্ম। কোন সংসদ্-পরিষদের ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে মিত্রতা। বিপদের সময় অর্থশালী ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সাহায্যলাভ।

শুক্র মকরে

সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও সাফল্যের দিকে ঝোঁক। অর্থ ও উপার্জ্জনের ব্যাপারে উচ্চাভিলাষ। অপরের সদিচ্ছা ও সৌহার্দ্দ্য পাবার আকাঙ্ক্ষা।

কৌশলের দ্বারা অল্প পরিশ্রমে বেশী উপার্জ্জন। গুপ্তপ্রেমের ব্যাপারে অর্থহানি ও মনোকষ্ট। স্ত্রীপক্ষ থেকে অর্থপ্রাপ্তির আশা, কিন্তু তাতে বাধাবিঘ্ন। মনোমত স্ত্রীর সাহচর্য্যে সাংসারিক সুখ। নিজের কার্য্য-ক্ষমতায় উন্নতি এবং আনন্দ। স্নেহপ্রীতির ব্যাপারে উদ্বেগ। নিজের আনন্দের জন্য পরিশ্রম। অপরের সাহচর্য্যে সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভ। মৃত্যুর পূর্ব্বে স্ত্রী-বিয়োগ অথবা স্ত্রীর জন্য দুঃখ। বিদেশে অপরের সাহায্যে এবং নিজের পরিশ্রমে অর্থাগম। সন্তানের প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি। অভিজাত শ্রেণীর বন্ধুর সংশ্রবে আনন্দ ও উন্নতি। গুপ্তপ্রেমের ব্যাপারে বন্ধু-বিচ্ছেদ। বিপদের সময় বন্ধুর দ্বারা পরিত্যক্ত। কোন বান্ধবীর মৃত্যুতে আশাভঙ্গ ও ক্ষতি।

শনি মকরে

উচ্চাভিলাষী, স্বার্থপরায়ণ, অপরের সুখ-দুঃখে উদাসীন। নিজেই নিজের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের কারণ। একাকী থাকবার ও কাজ করবার ইচ্ছা। কর্ম্মক্ষেত্রে সকলের উপরে থাকবার চেষ্টা। স্বাবলম্বী ও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়। ব্যবহারিক জ্ঞান এবং কূটবুদ্ধি দ্বারা সাফল্য। উচ্চ পদ বা দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্ম থেকে অর্থাগম। আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারে দুঃখ-জনক অভিজ্ঞতা। বিষাদপূর্ণ মনোভাব। জীবনের শেষে অংশী, সহযোগী অথবা স্ত্রীর পক্ষ থেকে দুঃখ। স্বার্থপর সন্তানের জন্য দুঃখ। স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে উদাসীন। অধীনস্থ ব্যক্তিদের জন্য আশাভঙ্গ ও মনোকষ্ট। স্ত্রীর জন্য গৃহসুখের হানি। মৃত্যুর পূর্ব্বে শোচনীয় মনোভাব। বিদেশে সাফল্য ও উন্নতি। নিজের ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, নিষ্ঠা ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে উন্নতি। বন্ধুর সংখ্যা নিতান্ত কম। বাধ্য হয়ে বন্ধুর বা পরিচিত ব্যক্তির ক্ষতির কারণ হতে হয়। বিপদের সময় খুব কম লোকেরই সাহায্য পাওয়া যায়।

রাহু মকরে

যোগ্যতা থাক্ আর না-ই থাক্ সব জায়গায় বড় হবার ইচ্ছা। এক কাজে লেগে থাকতে অপারক। পরিবর্ত্তন-প্রিয়। বেশী কষ্টকর বা পরিশ্রমসাধ্য কাজে অনিচ্ছা। ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার অভাব। ভ্রমণের দ্বারা ও বিদেশ থেকে উপার্জ্জন। আত্মীয়স্বজনের ষড়যন্ত্রে দুঃখ। পারিবারিক ব্যাপারে শত্রুর দ্বারা অপবাদ-প্রচার। নিজের স্ত্রী অথবা অপর কোন স্ত্রীলোকের জন্য সংসারের বিশৃঙ্খলভাব। প্রবল ভোগের ইচ্ছা। ইন্দ্রিয়পরতা বা অতিরিক্ত ভোগের জন্য স্বাস্থ্যহানি। পুত্রকন্যার জন্য দুশ্চিন্তা। মৃত্যুকালে মস্তিষ্কের পীড়া। বিদেশে নিন্দিত উপায়ে লাভ। স্বার্থপরতার জন্য কর্ম্মহানি। নিজের আবেগের প্রাবল্যে কার্য্যসিদ্ধি। বন্ধুর জন্য বিপদ। বিপদকালে বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা। শেষ বয়সে অবাঞ্ছনীয় সংসর্গ।

কেতু মকরে

কর্ম্মে অনিচ্ছা বা ঔদাসীন্য। গুপ্তস্থানে বা গোপনভাবে কর্ম্ম করবার ইচ্ছা। আধ্যাত্মিক ব্যাপারের দিকে ঝোঁক এবং আধ্যাত্মিক ব্যাপারে সিদ্ধি। অধীনস্থ ব্যক্তির সংশ্রবে অথবা ম্লেচ্ছসংসর্গে খ্যাতি। চেষ্টা করলে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানলাভ হতে পারে। পারিবারিক জীবনে বিঘ্ন। শেষ বয়সে সঙ্গ-ত্যাগ। স্নেহপ্রীতির ব্যাপারে বৈরাগ্য। ভৃত্য, কর্ম্মচারী বা অধীনস্থ ব্যক্তির জন্য মনোকষ্ট। বিবাহের পর বা স্ত্রীর জন্য সাংসারিক দুঃখ। শত্রু-পীড়ায় স্থানচ্যুতি বা পরগৃহ-বাস। মৃত্যুর পূর্ব্বে আত্মীয়-বিচ্ছেদ এবং মনের উদাসীনভাব। বিদেশে বা ভ্রমণকালে চোর বা প্রতারকের দ্বারা ক্ষতি। গুপ্তকর্ম্মে লিপ্ত। নীচকর্ম্মের জন্য বা সমাজের অননুমোদিত কর্ম্মের জন্য অপবাদ। নীচ শত্রুর বিশ্বাসঘাতকতায়

অবনতি। বিপদের সময় বন্ধু দ্বারা পরিত্যক্ত। আশাভঙ্গ বা বন্ধু-বিচ্ছেদে দুঃখ।

প্রজাপতি মকরে

অত্যন্ত উচ্চাভিলাষ। উচ্চপদ ও প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা এবং তার জন্য পরিশ্রম। প্রবল আত্মাভিমান। কোন কাজে সন্তুষ্ট নয়—সব কাজে আরও বেশী উন্নতির আকাঙ্ক্ষা। মুরুব্বী বা গুরুজনের সঙ্গে বিরোধ। নিজের কর্ম্মক্ষমতায় সাফল্য ও উপার্জ্জন। মৃতের ত্যক্ত সম্পত্তি নিয়ে আত্মীয়-বিরোধ ও মনোকষ্ট। পারিবারিক ব্যাপারে ঝঞ্ঝাট। শেষ বয়সে দেয় বা প্রাপ্য অর্থ নিয়ে বিবাদ। স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য উদ্বেগ। কোন মৌলিক গবেষণায় পরিশ্রম। অংশীর জন্য অত্যন্ত অশান্তি। সহসা শোক। বিবাদ-বিসম্বাদের জন্য অর্থহানি ও ক্ষতি। নিজের শক্তিতে উন্নতি। নিজের স্বাধীনতাপ্রিয়তার জন্য বিবাদ। বন্ধুর সঙ্গে বেশীদিন সৌহার্দ্দ্য থাকে না। বিপদের সময় অবিচলিত।

বরুণ মকরে

বিচিত্র কর্ম্ম এবং গুপ্ত ব্যাপারের দিকে ঝোঁক। অদ্ভুত আবেষ্টনের মধ্যে কর্ম্ম। নিন্দিত কর্ম্মের জন্য অপবাদ। ভ্রমণের দ্বারা এবং বিদেশস্থ বন্ধুর সাহায্যে লাভ। আত্মীয়ের জন্য মনোকষ্ট ও অপবাদ। বিচিত্র আবেষ্টনে বাস। আমোদ-প্রমোদ বা গুপ্ত প্রেমের জন্য কাজে বাধা। শারীরিক অত্যাচার ও অবহেলায় বা নেশার দ্বারা স্বাস্থ্যহানি। অসৎ সংসর্গের জন্য সাংসারিক বিশৃঙ্খলা। গুপ্ত বা রহস্যময় ব্যাপারে মানসিক আনন্দ। বিদেশে পরধন-প্রাপ্তি। নিজের আমোদ প্রিয়তার জন্য খ্যাতি বা অখ্যাতি। বন্ধুর জন্য অপবাদ। অসৎ সঙ্গে বা নীচ সঙ্গে অবনতি। বিপদের সময় অপ্রত্যাশিত সাহায্য।

কুম্ভ রাশি

রবি কুম্ভে

সঙ্গপ্রিয়, কিন্তু কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় না। অপরের সংশ্রবে কাজ ভাল লাগে। একাগ্র ও কার্য্যপটু। পরের জন্য কাজে পটুত্ব বেশী প্রকাশ পায়। রাজ-কর্ম্ম বা কোন উচ্চকর্ম্ম দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সংশ্রবে লাভ। লেখাপড়া বা শিল্পকলার ব্যাপারে মৌলিকতা। উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি-প্রাপ্তি কিন্তু সম্পত্তি-প্রাপ্তিতে বাধাবিঘ্ন বা বিলম্ব। পারিবারিক কারণে বা গৃহভূমির ব্যাপারে অর্থহানি। কল্পিত বা উদ্দিষ্ট কর্ম্মে বিঘ্ন। আশা-ভঙ্গ। বায়ুরোগের আশঙ্কা। স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে বা কাজকর্ম্মের জন্য দুশ্চিন্তা। স্ত্রীর বা অংশীর ব্যাপারে আনন্দ। মৃত্যুর পূর্ব্বে স্থবিরত্ব। ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিচিত্র মনোভাব। নূতন আবিষ্কারের দিকে ঝোঁক। প্রগাঢ় ভক্তি অথবা পূর্ণ নাস্তিক্য। সাফল্যের জন্য খ্যাতি। নিজের মহত্ত্বের বা কর্ম্মশক্তির জন্য বহু অনুগত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সদিচ্ছা লাভ। কর্ম্মহানি বা রাজরোষের জন্য অপবাদ। পরিবারে কোন গুপ্ত ব্যাপার।

চন্দ্র কুম্ভে

সামাজিক ও মিশুক। সহজেই লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে পটু। সহানুভূতিশীল। উচ্চ আশা এবং উন্নতির ইচ্ছা। অপরের সংসর্গ জীবনের উপর খুব বেশী প্রভাব স্থাপন করে। নানারকম কর্ম্ম থেকে আয়। প্রয়োজনীয় শিল্পকলা প্রভৃতি থেকে লাভ। বিদেশস্থ আত্মীয়ের তরফ থেকে লাভ। শেষ বয়সে আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝোঁক।

কারো মৃত্যুতে স্থানচ্যুতি। স্ত্রীর অস্বাস্থ্যের জন্য চিন্তা। স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে ক্ষতি। অধীনস্থ ব্যক্তির জন্য অশান্তি। স্বাস্থ্যহীনতার জন্য কাজের ক্ষতি। অংশীর সহযোগে উন্নতি। গুপ্ত প্রেমের ব্যাপারে অশান্তি। মৃত্যুর পূর্ব্বে স্থানত্যাগ বা গৃহস্থালীর ব্যাপারে পরিবর্ত্তন। বিদেশে আত্মীয়-বিয়োগের দুঃখ। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্য বাধাবিঘ্ন। সহানুভূতি ও সঙ্গ-প্রিয়তার জন্য বহু বন্ধুলাভ। কোন গুপ্ত ব্যাপারের সংশ্রবে ক্ষতি, অপবাদ বা অবনতি।

মঙ্গল কুম্ভে

তর্ক-বিতর্ক-প্রিয়—মস্তিষ্ক প্রায় উত্তেজিত অবস্থায় থাকে। উচ্চ আশা। উৎসাহযুক্ত মন। কোন গোপনীয় কারণে বন্ধুবিরোধ। বন্ধুর দ্বারা পীড়িত। কর্ম্মস্থানে ঝঞ্ঝাটের জন্য বা অপবাদের জন্য অর্থহানি। নিন্দিত উপায়ে লাভ। ভ্রাতা-ভগ্নীর জন্য অত্যন্ত দুশ্চিন্তা। ভ্রমণে কষ্ট। জীবনের শেষে মনোকষ্ট ও কর্ম্মহানি। স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে পারিবারিক কারণে বাধা। মানসিক ব্যাধি ও রক্তসংক্রান্ত ব্যাধির প্রবণতা। অতিরিক্ত পরিশ্রমে কঠিন রোগ। প্রীতির পাত্রের জন্য বিবাদ। মৃত্যুর পূর্ব্বে সংসারে অশান্তি। কোন দুর্ঘটনায় বা ঋণাদির ব্যাপারে ভূমিনাশ। বিদেশে ভ্রাতা-ভগ্নীর ব্যাপারে মনোকষ্ট বা আশা-ভঙ্গ। কোন সংসদ্-পরিষদের ব্যাপারে সাফল্যের জন্য খ্যাতি। বুদ্ধিমত্তা ও কৃতিত্বের জন্য বন্ধুলাভ। অপব্যয় ও অদূরদর্শিতার জন্য দুঃখ ও দুর্দ্দশা।

বুধ কুম্ভে

জনসাধারণ সংশ্লিষ্ট কর্ম্মে পটু। সঙ্গ-প্রিয়, নির্জ্জনতা-দ্বেষী। কোন সংসদ বা পরিষদের ব্যাপারে পরিশ্রম। আনন্দজনক কর্ম্মে সাফল্য ও লাভ। বাস পরিবর্ত্তনের জন্য চিন্তা। জীবনের শেষে কোন আত্মীয়ের

মৃত্যুতে শোক। মনোমত স্ত্রীর জন্য সুখ। বিষয়-কর্ম্মে অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য স্বাস্থ্যহানি। স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কোন Speculation-এর ব্যাপারে অংশীর দ্বারা ক্ষতি। মৃত্যুর পূর্ব্বে পারিবারিক ঝঞ্ঝাট। আত্মীয়ের ব্যাপারে বিবাদ। লেখাপড়ার সংশ্রবে ভ্রমণ। পরিশ্রম ও বুদ্ধিকৌশলে সাফল্যের জন্য খ্যাতি। বন্ধুর ব্যাপারে আশা-ভঙ্গ—বন্ধুর জন্য বিপন্ন। শত্রুর বিশ্বসঘাতকতায় ক্ষতি। প্রতিবেশীর দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা ও অপবাদ প্রচার।

বৃহস্পতি কুম্ভে

আধ্যাত্মিক ব্যাপারে উচ্চ আশা ও আকাঙ্ক্ষা। পরোপকারী ও সহানুভূতি-শীল। দুঃস্থ ও বিপন্নের সাহায্যে সর্ব্বদা উন্মুখ। আশাযুক্ত মন। বহু বিদেশী ও জ্ঞানী বন্ধুর সাহায্য লাভ। কোন দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মে অথবা সংসদ-পরিষদ সংশ্লিষ্ট কর্ম্মে সাফল্য ও লাভ। বিষয়-কর্ম্মে সাধুতা ও দক্ষতা। জীবনের শেষে কর্ম্মহীনতা বা আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝোঁক। স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে আনন্দ। কুটুম্বের সঙ্গে সৌহার্দ্দ্য। বিশ্রামের অভাবে স্বাস্থ্যহানি। প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য উদ্বেগ। উৎসব-আনন্দের ব্যাপারে অপরের সহযোগিতা। মৃত্যুর পূর্ব্বে পরিবার মধ্যে শান্তি ও সচ্ছলতা। জ্ঞান-বৃদ্ধির জন্য ভ্রমণ বা ভ্রমণে বহু অভিজ্ঞতালাভ। বদান্যতার জন্য এবং বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা খ্যাতিলাভ। বহু ধনী বন্ধুর সাহায্যে লাভ। দূর যাত্রায় ক্ষতি, অবনতি বা কর্ম্মহানি।

শুক্র কুম্ভে

সম্ভোগের উচ্চ আদর্শ। সুন্দর বস্তুর দিকে ঝোঁক। ভাল ভাবে থাকবার ইচ্ছা। বহু উচ্চবংশীয়ের সংশ্রব। দেশে বিদেশে বহু বন্ধু ও পরিচিত ব্যক্তি। সকলের প্রিয়। মনোমত কর্ম্মে উপার্জ্জন। দূর ভ্রমণে

অনুরাগ। জীবনের শেষে আশাভঙ্গ বা শোক। পারিবারিক ব্যাপারে গুপ্ত দুঃখের কারণ থাকতে পারে। বন্ধু বা কুটুম্বের সংশ্রবে বিবাহ। স্নেহ প্রীতির ব্যাপারে সুখ। অধীনস্থ ব্যক্তির সাহায্যে লাভ। মৃত্যুর পূর্ব্বে আহার-বিহারের ব্যাপারে দুঃখ। আধ্যাত্মিক ব্যাপারে মানসিক সুখ। কর্ম্মে অপ্রত্যাশিত সাফল্য। অপরের সংশ্রবে সাফল্যে। নিজের বংশ-গৌরবের জোরে বহু বন্ধুলাভ। কোন গুপ্তপ্রেমের জন্য অপবাদ।

শনি কুম্ভে

পার্থিব প্রতিষ্ঠা ও পদগৌরবের দিকে ঝোঁক। নির্জ্জনতাপ্রিয়—একা কর্ম্ম করতে ইচ্ছুক। বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গ ভাল লাগে। কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় না। পরিশ্রমের দ্বারা অথবা চাকরী প্রভৃতি কর্ম্মে উপার্জ্জন। সরকারী কাজে বা দায়িত্বপূর্ণ কাজে সাফল্য। অর্থজনিত খ্যাতি। ব্যবহারিক বুদ্ধি—মনের ভাব সহজে বাইরে প্রকাশ পায় না। শেষ জীবনে আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝোঁক। বার্দ্ধক্যে জীবনীশক্তি বৃদ্ধি। স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে দুশ্চিন্তা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সন্তানের সঙ্গে মনোমালিন্য। অধীনস্থ ব্যক্তির জন্য উদ্বেগ। দুশ্চিন্তা এবং আহার-বিহারে কঠোরতার জন্য স্বাস্থ্যহানি। স্ত্রীর সঙ্গে সৌহার্দ্দের অভাব। নির্জ্জনে বা অপ্রীতিকর আবেষ্টনের মধ্যে মৃত্যু। ভ্রমণে অনিচ্ছা। কৃপণতার জন্য অখ্যাতি। মিতাচারের দ্বারা অর্থসঞ্চয় ও প্রতিষ্ঠালাভ। বন্ধুর সংখ্যা খুব কম। বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় ক্ষতি।

রাহু কুম্ভে

অদ্ভুত প্রবৃত্তি। লক্ষ্যের বা উদ্দেশ্যের কোন স্থিরতা নেই। নীচ সংসর্গ ভাল লাগে। বহু লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব কিন্তু প্রায়ই বন্ধুবিরোধ হয়। ন্যায় অন্যায় নানা উপায়ে উপার্জ্জন। পরিবর্ত্তনশীলতার জন্য উপার্জ্জনে

বাধা। বহু ভ্রমণ। কোন আত্মীয়ের সংশ্রবে ভ্রমণ। জীবনের শেষে দৈব দুর্ঘটনায় আশাভঙ্গ। পারিবারিক ব্যাপারে মনোকষ্ট। স্নেহপ্রীতির ব্যাপারে নীচ ব্যক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা। অত্যাচার, অনিয়ম প্রভৃতি কারণে কিম্বা মাদকাদি সেবনে স্বাস্থ্যহানি। দাম্পত্য ব্যাপারে একনিষ্ঠতার অভাব। অদ্ভুত আবেষ্টনের মধ্যে বা দৈবদুর্ব্বিপাকে মৃত্যু। বিদেশে অত্যন্ত মানসিক অশান্তি। অপব্যয়ের জন্য অখ্যাতি ও প্রতিষ্ঠাহানি। অন্যায় উপায়ে উপার্জ্জনের জন্য অপবাদ বা কর্ম্মহানি। নিজের স্বার্থের জন্য বন্ধুত্ব। নীচব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতায় অবনতি।

কেতু কুম্ভে

কারো সঙ্গে সহজে ঘনিষ্ঠতা করতে অনিচ্ছুক। অসঙ্গত উচ্চাভিলাষ বা একেবারে উচ্চাভিলাষের অভাব। আশাভঙ্গের দুঃখ। বহু নীচ-জাতীয় ব্যক্তির অথবা বিধর্ম্মীর সংশ্রব। নীচ কর্ম্মের দ্বারা অথবা নীচ অংশী বা সহযোগীর সাহায্যে অর্থলাভ। অনর্থক দুশ্চিন্তা। সব বিষয়ের অদ্ভুত ধারণা। জীবনের শেষে খুব বড় শোক বা মনোকষ্ট। পিতা মাতার ব্যাপারে আশাভঙ্গ। পারিবারিক বিবাদ-বিসম্বাদে জীবনে আনন্দের অভাব। মানসিক ব্যাধি বা ফুস্‌ফুসের পীড়ায় আশঙ্কা। কর্ম্মে অক্ষমতার জন্য অশান্তি। অংশীর দ্বারা ক্ষতি। স্ত্রীর জন্য মনোকষ্ট। পরগৃহে মৃত্যুর আশঙ্কা। বিপদ্‌গ্রস্ত আত্মীয়ের জন্য ভ্রমণ। আর্থিক ব্যাপারে খ্যাতি বা অখ্যাতি। নিজের অবিবেচনার জন্য বা অহঙ্কারের জন্য বিচ্ছেদ। নীচ ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতায় বিপদ্‌গ্রস্ত। ভ্রমণের সময় বিপদ্।

প্রজাপতি কুম্ভে

সংস্কারেরর উচ্চ আদর্শ। সব বিষয়ে সংস্কার করবার ইচ্ছা ও চেষ্টা। কোন সংসদ্-পরিষদের ব্যাপারে বহু ব্যক্তির সংশ্রব। সাধারণের উন্নতির

জন্য চেষ্টা। অপরের সংসর্গে অনুপ্রাণিত। উচ্চপদ ও প্রতিষ্ঠার সুযোগ। নিজের কর্ম্মশক্তিতে উপার্জ্জন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও উদ্ভাবনীশক্তি কাজে প্রয়োগ করবার ক্ষমতা। শেষ বয়সে তন্ত্র-মন্ত্রের দিকে অসম্ভব ঝোঁক। কোন ত্যক্ত সম্পত্তি নিয়ে ঝঞ্ঝাট। অদ্ভুত বা রোম্যান্টিক প্রেম। প্রেমে অপ্রত্যাশিত বিচ্ছেদ। অত্যাচারের জন্য স্বাস্থ্যহানি। বিবাহে বা দাম্পত্য জীবনে রোমান্স। শোচনীয় মৃত্যু অথবা যোগে দেহত্যাগ। আধ্যাত্মিকতার জন্য, শিক্ষালাভের জন্য অথবা বিচিত্র ঘটনার সংশ্রবে ভ্রমণ। আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য বা অনিশ্চিত আয়ের জন্য উন্নতিতে বাধা। নিজে অগ্রসর হবার ইচ্ছায় সাধুসঙ্গ। কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় বহু ব্যয় ও অবনতি। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ত্যাগস্বীকার।

বরুণ কুম্ভে

জীবনের বিচিত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। অদ্ভুত আশা ও আকাঙ্ক্ষা। সঙ্গপ্রিয়। নানা শ্রেণীর ব্যক্তির সংশ্রব। আনন্দ ও উত্তেজনার জন্য সঙ্গ ভাল লাগে। অদ্ভুত বা অসাধারণ কর্ম্মে অর্থলাভ। অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বোঝবার ক্ষমতা। কোন উচ্চপদস্থ আত্মীয়ের জন্য ভ্রমণ। পরিবার মধ্যে বিচিত্র রহস্য। শেষ জীবনে পঙ্গুত্ব। স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে বিচিত্র বন্ধন। কর্ম্মের ব্যাপারে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। দাম্পত্য জীবনে বৈচিত্র্য। মৃত্যুর পূর্ব্বে পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে বিচিত্র অভিজ্ঞতা। উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণ। গুপ্ত উপায়ে অর্থপ্রাপ্তির জন্য অখ্যাতি। কোন রহস্যময় ব্যাপারের জন্য নানারকম কষ্ট।

মীন রাশি

রবি মীনে

অস্থির ও অব্যবস্থিত-চিত্ত। আত্মপ্রত্যয়ের অভাব। মনের ভাব বোঝা কঠিন। ঘটনাস্রোতে পরিচালিত। অপরের সংশ্রব ভিন্ন সাফল্যলাভের আশা কম। জীবনে নানারকম বাধা-বিঘ্ন। অধ্যবসায়ের অভাব। প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন বন্ধুর সাহায্যে লাভ। পদস্থ আত্মীয়কুটুম্ব। নেতৃত্বের অযোগ্য। সামাজিক এবং মধুর-স্বভাব, কিন্তু অপরের দ্বারা পরিচালিত। কাণ-পাৎলা লোক। এক সঙ্গে দুরকমের কাজ থেকে উপার্জ্জন। বহু কর্ম্ম-পরিবর্ত্তন। নানা কর্ম্মে লিপ্ত। কেনা-বেচা বা দর-দস্তুরের ব্যাপারে পটু। স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে মনোকষ্ট। একাধিক বিবাহ বা প্রেমের ব্যাপার। দাম্পত্য জীবনে অশান্তি। চাকরিতে ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর সঙ্গে বিরোধ। স্ত্রীর ব্যাপারে আশাভঙ্গ। রুগ্ন বা পঙ্গু স্ত্রী। বিদেশে বাস। ধর্ম্মের ব্যাপারে মত পরিবর্ত্তন। কর্ম্মের ব্যাপারে আশাভঙ্গ। অংশীর সাহায্যে বা বন্ধুর সংশ্রবে লাভ। অপরের মৃত্যুতে বা ক্ষতিতে নিজের উন্নতি। অদূরদর্শিতার জন্য অবনতি। দুর্দ্দশার সময়েও উদার ও ব্যয়শীল।

চন্দ্র মীনে

চঞ্চল ও ভাবপ্রবণ। পরিবর্ত্তন প্রিয়। বুদ্ধির চেয়ে হৃদয় বড়। কাব্য, চিত্র ও সঙ্গীতের দিকে ঝোঁক। সহানুভূতিশীল ও কল্পনাপ্রিয়। অতিরঞ্জনের চেষ্টা। উন্নতিতে বাধা। মাতার জন্য ও পারিবারিক

ব্যাপারে অশান্তি। বিদেশ বাস। কোন আশ্রম, হাঁসপাতাল, কারাগার প্রভৃতিতে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বাস। সাধারণের কাজে বা লোকহিতকর কার্য্যে ব্যয়। জন-সাধারণের সংশ্রবে লাভ। সঙ্গতিপন্ন আত্মীয়-স্বজন। শেষ বয়সে দূর ভ্রমণ ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি। সন্তানাদির জন্য মনোকষ্ট। Speculationএ ক্ষতি। কাজ-কর্ম্মে বন্ধুর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বিবাহের ব্যাপারে বা দাম্পত্য জীবনে কোন গুরুজনের জন্য অশান্তি। মৃত্যুর পূর্ব্বে ধর্ম্মের ব্যাপারে আনন্দ। পারিবারিক কারণে দূর ভ্রমণ বা প্রবাস। লেখাপড়ার ব্যাপারে খ্যাতি। বন্ধুর জন্য বা কোন সংসদ্ পরিষদের ব্যাপারে অর্থের জন্য দুশ্চিন্তা। অসাধারণ ও বিচিত্র ব্যাপারের দিকে ঝোঁক। প্রণয়ের ব্যাপারে অপবাদ।

মঙ্গল মীনে

অদূরদর্শী ও হঠকারী। অদ্ভুত ব্যাপারের দিকে ঝোঁক। নিজেই নিজের সব চেয়ে বড় শত্রু। নিজের দোষে অবনতি। নিজের হঠকারিতায় কোন ফৌজদারী ব্যাপারে জড়িত হবার আশঙ্কা। শারীরিক বা মানসিক পঙ্গুত্ব। ধর্ম্মশালা, হাঁসপাতাল, জেলখানা প্রভৃতি থেকে লাভ। দুঃসাহসিক বন্ধুর সাহচর্য্যে ক্ষতি। উচ্চপদস্থ আত্মীয়ের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি। শেষ বয়সে মামলা-মোকর্দ্দমায় অশান্তি। নিজের জেদ ও একগুঁয়েমির জন্য পারিবারিক ঝঞ্ঝাট। Speculationএর ব্যাপারে সম্পত্তিহানি। স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে আকস্মিক মনোকষ্ট। কর্ম্মস্থানে আর্থিক ব্যাপার নিয়ে বিবাদ। অধীনস্থ ব্যক্তির দ্বারা শত্রুতা। বিবাদ-বিসম্বাদের জন্য অত্যন্ত অশান্তি। মৃত্যুর পূর্ব্বে সন্তানাদির জন্য অত্যন্ত দুশ্চিন্তা। নিজের হঠকারিতায় কর্ম্মহানি। সাহসিক কর্ম্মে খ্যাতি। বন্ধুর সংশ্রবে কিম্বা কোন সংসদ-পরিষদের ব্যাপারে ক্ষতি। বিপদের সময় সাহস।

বুধ মীনে

বিচিত্র ও বহুমুখী বুদ্ধি। শিল্পকলার প্রেরণা। অসাধারণ ব্যাপারের দিকে মনের গতি। অসাধারণ কাজে প্রবৃত্তি। গুপ্তভাবে কাজ করবার শক্তি। বন্ধু-প্রীতি। স্নেহ-শীল বা সরল বন্ধুর সহযোগিতায় অর্থলাভ। আত্মীয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হবার আকাঙ্ক্ষা। লেখাপড়া, বুদ্ধির কাজ, ও শিল্প, কলা, সাহিত্য প্রভৃতিতে খ্যাতি। শেষ বয়সে দূর প্রবাস ও আত্মীয়-বিচ্ছেদ। স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে বা সন্তানের ব্যাপারে আশাভঙ্গ। specula-tinoএ ক্ষতি। অপরের সহযোগে কর্ম্ম। অংশীর জন্য উদ্বেগ ও অশান্তি। মনোকষ্ট বা শোক মৃত্যুর কারণ হতে পারে। পারিবারিক কারণে ভ্রমণ। লেখাপড়া, কণ্ট্র্যাক্ট, এজেন্সি প্রভৃতির সংশ্রবে কর্ম্ম। কোন কোম্পানি. এসোসিয়েশন ইত্যাদির ব্যাপারে সহসা লাভ বা সহসা ক্ষতি। পারিবারিক কারণে এবং স্ত্রী বা অংশীর জন্য ক্ষতি, অপবাদ বা অবনতি।

বৃহস্পতি মীনে

উদার ও ধার্ম্মিক। অতিথি-বৎসল। ধর্ম্মের জন্য ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত। বিশেষ আধ্যাত্মিক উন্নতি। বহু তীর্থ বা দূরদেশ ভ্রমণ। কোন বন্ধুর বা মুরুব্বীর দ্বারা গুপ্তভাবে উপকৃত। বন্ধুর বা পরিচিত ব্যক্তির মৃত্যুতে লাভ। অপরের বিপদ থেকে উপার্জ্জন। উচ্চপদস্থ আত্মীয়ের সহযোগিতায় উন্নতি। সাংসারিক উন্নতির জন্য চিন্তা। সব বিষয়ে আনন্দ পাবার ক্ষমতা। সন্তানের মৃত্যুজনিত শোক। অধীনস্থ ব্যক্তির সঙ্গে সহযোগিতা। পরিশ্রমশীলা অথবা রুগ্না স্ত্রী। মৃত্যুর পূর্ব্বে সহসা লাভ ও আনন্দ। বিদেশে সম্পত্তি। কর্ম্মকুশলতার জন্য খ্যাতি। ধনী বন্ধুর সাহায্যে সাফল্য ও লাভ। সম্পদের সময় ক্ষমাশীল। উচ্চকার্য্যে দান।

শুক্র মীনে

গুপ্তপ্রেমের দিকে ঝোঁক। প্রীতি, প্রেম প্রভৃতির সম্বন্ধে অদ্ভুত ধারণা। প্রেমের ব্যাপারে নিষ্ঠার অভাব। একাধিক গুপ্তপ্রেমে লিপ্ত। আচার-ব্যবহারে ও কথাবার্ত্তায় শিষ্টতার অভাব। অপরের সংশ্রবে অপবাদ। বন্ধুর জন্য পরিশ্রম কোরে লাভবান্। একাধিক কর্ম্মে লাভ। আত্মীয়ের দ্বারা অপমান। বুদ্ধি-কৌশলে সম্পত্তি লাভ। বিলাসিতার দিকে ঝোঁক। স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে মনোকষ্ট। সন্তানের জন্য দুঃখ। অর্থের ব্যাপারে অংশীর সঙ্গে বিরোধ। দাম্পত্য ব্যাপারে গুপ্ত কারণে অশান্তি। স্ত্রীর মৃত্যুর আশঙ্কা। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবা মৃত্যুর কারণ হতে পারে। কর্ম্মোপলক্ষে অথবা বন্ধুর সংশ্রবে প্রবাস ও ভ্রমণ। লেখা-পড়া বা শিল্প-কলার ব্যাপারে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা। বহু সম্ভ্রান্ত-বংশীয় পুরুষ ও মহিলার সঙ্গে পরিচয়। বন্ধুর সংশ্রবে অর্থ ও সম্পত্তি প্রাপ্তি। আত্মীয়ের মৃত্যুতে অবনতি বা অপবাদ।

শনি মীনে

নির্জ্জন ও নিঃসঙ্গ জীবন যাপনের ইচ্ছা। কর্ম্মে অনিচ্ছা। দান-বিমুখ। কাজ-কর্ম্মের ব্যাপারে অপবাদ। গুরুজন এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের বিরাগ-ভাজন। পিতা বা পিতৃতুল্য ব্যক্তির সঙ্গে মনোমালিন্য। পিতার দ্বারা বা পিতৃপক্ষ থেকে ক্ষতি। বিদেশে বন্ধুর দ্বারা ক্ষতি। অর্থের ব্যাপারে আশাভঙ্গ। নিজের দ্বারা পিতার ক্ষতি। আশঙ্কা এবং দুর্ব্বুদ্ধির জন্য কর্ম্মহানি। শেষ বয়সে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্জ্জন বাস। স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে দুঃখ। অধীনস্থ ব্যক্তির দ্বারা শত্রুতা। কর্ম্মে বাধা-বিঘ্ন। পারিবারিক কারণে বিবাহে বাধাবিঘ্ন বা বিদ্বেষ। মাতার জন্য দাম্পত্য জীবনে অশান্তি। শোক অথবা স্নেহপ্রীতির ব্যাপারে মনোকষ্ট

মৃত্যুর কারণ হ'তে পারে। বিদেশে অর্থকষ্ট ও বাসকষ্ট। ভীরুতার জন্য কর্ম্মোন্নতিতে বাধা। বন্ধু বা অভিভাবকের জন্য সাফল্যে বাধা ও অর্থকষ্ট। নিজের স্বার্থপরতা নিজের অবনতির কারণ হতে পারে।

রাহু মীনে

অপব্যয়ের দিকে ঝোঁক। মতের স্থিরতা নেই। একস্থানে থাকতে অনিচ্ছুক। সমাজ-বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির জন্য অপবাদ। মাদক-সেবন, দ্যূতক্রীড়া প্রভৃতি অস্বাভাবিক উত্তেজনার দিকে ঝোঁক। বহু ভ্রমণ। অসৎ-সংসর্গে অর্থব্যয়। বিশ্বাস-ঘাতক বন্ধুর জন্য ক্ষতি। আত্মীয়ের দ্বারা অপবাদ প্রচার। কোন চিঠিপত্র বা দলীল ইত্যাদি কর্ম্মহানি বা অবনতির কারণ হতে পারে। ভ্রমণের জন্য পারিবারিক সুখের অভাব। শেষ বয়সে বিদেশ বাস। গুপ্ত বা গোপনীয় কর্ম্মে আনন্দ। সন্তানের কর্ম্ম সম্বন্ধে দুঃখ। অধীনস্থ ব্যক্তির সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমা। দাম্পত্য ব্যাপারে দুঃখ। মৃত্যুর পূর্ব্বে দাম্পত্য জীবনে আনন্দ, কিন্তু সন্তান জনিত দুঃখ বিদেশে বাসকষ্ট বা পরগৃহে বাস। ইন্দ্রিয়পরতার জন্য অপবাদ ও খাম-খেয়ালী মেজাজের জন্য উন্নতির বাধা। বন্ধুর দ্বারা সঞ্চিত অর্থের হানি। নিজের বিচিত্র মনোভাবের জন্য অবনতি।

কেতু মীনে

বৈরাগ্যযুক্ত মন। সব ব্যাপারে উদাসীন। গুপ্ত ও অনির্দ্দেশ্য আশঙ্কা। শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতার জন্য জীবনে নানা বাধাবিঘ্ন। বিশেষ আধ্যাত্মিক উন্নতির সম্ভাবনা। নীচ বা ম্লেচ্ছ বন্ধুর সহযোগে লাভ। সাধারণতঃ বন্ধুর গুপ্ত শত্রুতায় সাফল্যে বাধা। স্বার্থপর আত্মীয়ের জন্য উন্নতির বিঘ্ন। জীবনের শেষে গভীর ধর্ম্মভাব। দুর্গম প্রদেশে নির্জ্জন বাস। সন্তানের জন্য পারিবারিক ব্যাপারে বিভ্রাট ও মনোকষ্ট।

আত্মীয়ের শত্রুতায় বা বিরোধিতায় ঝঞ্ঝাট। কর্ম্মের ব্যাপারে আত্মীয়ের দ্বারা বাধা। স্ত্রীর জন্য বা অংশীর জন্য সাফল্যে ও অর্থলাভে বাধা। মৃত্যুর পূর্ব্বে আধ্যাত্মিক ব্যাপারে উন্নতি, বা স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। বিদেশে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্জ্জন বাসের দুঃখ। অসঙ্গত আত্মপরায়ণতার জন্য কর্ম্মহানি। কার্য্যসিদ্ধির জন্য নীচ ও স্বার্থপর ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব। বন্ধুর কাছ থেকে অন্যায় উপায়ে লাভ। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ত্যাগ। সন্ন্যাসে মুক্তি।

প্রজাপতি মীনে

সব ব্যাপারে আমূল সংস্কারের দিকে ঝোঁক। গঠনের চেয়ে ধ্বংসের বেশী পক্ষপাতী। বিশ্লেষণ-প্রিয় মনোবৃত্তি। সব ব্যাপারের গুপ্ত রহস্য আবিষ্কারের চেষ্টা। সব রকম ত্যাগস্বীকারে সক্ষম। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির অপ্রত্যাশিত সাহায্য। কোন সংসদ-পরিষদ-সংশ্লিষ্ট কর্ম্মে লাভ। খ্যাতির দিকে ঝোঁক। সব কাজে বড় হবার ইচ্ছা। জীবনে নানারকম অভিজ্ঞতা। শেষ বয়সে মনের বিচিত্র গতি। স্ত্রীর জন্য গুপ্ত মনোকষ্ট। প্রতিদ্বন্দ্বীর শত্রুতায় আশাভঙ্গ। কর্ম্মের ব্যাপারে আকস্মিক বাধা। অপরের সংশ্রবে অশান্তি। মৃত্যুর পূর্ব্বে পারিবারিক ব্যাপারে দুঃখ। বিদেশে আত্মীয়ের জন্য পরিবারিক বিভ্রাট। মৌলিকতার জন্য খ্যাতি। কোন সংসদ্-পরিষদের ব্যাপারে আকস্মিক সাফল্য বা বিফলতা। নিজের প্রতিষ্ঠা রক্ষার জন্য বা বৃদ্ধির জন্য ত্যাগ ও অর্থব্যয়।

বরুণ মীনে

গুপ্ত ও রহস্যময় ব্যাপারের দিকে আকর্ষণ। দুঃস্থ, অক্ষম, নিরাশ্রয়ের জন্য সহানুভূতি। সব জিনিষের গোপন সৌন্দর্য্য অনুভব করবার আকাঙ্ক্ষা। আরাম ও বিশ্রামের দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক। অতীন্দ্রিয় অনুভূতির

যোগ্যতা। কোন আশ্রম, হাঁসপাতাল, ধর্ম্মশালা প্রভৃতির ব্যাপারে অর্থহানি। সাধারণের সংশ্রবে নানা উপায়ে লাভ। শিক্ষার ব্যাপারে অসাধারণ সুযোগ বা অসম্ভব বিঘ্ন। বিখ্যাত আত্মীয়। শেষ বয়সে বহু ভ্রমণ এবং অপ্রত্যাশিত আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ। গুপ্ত প্রণয়ের দিকে ঝোঁক। সন্তানের জন্য বিচিত্র দুঃখ। অধীনস্থ ব্যক্তির সঙ্গে গোপনীয় ব্যাপারে সাহচর্য্য। দাম্পত্য জীবনে অদ্ভুত অশান্তি। মৃত্যুর পূর্ব্বে বিশেষ আনন্দ। সাংসারিক কোন গুপ্ত কারণে অথবা কোন গুপ্ত উদ্দেশ্যে দূর ভ্রমণ। অসাধারণ মানসিকতার জন্য খ্যাতি বা অখ্যাতি। সাফল্যের দরুণ নানারকম লোকের সঙ্গে পরিচয়। নিজের সুখের জন্য বা উপভোগের জন্য বহু ব্যয়।

মন্তব্য

ভিন্ন ভিন্ন রাশিতে এক একটি গ্রহ থাকার যে ফল লেখা হল, তার অধিকাংশ মিলবে বটে, কিন্তু এ-ও দেখা যাবে যে, যা লেখা আছে ঠিক তার বিপরীত ফলই অনেক জায়গায় ঘটেছে। যেখানে হয়ত ক্ষতি লেখা হয়েছে সেখানে হয়েছে লাভ, যেখানে খ্যাতি হওয়ার কথা সেখানে হয়েছে নিন্দা, শত্রুতার জায়গায় হয়েছে মিত্রতা, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এর কারণ আছে। যে ফলগুলি লেখা হয়েছে, তা শুধু গ্রহগুলির নিজের নিজের স্বরূপ বিচার কোরে। অন্য গ্রহের যোগ, দৃষ্টি এবং প্রেক্ষার তারতম্যে ফলগুলি বিপরীত হয়ে যেতে পারে। যেখানে একটি গ্রহের স্থিতি হিসাবে কোন বিষয়ে শুভফল লেখা আছে, সেখানে যদি গ্রহটি পাপগ্রহ দ্বারা যুক্ত বা দৃষ্ট হয়, অথবা তার উপর যদি পাপ গ্রহের শত্রু-প্রেক্ষা পড়ে, তাহলে গ্রহটির সেই বিষয়ের ফল অশুভই হবে। আবার যেখানে স্থিতি হিসাবে একটি গ্রহের কোন বিষয়ে খারাপ ফল লেখা আছে, সেখানে গ্রহটি শুভগ্রহের যোগ, দৃষ্টি বা মিত্রপ্রেক্ষা পেলে ফলটি ভালই হয়ে দাঁড়াবে। যেখানে শুভ, অশুভ দু'রকম যোগ থাকবে, সে-খানে ভাল, খারাপ দুরকম ফলই ফলবে।

এইখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার—জ্যোতিষে ভাল মন্দ ফল কাটাকাটি হয়ে মোটের উপর ভাল বা মোটের উপর মন্দ হয় না। ভাল মন্দ দু'রকম যোগই যদি থাকে তাহলে দু'রকম ফলই হবে। যতখানি ভাল আছে ততখানি ভাল ঘটবে, এবং যতখানি মন্দ আছে ততখানি মন্দ হবে। যদি একজনের তিনটি গ্রহ জাতকের ঐশ্বর্য্য নির্দ্দেশ করে এবং

দুটি গ্রহ নির্দ্দেশ করে দারিদ্র্য, তাহলে কাটাকাটি হয়ে গিয়ে জাতকের মোটের উপর সামান্য অর্থ হবে এরকম বিচার করলে ভুল হবে। এক্ষেত্রে এই বুঝতে হবে যে, জাতক এক সময়ে ধনবান্ হবেন, আবার আর এক সময়ে তাঁকে দারিদ্র্য ভোগ করতে হবে। যাঁরা প্রত্যেক গ্রহের যোগ, দৃষ্টি, প্রেক্ষা প্রভৃতি দেখে এই রকম বিচার করতে পারবেন তাঁদের শতকরা ৯০ টা ফল মিলবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

গ্রহের ভাবস্থিতির ফল

কোন্ গ্রহ কোন্ ভাবে আছে তা নির্ণয় করবার উপায় আগেই বলা হয়েছে। গ্রহের ভাবস্থিতির ফল বুঝতে হলে, এর আগে, শুভ পাপ, শত্রু-মিত্র, দৃষ্টি, প্রেক্ষা, সম্বন্ধ প্রভৃতি যা বলা হয়েছে সে গুলি পূরো আয়ত্ত হওয়া চাই। তা ছাড়া আরও কতকগুলি পারিভাষিক শব্দের অর্থ জানা দরকার।

ফল বিচার করতে হলে, জানতে হয়, গ্রহটি **স্বক্ষেত্রী, তুঙ্গী, নাশস্থ, নীচস্থ, মিত্রগৃহী** অথবা **শত্রুগৃহী**। কেননা, এ থেকেই গ্রহ **বলবান** বা **দুর্ব্বল** তা বোঝা যায়। তাছাড়া, গ্রহটি কোন্ কোন্ গ্রহ দ্বারা **পীড়িত** বা কোন্ কোন্ গ্রহ দ্বারা **অনুগৃহীত** তাও জানা আবশ্যক। এর মধ্যে কতকগুলি আগে বলা হয়েছে, কিন্তু এখানে প্রসঙ্গক্রমে আবার বলা হল।

স্বক্ষেত্রী, তুঙ্গী, নাশস্থ, নীচস্থ

যে যে রাশি যে যে গ্রহের স্বক্ষেত্র, তুঙ্গস্থান, নাশস্থান বা নীচস্থান তা নীচে তালিকা কোরে দেওয়া গেল। গ্রহটি যে রাশিতে থাকবে সেটি তার স্বক্ষেত্র হলে গ্রহটিকে স্বক্ষেত্রী বলা হয়, তেমনি তুঙ্গ স্থানে থাকলে তুঙ্গী, নাশস্থানে থাকলে নাশস্থ, নীচস্থানে থাকলে নীচস্থ।

গ্রহের নাম	স্বক্ষেত্র	নাশস্থান	তুঙ্গস্থান	নীচস্থান
রবি	সিংহ	কুম্ভ	মেষ	তুলা
চন্দ্র	কর্কট	মকর	বৃষ	বৃশ্চিক
মঙ্গল	মেষ ও বৃশ্চিক	তুলা ও বৃষ	মকর	কর্কট

গ্রহের নাম	স্বক্ষেত্র	নাশস্থান	তুঙ্গস্থান	নীচস্থান
বুধ	মিথুন ও কন্যা	ধনু ও মীন	কন্যা	মীন
বৃহস্পতি	ধনু ও মীন	মিথুন ও কন্যা	কর্কট	মকর
শুক্র	বৃষ ও তুলা	বৃশ্চিক ও মেষ	মীন	কন্যা
শনি	মকর ও কুম্ভ	কর্কট ও সিংহ	তুলা	মেষ
রাহু	বৃষ*	বৃশ্চিক	মিথুন	ধনু
কেতু	বৃশ্চিক*	বৃষ	ধনু	মিথুন
প্রজাপতি	কুম্ভ	সিংহ	বৃশ্চিক	বৃষ
বরুণ	মীন	কন্যা	সিংহ	কুম্ভ

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করবার আছে। প্রত্যেক গ্রহের স্বক্ষেত্র থেকে সপ্তম রাশি তার নাশস্থান। তুঙ্গস্থান থেকে সপ্তম রাশি যে তার নীচস্থান একথা আগেই বলা হয়েছে। রবি, চন্দ্র, রাহু, কেতু, প্রজাপতি আর বরুণের একটি কোরে স্বক্ষেত্র আছে, অন্য সব গ্রহের দুটি কোরে।

মিত্রগৃহী ও শত্রুগৃহী

কোন্ গ্রহ কোন্ গ্রহের শত্রু এবং কোন্ গ্রহ কোন্ গ্রহের মিত্র, তা আগে বলেছি। একটি গ্রহ তার শত্রুগ্রহের ক্ষেত্রে থাকলে তাকে শত্রু-গৃহী এবং তার মিত্রগ্রহের ক্ষেত্রে থাকলে তাকে মিত্রগৃহী বলা হয়।

বলবান্ ও দুর্ব্বল

গ্রহ স্বক্ষেত্রী, তুঙ্গী অথবা মিত্রগৃহী হলে তাকে বলবান্ এবং নাশস্থ, নীচস্থ অথবা শত্রুগৃহী হলে তাকে দুর্ব্বল মনে করতে হবে।

* প্রচলিত মতে রাহুর স্বক্ষেত্র কন্যা ও কেতুর স্বক্ষেত্র মীন। কিন্তু এইখানে দেওয়া মতটিই যে ঠিক, তা স্বতন্ত্র গ্রন্থে আমি প্রমাণ করব। জৈমিনির মতে কেতুর ক্ষেত্র বৃশ্চিক।

পীড়িত ও অনুগৃহীত

গ্রহ **পীড়িত** হয়, যদি সে

(১) পাপগ্রহের সঙ্গে যুক্ত হয়

(২) পাপগ্রহের দ্বারা দৃষ্ট হয়

(৩) পাপগ্রহের সঙ্গে কন্‌জাংশনে থাকে

(৪) যে কোন গ্রহের শত্রুপেক্ষা পায়

অর্থাৎ

একটি গ্রহের উপর যে যে পাপগ্রহের যোগ দৃষ্টি থাকে, কিম্বা সে যে যে পাপ গ্রহের সঙ্গে কন্‌জাংশনে থাকে অথবা সে শুভ, পাপ বা সম যে যে গ্রহের শত্রুপ্রেক্ষা পায়, সেই সেই গ্রহ দ্বারা সে পীড়িত ব'লে মনে করতে হবে।

যদি কোন গ্রহ দুর্ব্বল হয় এবং পাপ শত্রুগ্রহের দ্বারা পীড়িত হয় তাহলে তা অত্যন্ত অশুভ। সকলের চেয়ে প্রবল শত্রু-প্রেক্ষা হচ্চে স্কোয়ার বা ৯০° প্রেক্ষা। কাজেই পাপ শত্রুগ্রহের স্কোয়ার প্রেক্ষা সব চেয়ে অশুভ। পাপগ্রহ যদি মিত্র হয় তাহলে তার কন্‌জাংশনে খুব অশুভ হয় না, কিন্তু শত্রুপাপের কন্‌জাংশন খুব খারাপ।

গ্রহ অনুগৃহীত হয়, যদি সে

(১) শুভগ্রহের সঙ্গে যুক্ত হয়

(২) শুভগ্রহের দ্বারা দৃষ্ট হয়

(৩) শুভগ্রহের সঙ্গে কন্‌জাংশনে থাকে।

(৪) যে কোন গ্রহের মিত্রপ্রেক্ষা পায়

অর্থাৎ

একটি গ্রহের উপর যে যে শুভগ্রহের যোগদৃষ্টি থাকে, কিম্বা সে যে যে শুভগ্রহের সঙ্গে কনজাংশনে থাকে, অথবা শুভ, পাপ বা সম, যে যে গ্রহের মিত্রপ্রেক্ষা সে পায়, ধরতে হবে, সেই সেই গ্রহের দ্বারা সে অনুগৃহীত।

যদি কোন গ্রহ বলবান্ হয়, এবং শুভ মিত্রগ্রহের দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে তার ফল খুব ভাল হয়। মিত্রপ্রেক্ষার মধ্যে সব চেয়ে ভাল হচ্চে ট্রাইন বা ১২০ অংশ প্রেক্ষা। শুভ মিত্রগ্রহের ট্রাইনের চেয়ে ভাল যোগ আর কিছু নেই। শুভগ্রহ যদি মিত্র হয়, তাহলে তার কনজাংশন বেশ ভাল, কিন্তু যদি শত্রু হয়, তাহলে কন্‌জাংশনে খুব ভাল ফল দিতে পারে না।

লগ্ন ভাব

রবি লগ্নে

রবি লগ্নে থাকলে, যদি পীড়িত না হয়, তাহলে প্রচুর জীবনী-শক্তি ও সুন্দর স্বাস্থ্য দান করে। জাতকের মধ্যে একটা গাম্ভীর্য্য ও ব্যক্তিত্ব থাকে, যাতে লোকে সহজেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে। জাতক উচ্চাভিলাষী এবং উচ্চপদের যোগ্য, এবং নিজের উপর তাঁর যথেষ্ঠ বিশ্বাস থাকা সম্ভব। সংগঠনে দক্ষতার জন্য তিনি উচ্চ ও দায়িত্ব-পূর্ণ পদ এবং যথেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা পেয়ে থাকেন। রবি যদি বৃহস্পতি, শুক্র, শনি অথবা মঙ্গলের দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতকের যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী।

রবি যদি বৃহস্পতি, শনি, রাহু অথবা মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হয়, তাহলে জাতক বৃথাগর্ব্বী এবং আড়ম্বর-প্রিয় হয়ে থাকেন। কিন্তু পীড়িত হলেও, তাঁর ইচ্ছাশক্তি ও আত্মপ্রত্যয় যথেষ্টই থাকে।

লগ্নে রবি দুর্ব্বল হয়ে অনেক গ্রহের দ্বারা পীড়িত হলে, জাতকের জীবনী-শক্তি কম হয় এবং রাজা ও পিতার পক্ষ থেকে জাতকের শত্রুতা হয়ে থাকে। জাতকের এটা অবনতি এবং সম্মানহানির যোগও বটে।

লগ্নস্থ রবি সাধারণত আসবাব পত্রে, সাজ-সজ্জায়, পোষাক-পরিচ্ছদে বাবুয়ানির দিকে ঝোঁক দেয়।

চন্দ্র লগ্নে

লগ্নস্থ চন্দ্র সাধারণত ঘটনা-বহুল জীবন নির্দ্দেশ করে। জাতকের জীবনে অনেক ভ্রমণ ও স্থান পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব। জাতক মিশুক প্রকৃতির লোক এবং দশজনকে নিয়ে বা দশজনের সংশ্রবে তাঁকে কাজ করতে

হয়। তিনি বেশ সহানুভূতিশীল এবং পারিবারিক ব্যাপারের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে।

চন্দ্র যদি মোটে পীড়িত না হয়, এবং রবি ও বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতকের সুদীর্ঘ আয়ু এবং অনিন্দনীয় স্বাস্থ্য অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু লগ্নস্থ চন্দ্র দুর্ব্বল বা সামান্য একটু পীড়িত হলেই, স্বাস্থ্য খুব খারাপ হয়, এবং জাতকের উদর-রোগ ও শ্লেষ্মার পীড়ার প্রবণতা থাকে। লগ্নস্থ দুর্ব্বল চন্দ্র শনির শত্রু-প্রেক্ষায় পীড়িত হলে, এবং অপর গ্রহের অনুগ্রহ-বর্জ্জিত হলে দুঃখ ও দুর্ভাগ্য নির্দ্দেশ করে। রবির শত্রুপ্রেক্ষায় পীড়িত হলে, হীনবংশে জন্মের সূচনা করে।

বৃহস্পতি দ্বারা পীড়িত হলে, অনেক সময় পরগৃহে বাস ও পৈত্রিক সম্পত্তির হানি নির্দ্দেশ করে। বুধের দ্বারা অনুগৃহীত চন্দ্র অসাধারণ স্মৃতি-শক্তির সূচক।

মঙ্গল লগ্নে

জাতক সাহসী, শক্তিমান ও অহঙ্কারী হয়ে থাকেন। রুক্ষ মেজাজ, হঠকারিতা এবং বিবাদ-প্রিয়তাও তাঁর মধ্যে প্রকাশ পায়। জাতকের সব বিষয়ে একটু বাড়াবাড়ি দেখতে পাওয়া যায়। হঠকারিতার জন্য জাতকের স্বাস্থ্যহানি হতে পারে, কিম্বা কোন রকম আঘাতাদি লাগতে পারে। বাল্যকালে তাঁর উদর এবং দন্তরোগের প্রবণতা থাকা সম্ভব।

মঙ্গল যদি রবি, চন্দ্র অথবা বৃহস্পতি দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে আয়ু দীর্ঘ হতে পারে—নতুবা অত্যাচারে আয়ুহ্রাস হয়ে থাকে। শনি, চন্দ্র, রবি অথবা রাহু দ্বারা পীড়িত হলে কারো সঙ্গে বনে না এবং তার জন্য জীবনে অনেক দুঃখ আসে।

বুধ লগ্নে

কোন গ্রহ দ্বারা যদি পীড়িত না হয়, তাহলে জাতক সরল, বুদ্ধিমান ও বাক্‌পটু হয়ে থাকেন। তাঁর মুখের মধ্যে বালকের মতো একটা ভাব অনেক বয়স পর্য্যন্ত থাকে। জাতকের স্মৃতি-শক্তি খুব প্রখর এবং যে কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করবার ক্ষমতা অপরিসীম হয়ে থাকে।

শুক্র বা মঙ্গলের দ্বারা অনুগৃহীত হলে, জাতক তর্ক-বিতর্কে বিশেষ পটু হয়ে থাকেন এবং গণিতে তাঁর পটুত্ব প্রকাশ পায়। তাঁর বাক্য সরস এধং মধুর হয় এবং তাঁর বাক্য লোককে মোহিত করতে পারে। শনির দ্বারা অনুগৃহীত হলে, জাতকের মধ্যে বিষয়-বুদ্ধি ও সাধুতা একসঙ্গে লক্ষিত হয়। বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত হলে, উচ্চ জ্ঞানের দিকে লক্ষ্য থাকে।

শনি অথবা মঙ্গল দ্বারা পীড়িত হলে, জাতকের মধ্যে সাধুতার অভাব এবং মিথ্যা, প্রতারণা প্রভৃতির দিকে ঝোঁক থাকতে পারে। বৃহস্পতির দ্বারা পীড়িত হলে, বাচালতা অথবা অসতর্ক বাক্যের জন্য শত্রুসৃষ্টি হয়। রাহু দ্বারা পীড়িত হলে, অশ্লীল ভাষাভাষী এবং প্রতারক হওয়া সম্ভব।

বৃহস্পতি লগ্নে

যদি পাপ-পীড়িত না হয়, তাহলে অত্যন্ত শুভ যোগ। এটা একটা সাধারণ সৌভাগ্যের সূচক। জাতকের যতই বিপদ হোক্ না কেন, কোন না কোন রকমে তা থেকে উদ্ধার হয়ে যান। জাতকের অর্থাভাব হলেও, তা পূর্ণ হয়ে যায়। লেখাপড়া না শিখলেও, জাতকের মধ্যে একটা সহজ জ্ঞান থাকে, এবং তাঁর মন বেশ আশাযুক্ত হয়ে থাকে। জাতক ন্যায়পরায়ণ অথচ স্বাধীনতার ও আত্মসম্মানের জ্ঞান তাঁর মধ্যে আছে। তিনি সহজে কারো সঙ্গে বিবাদ করতে চান না। তিনি

সাধারণত ভাল খাওয়া-পরার এবং ভদ্রভাবে থাকার পক্ষপাতী অথচ ঠিক বিলাসী নন। লগ্নস্থ বৃহস্পতি জীবনী শক্তি বাড়ায়।

মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হলে, জাতক অত্যন্ত অপব্যয়ী হন, এবং অপব্যয়ের জন্য কিছু সঞ্চয় করতে পারেন না। শনি দ্বারা পীড়িত হলে, বৃহস্পতির ভাগ্য যোগ নষ্ট হয়ে যায়। শুক্রের দ্বারা পীড়িত হলে স্ত্রীপুত্র সম্বন্ধে দুঃখ নির্দ্দেশ করে। রবি বা চন্দ্রের দ্বারা পীড়িত হলে, দীর্ঘরোগী করে।

শুক্রের দ্বারা অনুগৃহীত হলে, জাতকের মধুর ব্যবহারের জন্য সামাজিক প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে এবং স্ত্রীপুত্রের ব্যাপারে আনন্দ হয়। শনি বা চন্দ্রের দ্বারা অনুগৃহীত হলে, অর্থ ও সম্পত্তি সম্বন্ধে শুভ। রবির অনুগৃহীত হলে উচ্চপদ বা রাজার কাছে সম্মান পাবার সম্ভাবনা।

শুক্র লগ্নে

অবস্থাভিজ্ঞ। শিষ্টাচার ও লৌকিক ব্যবহারে পটু। ভাগ্যশালী। জাতক নিজের কর্ম্ম-কুশলতায় এবং লোকপ্রিয়তা দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। লগ্নস্থ শুক্র ব্যবসায় বিশেষ দক্ষতা দেয়।

শুক্র যদি চন্দ্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি অথবা শনি দ্বারা পীড়িত না হয়, তাহলে এটা একটা খুব শুভ যোগ। চন্দ্রের দ্বারা পীড়িত হলে, বিলাসিতায় বা বাবুয়ানিতে সঞ্চিত অর্থ নষ্ট হয়। মঙ্গলের দ্বারা—অপব্যয় ও দুর্ঘটনায় এবং স্ত্রীঘটিত ব্যাপারে অর্থনাশ। বৃহস্পতির দ্বারা—পারিবারিক ও সামাজিক ব্যাপারে দুঃখ। শনির দ্বারা—অর্থ উপার্জ্জনে বাধা। চন্দ্র বা বৃহস্পতি দ্বারা পীড়িত শুক্র সামাজিক প্রতিষ্ঠার বা লোকপ্রিয়তার বাধা জন্মায়।

শনির দ্বারা অনুগৃহীত হলে, অর্থ ও প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বিশেষ শুভ যোগ,

কিন্তু সামাজিকতার কিছু হানি হয়, বিশেষত যদি শনি শুক্রের চেয়ে বেশী বলবান হয়।* চন্দ্র বা বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত শুক্র লোকপ্রিয়তা এবং আত্মীয়-কুটুম্ব, বন্ধু-বান্ধব, স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতির সংশ্রবে আনন্দ নির্দ্দেশ করে, এবং যদি অন্য গ্রহের দ্বারা পীড়িত না হয়, তাহলে অল্পবয়সে বিবাহ ও পুত্রলাভ সূচনা করে। মঙ্গলের দ্বারা অনুগৃহীত শুক্র যৌন প্রেমের ব্যাপারে বিশেষ আনন্দ দিতে পারে, কিন্তু একনিষ্ঠতার অভাব সূচনা করে।

লগ্নস্থ শুক্র পোষাক পরিচ্ছদে বাবুয়ানির দিকে ঝোঁক দেয় বটে, কিন্তু র'বির মত অত বেশী আড়ম্বরপ্রিয় করে না।

শনি লগ্নে

জাতককে শ্রমশীল, অধ্যবসায়ী, মিতাচারী ও মিতব্যয়ী করে। যদি কোন গ্রহ দ্বারা পীড়িত না হয়, তাহলে জাতক মোটের উপর শান্ত ও ধীরপ্রকৃতি হন। এই যোগ খুব শুভ নয় জাতককে অনেক বাধাবিঘ্ন দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়।

এই শনি যদি দুর্ব্বল হয়, এবং রবি, চন্দ্র অথবা বৃহস্পতি দ্বারা পীড়িত হয়, তাহলে জাতককে দুঃখময় জীবন যাপন করতে হয়। তাঁর আর্থিক সচ্ছলতা অথবা সামাজিক প্রতিষ্ঠা হওয়া কঠিন। রবি দ্বারা পীড়িত হলে, রাজরোষে কারাবাস পর্য্যন্ত ঘটতে পারে। চন্দ্র দ্বারা—বিশেষ অর্থকষ্ট ও দারিদ্র্য। বৃহস্পতি দ্বারা—দুর্ভাগ্য ও মনোকষ্ট। মঙ্গলের দ্বারা ক্রমাগত বিবাদ-বিসম্বাদ এবং মানহানি।

* স্বক্ষেত্রী, তুঙ্গী, মিত্রগৃহী এ তিনটেই বল্‌বান গ্রহের লক্ষণ বটে, কিন্তু মিত্রগৃহীর চেয়ে তুঙ্গী এবং তুঙ্গীর চেয়ে স্বক্ষেত্রী গ্রহ বেশী বলবান্।

কিন্তু এই শনি যদি রবি, বৃহস্পতি অথবা শুক্রের দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতক দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলেও, শেষে বিশেষ প্রতিষ্ঠা বা অর্থলাভ কোরে থাকেন। রবির অনুগৃহীত শনি উচ্চপদ ও সম্মান দেয়। বৃহস্পতি বা শুক্রের অনুগৃহীত হলে, অর্থ সম্বন্ধে খুব শুভ।

লগ্নস্থ শনি, পাপগ্রহের দ্বারা অনুগৃহীত হলে, বিশেষ শুভদাতা হয় না, যদি না শনি স্বক্ষেত্রে থাকে বা তুঙ্গী হয়।

লগ্নস্থ শনি লোককে সঙ্গবিমুখ করে। কিন্তু শুভগ্রহের দ্বারা অনুগৃহীত হলে, প্রবল নিষ্ঠা ও সাধুতা দেয়। রবি, চন্দ্র বা বৃহস্পতির অনুগৃহীত না হলে, আয়ুহানি করে।

রাহু লগ্নে

ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক এই যোগের একটা প্রধান ফল। আহারে বিহারে অত্যাচারের জন্য, জাতকের স্বাস্থ্যহানি এবং জীবনীশক্তির হ্রাস হতে পারে। জাতকের জীবনে নানারকম অদ্ভুত ঘটনা ঘটে—ইচ্ছা থাকলেও, তিনি কোন কাজ নিয়ম ও শৃঙ্খলার সঙ্গে করতে পারেন না। এই রাহু কোন গ্রহের যদি অনুগৃহীত না হয়, তাহলে জাতকের নানা-রকম ভাগ্যবিপর্য্যয় হয়, এবং এমন সব ঘটনাস্রোতে জাতককে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, যার উপর তাঁর নিজের কোন হাত নেই। বৃষ, মিথুন অথবা কন্যা রাশিতে থেকে, রাহু যদি পীড়িত না হয়, তাহলে অশুভ ফলগুলি কমে যায়।

বৃহস্পতি, শুক্র বা রবির অনুগ্রহ পেলে, লগ্নস্থ রাহু বিশেষ প্রতিষ্ঠা ও অকস্মাৎ ঐশ্বর্য্য দেয়। মঙ্গলের বা চন্দ্রের দ্বারা পীড়িত হলে বিচিত্র দুর্ঘটনায় জাতক অস্থির হয়ে ওঠেন। একমাত্র শনির অনুগৃহীত হলে জাতকের মধ্যে কতকটা ধৈর্য্য ও শ্রমশীলতা নিয়ে আসে। নাহলে,

অধীরতা, চাঞ্চল্য এবং ভাবপ্রবণতার জন্য জাতকের জীবনে কোন রকম সাফল্য আসা শক্ত হয়ে ওঠে।

রাহু লগ্নে থাকলে, জাতকের মধ্যে মাঝে মাঝে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়—কিন্তু যদি না শনি, প্রজাপতি, রবি অথবা বৃহস্পতির অনুগৃহীত হয়, তাহলে সে ব্যক্তিত্বের প্রভাব কখনই স্থায়ী হয় না।

কেতু লগ্নে

জাতককে অনুভূতি-শূন্য ও হৃদয়হীন কোরে ফেলতে পারে। অসামাজিক প্রকৃতি ও আত্মসর্ব্বস্ব ভাব হওয়া সম্ভব। এ-ও ভাল যোগ নয়। জাতকের শারীরিক অথবা মানসিক কোনরকম দুর্ব্বলতা বা পঙ্গুত্ব থাকা সম্ভব, যার জন্য উন্নতির অনেক বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হতে পারে। জাতকের মধ্যে স্নেহ, দয়া, মায়া খুব কম। শুক্র বা চন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হলে, জাতকের মধ্যে স্নেহ প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু তা প্রায় অস্থানপ্রযুক্ত বা অপাত্রে অর্পিত হয়।

শুক্র বা চন্দ্রের অনুগৃহীত কেতু জাতককে স্নেহশীল করে বটে, কিন্তু সে স্নেহের বাহ্য অভিব্যক্তি থাকে না। বৃহস্পতির অনুগৃহীত বলবান্ কেতু আধ্যাত্মিকতায় এবং দার্শনিকতায় জাতককে খুব বড় কোরে তোলে।

শুক্র, চন্দ্র অথবা বৃহস্পতির দ্বারা পীড়িত কেতু পরিবারিক অশান্তি ও আর্থিক ঝঞ্ঝাট দেয়। রবির বা প্রজাপতির দ্বারা পীড়িত হলে, নির্ব্বোধ আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করে। শনির দ্বারা পীড়িত কেতু পঙ্গুত্ব ও সীমাহীন দুর্ভাগ্যের সূচক। মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হলে দুর্ঘটনা, রক্তপাত, এমন কি অপঘাত মৃত্যু পর্য্যন্ত হতে পারে।

শনির অনুগ্রহও কেতুর পক্ষে ভাল নয়—তাতে অতিমাত্রায় আত্ম-সর্ব্বস্ব এবং সঙ্গবিমুখ কোরে ফেলে।

প্রজাপতি লগ্নে

জাতককে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব দেয়। বিশেষতঃ প্রজাপতি যদি শনি, বৃহস্পতি, রবি, মঙ্গল অথবা রাহুর অনুগ্রহ পায়। জাতক সাধারণত উন্নতিশীল হয়ে থাকেন এবং তাঁর মধ্যে মৌলিকতা ও সংস্কারপ্রিয়তা লক্ষিত হতে পারে। তাঁর মধ্যে অসহিষ্ণুতা ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা থাকা সম্ভব। তাঁর জীবনে অনেক ব্যাপার সহসা ঘটে। তিনি কর্ম্মী হন এবং নিজের চেষ্টায় অনেক কাজ সিদ্ধ করেন। প্রজাপতি পীড়িত না হলে, জাতক স্বনামধন্য হতে পারেন।

প্রজাপতি পীড়িত হলে, তাঁর মধ্যে খামখেয়ালী ভাব ও সংযমের অভাব লক্ষিত হতে পারে। সে ক্ষেত্রে তিনি হিতাহিত বিবেচনা-শূন্য হয়ে, নিজের সমস্ত জীবনটা নষ্ট কোরে ফেলতে পারেন। প্রজাপতি কেতু, মঙ্গল অথবা চন্দ্রের দ্বারা পীড়িত হলে, জাতকের স্বাধীন মনোভাব ও অসামাজিকতার জন্য অনেক দুঃখ উপস্থিত হয় এবং কর্ম্মজীবনে স্থায়িত্ব লাভ করা তাঁর পক্ষে শক্ত হয়ে ওঠে। শনির বা শুক্রের অনুগ্রহ পেলে, জাতক অর্থ ও প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারেন। মঙ্গলের দ্বারা অনুগৃহীত হলে. তেজস্বিতা এবং মৌলকতা দেয় কিন্তু জাতকের মধ্যে হঠকারিতা থাকে।

বরুণ লগ্নে

জাতক সাধারণত আনন্দ ও উত্তেজনা ভালবাসেন। বরুণ যদি কোন মতে পীড়িত না হয়, তাহলে জাতকের জীবন বেশ সুখে কেটে যায়। জাতকের মধ্যে সূক্ষ্ম অনুভূতি থাকা সম্ভব, এবং আধ্যাত্মিকতার দিকে মন দিলে, দিব্য-দর্শন, দিব্য-শ্রবণ প্রভৃতি শক্তির বিকাশ হতে পারে। অপরের সংসর্গে আনন্দ পাবার শক্তি জাতকের আছে এবং নিজের মধুর

ব্যবহারে তিনি অপরকে আকর্ষণ করতে পারেন। তাঁর জীবনে অনেক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে।

শুক্র অথবা বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত বরুণ জাতককে অসাধারণ সুখ ও সৌভাগ্য দেয়, এবং রবি ও চন্দ্রের দ্বারা অনুগৃহীত হলে, অপ্রত্যাশিত খ্যাতি ও লোকপ্রিয়তা নির্দ্দেশ করে। মঙ্গল অথবা রাহু দ্বারা পীড়িত হলে, জাতক ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র এবং মাদকাদির বশীভূত হতে পারেন।

দ্বিতীয় ভাব

রবি দ্বিতীয়ে

রবি যদি পীড়িত না হয়, তাহলে বেশ সহজে অর্থোপার্জ্জন হয়। নিজের কৃতিত্বে এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সাহায্যে সাফল্য ও অর্থলাভ অবশ্যম্ভাবী। জাতকের সরকারী বা আধ-সরকারী কাজ থেকে অর্থাগম হতে পারে। এই যোগে কিন্তু যেমন সহজে অর্থ উপার্জ্জন হয়, তেমনি সহজে অর্থ ব্যয় হয়।

দ্বিতীয়স্থ রবি যদি শনি, বৃহস্পতি অথবা চন্দ্রের দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে বিশেষ সাফল্য ও অর্থ দিতে পারে। শনির দ্বারা অনুগৃহীত হলে, ভাল চাকরি হওয়া সম্ভব। বৃহস্পতি বা মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হলে, নানারকমে ব্যয় হয়—সঞ্চয় করা জাতকের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। শনির দ্বারা পীড়িত হলে, আর্থিক ব্যাপারে দুর্ভাগ্য এবং জীবনে বিফলতা নির্দ্দেশ করে। চন্দ্রের দ্বারা পীড়িত হলে, পিতামাতার জন্য দুঃখ, দুর্ভাগ্য ও দারিদ্র্য হয়।

চন্দ্র দ্বিতীয়ে

দ্বিতীয়স্থ চন্দ্র অনিশ্চিত বা পরিবর্ত্তনশীল আর্থিক অবস্থা সূচনা করে। চাঞ্চল্যের জন্য অর্থ-উপার্জ্জনে ও সফলতার বিঘ্ন উপস্থিত হয়। শুভগ্রহের দ্বারা বিশেষ অনুগৃহীত না হলে, অর্থ বা সাফল্য সম্বন্ধে ভাল যোগ নয়। সামান্য একটু পীড়িত হলেই, সম্পত্তি-হানি ও অর্থকষ্ট নির্দ্দেশ করে।

দ্বিতীয়স্থ চন্দ্র যদি শনি দ্বারা পীড়িত হয়, তাহলে আর্থিক ব্যাপারে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য দেয়। বৃহস্পতি দ্বারা পীড়িত হলে, সঞ্চিত অর্থ ও সম্পত্তি নষ্ট হয়। রবি বা মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হলে, অপব্যয়ের জন্য দারিদ্র্য ও দুর্ভাগ্য হয়।

দ্বিতীয়স্থ চন্দ্র যদি বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে অর্থসম্বন্ধে খুব শুভ ফল দিতে পারে। ভূসম্পত্তি থেকে লাভ অথবা পরধন প্রাপ্তির এ একটা বিশেষ যোগ। রবির দ্বারা অনুগৃহীত হলেও, উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সাহায্যে জাতকের আর্থিক উন্নতি হয়।

মঙ্গল দ্বিতীয়ে

দ্বিতীয়স্থ মঙ্গল যেমন উপার্জ্জন করবার শক্তি দেয়, তেমনি ব্যয়ের প্রবণতাও দেয়। শুভগ্রহের দ্বারা অনুগৃহীত হলেও, জাতকের অপব্যয় হয়। সাহসিক কাজ, যন্ত্রশিল্প, প্রভৃতি থেকে জাতকের অর্থাগম হতে পারে। এই যোগে সহসা অর্থ বা সম্পত্তি প্রাপ্তিও অসম্ভব নয়।

যদি বৃহস্পতি, রবি, শুক্র অথবা চন্দ্রের দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতকের যথেষ্ট উপার্জ্জন হয়। বরুণের দ্বারা অনুগৃহীত হলে, সহসা অর্থলাভ হয়।

বৃহস্পতি বা রবি দ্বারা পীড়িত হলে, বেহিসাবী খরচ, অস্থান-প্রযুক্ত উদারতা, আড়ম্বরপ্রিয়তা, প্রভৃতিতে জাতকের যথেষ্ট অর্থনাশ হয়ে থাকে। চন্দ্র, রাহু, বা বরুণের দ্বারা পীড়িত হলে, চোর ও প্রতারকের দ্বারা অর্থনাশ হয়, এবং জাতককে নানারকমে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। শনি বা বুধের দ্বারা পীড়িত হলে, ঋণের জন্য অশান্তি ভোগ করতে হয়, কিম্বা কারো জামিন হয়ে অর্থনাশ হয়।

বৃহস্পতি বা শুক্রের দ্বারা অনুগৃহীত দ্বিতীয়স্থ মঙ্গল বাগ্মিতা বা অভিনয়-দক্ষতার সূচক।

বুধ দ্বিতীয়ে

হাতের কাজ, লেখাপড়ার ব্যাপার, এজেন্সি, কনট্র্যাক্ট, প্রভৃতি কাজে অর্থলাভ হয়। কিন্তু উপার্জ্জন বা সঞ্চয়ের ব্যাপারে প্রায়ই চিন্তা থাকে।

বুধ যদি পীড়িত হয়, তাহলে আর্থিক ব্যাপারে একটানা দুশ্চিন্তা চলে, ন্যায়তঃ প্রাপ্য অর্থ জাতকের হাতে আসে না, এবং চোর, প্রতারকের দ্বারা জাতকের অর্থনাশ হয়।

শনি দ্বারা অনুগৃহীত হলে, সতর্কতা এবং মিতব্যয়িতা দ্বারা জাতকের আর্থিক উন্নতি হয়। বৃহস্পতি বা চন্দ্রের দ্বারা অনুগৃহীত হলে, আর্থিক সচ্ছলতা নির্দ্দেশ করে।

চন্দ্র বা মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত বুধ যদি কোন গ্রহের দ্বারা অনুগৃহীত না হয়, তাহলে আর্থিক ব্যাপারে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য ও দুশ্চিন্তা দেয়।

মঙ্গলের দ্বারা অনুগৃহীত হলে, জাতকের বাক্য সরস ও জোরালো হতে পারে।

বৃহস্পতি দ্বিতীয়ে

সহজে বা অল্প পরিশ্রমে অর্থ উপার্জ্জন নির্দ্দেশ করে—কিন্তু এই যোগ অর্থ-সঞ্চয়ের বিরোধী। জাতককে উপার্জ্জনের জন্য সময় সময় ভ্রমণ করতে হয়। জাতকের সৎপথে উপার্জ্জন হওয়া সম্ভব। বৈদেশিক ব্যাপার, আইন-ঘটিত ব্যাপার, শিক্ষকতা, উপদেশ, ধর্ম্মকার্য্য প্রভৃতি থেকে জাতকের আয় হতে পারে।

দ্বিতীয়স্থ বৃহস্পতি যদি শনি বা চন্দ্রের দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলেই

জাতক অর্থ সঞ্চয় করতে পারেন—নতুবা নয়। বরুণের দ্বারা অনুগৃহীত হলে অকস্মাৎ পরধন-প্রাপ্তি হতে পারে।

শনি দ্বারা পীড়িত হলে দ্বিতীয়স্থ বৃহস্পতি বিশেষ কিছু শুভফল দিতে পারে না, এবং চন্দ্র দ্বারা পীড়িত হলে, উপার্জ্জনে বাধা না হতে পারে, কিন্তু ব্যয়বাহুল্যে জাতক সর্ব্বস্বান্ত হতে পারেন—বিশেষতঃ চন্দ্র যদি কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চন্দ্র হয়। মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত বৃহস্পতি মামলা মোকদ্দমায় এবং দ্যূত-ক্রীড়ায় অর্থহানি নির্দ্দেশ করে—এই যোগেও জাতককে অতিরিক্ত ব্যয়শীল করে।

দ্বিতীয়স্থ বলবান বৃহস্পতি বলবান মঙ্গলের দ্বারা অনুগৃহীত হলে, ফাট্‌কায়, ঘোড়দৌড়ে বা লটারিতে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে। কিন্তু, এ যোগও সঞ্চয়ের অনুকূল নয়।

শুক্র দ্বিতীয়ে

জাতক নিজের ব্যবহারিক জ্ঞান, সামাজিকতা, পটুত্ব প্রভৃতি দ্বারা অতি সহজে অর্থ উপার্জ্জন করতে পারেন। যদি শুক্র বিশেষভাবে পীড়িত না হয়, তাহলে জাতকের প্রায়ই অর্থাভাব ঘটে না। জাতকের মুখশ্রী সুন্দর এবং বাক্য ও ব্যবহার সুমিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। অপরের সাহচর্য্য জাতকের অর্থাগমে সাহায্য করে।

শনি অথবা রাহুর দ্বারা অনুগৃহীত হলে, এই শুক্র জাতককে ধনবান্ করে। রবি, চন্দ্র এবং বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত হলেও, জাতক যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন কোরে থাকেন, কিন্তু তেমন সঞ্চয় হয় না।

মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হলে, অপব্যয়ে, অসাবধানতায় অথবা দৈব-দুর্ব্বিপাকে ক্ষতি হয়। বৃহস্পতি অথবা শনি দ্বারা পীড়িত শুক্র অর্থকষ্ট এবং অনর্থক ক্ষতি নির্দ্দেশ করে।

শনি দ্বিতীয়ে

সাধারণত কষ্টে বা পরিশ্রমের দ্বারা অর্থলাভ সূচনা করে, এবং যদি পীড়িত না হয়, তাহলে মিতব্যয়িতা দ্বারা জাতক সঞ্চয়ও করতে পারেন। এই শনি আর্থিক ব্যাপারে এবং সাফল্যে বাধা ও বিলম্বের নির্দ্দেশক। শ্রমসাধ্য কর্ম্ম, চাকরি প্রভৃতি দ্বারা জাতকের অর্থাগম হওয়া সম্ভব। কৃষিকর্ম্মাদি দ্বারাও উপার্জ্জন হতে পারে।

এই শনি যদি শুক্র বা বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতক মহা ধনবান হতে পারেন। রবি দ্বারা অনুগৃহীত হলে, দায়িত্বপূর্ণ কাজ থেকে বেশ উপার্জ্জন হয়। চন্দ্রের দ্বারা অনুগৃহীত হলে, পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতা দ্বারা অর্থলাভ ও সঞ্চয় হয়ে থাকে।

এই শনি চন্দ্র অথবা রবির দ্বারা পীড়িত হলে, দারিদ্র্য দেয়।

দ্বিতীয়স্থ শনি একটু কৃপণ স্বভাবের সূচক।

রাহু দ্বিতীয়ে

আর্থিক ব্যাপারে অনিশ্চয়তার সূচক। জাতককে আর্থিক ব্যাপারে অনেক ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। জাতকের উপার্জ্জন প্রায়ই ন্যায়সঙ্গত উপায়ে হয় না—অন্ততঃ, উপার্জ্জনের জন্য জাতককে সময় সময় গোপনীয়তার আশ্রয় নিতে হয়। আথিক ব্যাপারে তাঁর অনেক রকম ঝঞ্ঝাট ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হতে পারে। জাতক আয় এবং ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারেন না। এবং নানারকমে তাঁর অর্থ নষ্ট হয়।

যদি শনি, শুক্র বা বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে দ্বিতীয়স্থ রাহু প্রচুর অর্থ দিতে পারে। বিশেষতঃ শুক্রের দ্বারা অনুগৃহীত রাহু

বিশেষ শুভ। দ্বিতীয়স্থ রাহু আর্থিক ব্যাপারে একটু স্বার্থপর করে, এবং জাতকের অর্থ অনেকস্থলে নিজের জন্যই ব্যয় হয়।

মঙ্গল, রবি অথবা চন্দ্রের দ্বারা পীড়িত রাহু আজীবন অর্থকষ্ট দেয়, এবং বুধের দ্বারা পীড়িত হলে, চোর জুয়াচোরের দ্বারা অর্থহানি, এবং আর্থিক ব্যাপারে অনর্থক দুশ্চিন্তা দেয়।

কেতু দ্বিতীয়ে

সাধারণত অর্থাগমে এবং সাফল্যে বাধা নির্দ্দেশ করে। কোন নিন্দিত কর্ম্মে অথবা সাধারণ কর্ম্মে জাতকের উপার্জ্জন হতে পারে। জাতকের আয়ের পথ গুপ্ত কিম্বা লোকচক্ষুর অগোচরে থাকতে পারে। আলস্যের জন্য বা অবহেলার জন্য জাতকের অর্থকষ্ট হওয়া অসম্ভব নয়।

যদি বৃহস্পতি, রবি অথবা চন্দ্রের দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতক গুপ্তভাবে বা বিনা আড়ম্বরে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় কোরে থাকেন শুক্রের দ্বারা অনুগৃহীত কেতুও অর্থের পক্ষে শুভ।

শনি, প্রজাপতি অথবা বুধের দ্বারা পীড়িত হলে, দ্বিতীয়স্থ কেতু আর্থিক অসচ্ছলতা এবং অর্থোপার্জ্জনে অসম্ভব রকম বাধাবিঘ্নের সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয়স্থ কেতু জাতককে ব্যয়কুণ্ঠ করে।

প্রজাপতি দ্বিতীয়ে

অর্থ বা সাফল্য সম্বন্ধে খুব ভাল যোগ নয়। অর্থ প্রাপ্তিতে অপ্রত্যাশিত বাধা উপস্থিত হয়—আবার যখন অর্থপ্রাপ্তি হয়, সেটাও ঘটে অকস্মাৎ। জাতকের নানা উপায়ে অর্থাগম হয়, এবং আর্থিক অবস্থার অকস্মাৎ পরিবর্ত্তন ঘটে। কোন বিচিত্র বা নতুন ধরণের কাজে অর্থাগম

হতে পারে। কোন সংসদ্-পরিষদের সংশ্রবে অর্থপ্রাপ্তি ও অর্থনাশ দুই-ই সম্ভব।

দ্বিতীয়স্থ প্রজাপতি পীড়িত হলে, আর্থিক ব্যাপারে নানা গোলযোগ ও অশান্তির সৃষ্টি হয়, এবং জাতকের সহজে উপার্জ্জন হয় না। মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হলে, অকস্মাৎ বহু ক্ষতি হয়। শনির দ্বারা পীড়িত হলে, আজীবন অর্থাভাব থাকে। বুধের দ্বারা পীড়িত হলে, অর্থ চিন্তা কখনো ঘোচে না। চন্দ্রের দ্বারা পীড়িত হলে, সঞ্চিত অর্থ অকস্মাৎ নষ্ট হয়।

দ্বিতীয়স্থ প্রজাপতি যদি বৃহস্পতি বা শুক্রের দ্বারা অনুগৃহীত হয় তাহলে সহসা অর্থলাভ হয়। কিন্তু দ্বিতীয়স্থ প্রজাপতি স্থায়ী আয়ের বিরোধী—যতই বলবান্ হোক্ বা যত বেশী গ্রহের দ্বারাই অনুগৃহীত হোক্, কখনই বাঁধা আয় দেয় না—মাঝে মাঝে হঠাৎ লাভ হয়।

বরুণ দ্বিতীয়ে

সাধারণত অদ্ভুতভাবে ও অসাধারণ উপায়ে অর্থ দেয়। জাতকের অপ্রত্যাশিত জায়গা থেকে এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে লাভ হওয়া সম্ভব। দ্যূত-ক্রীড়ায় টাকা পাওয়া যেতে পারে, এবং বরুণ যদি বলবান্ ও শুভগ্রহের দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে গুপ্তধন পাওয়াও অসম্ভব নয়। কোন স্ত্রীলোকের পক্ষ থেকে অথবা চোর-ডাকাতের কাছ থেকে বিচিত্রভাবে অর্থলাভ হতে পারে। এটা দৈবধন-প্রাপ্তির যোগও বটে।

দ্বিতীয়স্থ বরুণ অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং পাপপীড়িত হলে, জাতককে ভিক্ষাজাবী কিম্বা পরান্নভোজী হতে হয়। এ যোগ অত্যন্ত অশুভ। বুধ বা শনি দ্বারা পীড়িত হলে, উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা এবং অন্যায় উপায়ে উপার্জ্জন করতে হয়। মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হলে, দৈব দুর্ঘটনায় বা ঋণদানে অর্থ নষ্ট হয় এবং নানাভাবে জাতকের অপব্যয় হয়।

রবি, বৃহস্পতি, চন্দ্র অথবা শুক্রের দ্বারা অনুগৃহীত হলে, দ্বিতীয়স্থ বরুণ অপ্রত্যাশিতভাবে বহু অর্থ দেয়। বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত হলে, দৈবধন-প্রাপ্তি হয়, এবং কোন শুভগ্রহ ও রাহু বা কেতু দ্বারা অনুগৃহীত হলে কোন নীচব্যক্তি বা দস্যু-তস্করের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে বহু লাভ হতে পারে। অপরের কোন দুর্ঘটনা থেকেও অকস্মাৎ লাভ হওয়া সম্ভব।

তৃতীয় ভাব

রবি তৃতীয়ে

যদি পীড়িত না হয়, জাতকের মন উচ্চ ও উদার ভাবে পূর্ণ হয়। তাঁর মধ্যে দৃঢ়তা, আত্মপ্রত্যয় এবং একটু অহমিকা থাকতে পারে। জাতক উচ্চাভিলাষী হন এবং তাঁর লক্ষ্য থাকে সাফল্যের দিকে। তিনি একটু জাঁকজমক বা আড়ম্বর ভালবাসেন। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে জাতকের খুব অন্তরঙ্গতা থাকে না—কিন্তু আত্মীয়-স্বজন প্রায় তাঁকে শ্রদ্ধা বা সম্মান কোরে থাকে, তারা তাঁকে কতকটা ভয় ও সমীহ কোরে চলে। ভাই-বোনের সঙ্গেও তাঁর বিচ্ছেদ হতে পারে।

এই রবি যদি দুর্ব্বল ও পীড়িত হয়, তাহলে জাতকের মধ্যে অতিমাত্রায় গর্ব্ব ও প্রভুত্বপ্রিয়তা লক্ষিত হয়। এবং তাঁর অহঙ্কার ও যথেচ্ছাচারিতার জন্য কোন আত্মীয়ের সঙ্গেই তাঁর বনে না। মঙ্গল বা বৃহস্পতির দ্বারা পীড়িত রবি অত্যন্ত আত্মম্ভরিতা দেয়।

এই রবি যদি বৃহস্পতি বা চন্দ্রের অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতক আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বিশেষ মানসিক শক্তি সম্পন্ন হয়ে থাকেন। শনির দ্বারা অনুগৃহীত হলে, তিনি সঙ্কল্প থেকে কখনো বিচ্যুত হন না, এবং তাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও অবিচলিত মনোভাবের জন্য সকলের সম্মান ও ভক্তি পেয়ে থাকেন। প্রজাপতির দ্বারা অনুগৃহীত হলে, তাঁর মৌলিক বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে লোকে আশ্চর্য্য হয়।

বরুণ বা শনির দ্বারা পীড়িত হলে, অহমিকার জন্য লোকের কাছে হাস্যাস্পদ হতে হয়। এই যোগে মানসিক সামঞ্জস্যের অভাব লক্ষিত হওয়া সম্ভব।

তৃতীয়স্থ রবি, পীড়িত না হলে, ভ্রমণের দ্বারা সম্মান লাভ হতে পারে—কিন্তু জাতকের ভ্রমণ খুব বেশী না হতেও পারে।

চন্দ্র তৃতীয়ে

খুব ভাল যোগ নয়—জাতককে চঞ্চলমতি ও অব্যবস্থিতচিত্ত করে। জাতকের বহুমুখীনতা থাকা সম্ভব এবং সেইজন্য জাতকের অনেক বিষয় জানা থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর জ্ঞান প্রায়ই ভাসভাসা হয়—একাগ্রতা ও মনঃসংযোগের অভাবে কোন বিষয়েই তাঁর জ্ঞান গভীরতা লাভ করতে পারে না। এই যোগে বহু ভ্রাতা ভগ্নী হওয়া সম্ভব—যদি না চন্দ্র পাপ-পীড়িত হয়। বহু আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সংশ্রবও এর একটা ফল। তৃতীয়স্থ চন্দ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক ভ্রমণ নির্দ্দেশ করে।

শনির দ্বারা অনুগৃহীত হলে, তৃতীয়স্থ চন্দ্র মনকে অপেক্ষাকৃত সংযত ও দৃঢ় করে। বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত হলে—মন বেশ স্বচ্ছন্দ ও সহানুভূতি সম্পন্ন হয় এবং জাতক আত্মীয়দের সংশ্রবে সুখ ও সৌভাগ্য লাভ করেন। শুক্রের দ্বারা অনুগৃহীত হলে—বহু ভ্রাতা-ভগ্নী হয় এবং তাদের ও অন্য আত্মীয়ের সংশ্রবে যথেষ্ট আনন্দলাভ হয়ে থাকে। বরুণের দ্বারা অনুগৃহীত হলেও, ভ্রাতা-ভগ্নী ও আত্মীয়ের সংখ্যা অনেক হয়ে থাকে।

শনি বা মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হলে, জাতকের মানসিক ব্যাধির আশঙ্কা থাকে এবং ভ্রাতা-ভগ্নী বা আত্মীয়দের জন্য জাতকের অনেক দুঃখ উপস্থিত হয়। রাহু দ্বারা পীড়িত হলে, বিপরীত বুদ্ধি হয় এবং কোন রকম নাড়ী-বিকার (Neurosis) থাকা সম্ভব—এই যোগে অনেক সময় বিকৃত যৌনসংস্কার (perverted sexual instinct) দেয়। বরুণের দ্বারা পীড়িত হলে, মনোবিকার এবং বৃহস্পতি দ্বারা পীড়িত হলে, ক্ষয়রোগের

আশঙ্কা আছে বিশেষতঃ বরুণ, বৃহস্পতি বা চন্দ্র যদি কোন রকমে ষষ্ঠভাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়।

মঙ্গল তৃতীয়ে

বাক্যে বা ব্যবহারে রুক্ষতা ও তেজস্বিতা নির্দেশ করে। জাতকের ভ্রাতা এবং আত্মীয়ের পক্ষ থেকে দুঃখ উপস্থিত হয়—ভ্রাতৃহানি হওয়া সম্ভব কিম্বা একমাত্র ভ্রাতা থাকতে পারে। আত্মীয়দের সঙ্গে কলহ এবং ভ্রমণে কোনরকম দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে। জাতকের মস্তিষ্ক একটু উত্তেজিত অবস্থায় থাকে—সেইজন্য, বাক্যে বা লেখায় তিনি এমন ভাষা প্রয়োগ করতে পারেন যাতে অপরের সঙ্গে বিরোধ হওয়া সম্ভব। জাতকের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হওয়া সম্ভব—কিন্তু তার মধ্যে একটা সামঞ্জস্যের অভাব লক্ষিত হবেই, যদি না বৃহস্পতি, বুধ অথবা শনির অনুগ্রহ মঙ্গলের উপর থাকে।

তৃতীয়স্থ মঙ্গল যদি একটুও পীড়িত হয়, তাহলে জাতকের জীবনে কোন না কোন সময়ে মস্তিষ্ক-বিকার হবেই। বিশেষতঃ যদি বুধের দ্বারা পীড়িত হয়, তাহলে উন্মাদ-রোগের আশঙ্কা খুব বেশী। তৃতীয়স্থ মঙ্গল রাহু দ্বারা পীড়িত হলে, জাতকের শুচিবায়ু বা অন্য কোনরকম বায়ু রোগ হওয়া খুব সম্ভব।

তৃতীয়স্থ মঙ্গল যদি বৃহস্পতি বা প্রজাপতির দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতকের মধ্যে মৌলিক প্রতিভার বিকাশ হতে পারে।

বুধ তৃতীয়ে

জাতকের মন আত্মীয়স্বজন, ভ্রাতা-ভগ্নী এবং লেখাপড়ার ব্যাপার নিয়ে প্রায়ই ব্যাপৃত থাকে, তা সে ভালর জন্যেই হোক্ বা মন্দের জন্যই হোক্। জাতকের মধ্যে অনুচিকীর্ষা খুব প্রবল এবং যে কোন আর্ট

জাতক সহজেই শিখতে পারেন, অবশ্য বুধ যদি না পীড়িত হয়। জাতকের শেখবার ইচ্ছা খুব বেশী হলেও, তাঁর মধ্যে একাগ্রতা কম। সেইজন্য, তিনি বহুতর বিষয়ে জ্ঞানলাভ করলেও, কোন বিষয়ে তাঁর গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায় না। পড়াশুনা তাঁর খুব বেশী হতে পারে, কিন্তু তাঁর মৌলিকতা প্রায়ই থাকে না।

ভ্রাতা-ভগ্নীর ব্যাপার তাঁর জীবনের অনেকখানি অধিকার করে, এবং তাঁর অনেক ক্ষুদ্র ভ্রমণ হতে পারে। সংযমের অভাবের জন্য জাতককে দুঃখ পেতে হয়।

তৃতীয়স্থ বুধ শনির দ্বারা অনুগৃহীত হলে—জাতকের মধ্যে ব্যবসায় বুদ্ধি বেশ প্রবল হয়, এবং তাঁর মধ্যে সংকল্পের দৃঢ়তা এবং একাগ্রতা কতকটা দেখা যায়। প্রজাপতি কিম্বা বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত হলে—তাঁর ধীশক্তি খুব তীক্ষ্ণ হয় এবং তাঁর মধ্যে মৌলিক প্রতিভার বিকাশও হতে পারে। শুক্রের দ্বারা অনুগৃহীত হলে—জাতক আমোদপ্রিয় হন এবং ভ্রাতা-ভগ্নী ও আত্মীয়-স্বজনের সংশ্রবে যথেষ্ট আনন্দ পেয়ে থাকেন। রসরচনায় বা কোন কলাবিদ্যায় তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশ পেতে পারে। অন্ততঃ, রস উপলব্ধি করবার ক্ষমতা তাঁর মধ্যে থাকবেই। মঙ্গল বা রাহুর দ্বারা অনুগৃহীত হলে—জাতক খামখেয়ালী ও গর্ব্বিত হতে পারেন, কিন্তু তাঁর গণিতে অথবা হিসাবে দক্ষতা থাকা সম্ভব।

তৃতীয়স্থ বুধ যদি পীড়িত হয়, তাহলে জাতকের নানা বিষয়ে দুশ্চিন্তা থাকে—এবং খুব বেশী পীড়িত হলে, কোন রকম উন্মাদ বা বায়ুরোগ জন্মানো সম্ভব। বিশেষতঃ বুধ যদি খুব দুর্ব্বল হয় এবং দুর্ব্বল মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হয় তাহলে জীবনের কোন না কোন সময়ে মস্তিষ্ক-বিকৃতি অবশ্যম্ভাবী। প্রজাপতি, বরুণ অথবা রাহুর দ্বারা পীড়িত বুধও কোন রকমের বায়ুরোগ সৃষ্টি করতে পারে। শনি দ্বারা পীড়িত হলে—অত্যন্ত

দুশ্চিন্তা ও মনোকষ্ট, এবং বৃহস্পতি দ্বারা পীড়িত হলে—অবিবেচনার জন্য আত্মীয়-বিরোধ হওয়া সম্ভব।

বৃহস্পতি তৃতীয়ে

জাতক সামাজিক, সদালাপী ও শিষ্টাচারী হয়ে থাকেন। ভ্রাতা-ভগ্নী এবং আত্মীয়স্বজনের ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট আনন্দলাভ হয় এবং ভ্রমণাদি থেকেও তাঁর আনন্দ এবং সৌভাগ্যবৃদ্ধি হতে পারে। জাতকের বুদ্ধি এবং শেখবার ক্ষমতা মোটের উপর ভালই হয়—কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন অসাধারণত্ব না থাকাই সম্ভব। আত্মীয়স্বজনের দিক থেকে তাঁর কোনরকম লাভ হতে পারে। জাতকের মন আশাপূর্ণ, সতেজ ও প্রফুল্ল হয়ে থাকে।

রবি, বুধ, অথবা প্রজাপতির দ্বারা অনুগৃহীত হলে, তৃতীয়স্থ বৃহস্পতি জাতককে খুব উঁচুদরের মানসিকতা ও ধীশক্তি দেয়। চন্দ্রের দ্বারা অনুগৃহীত হলে—জাতকের মন সহানুভূতিপূর্ণ হয় এবং আত্মীয়ের সংশ্রবে তিনি যথেষ্ট লাভবান্ হয়ে থাকেন। তাঁর আশ্রিত-প্রতিপাল্যের সংখ্যা অনেক হয়।

তৃতীয়স্থ বৃহস্পতি যদি মঙ্গল, বুধ অথবা প্রজাপতি দ্বারা পীড়িত হয়—তাহলে জাতক অত্যন্ত আত্মম্ভরী এবং হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হন। নিজের বুদ্ধির দোষে তিনি বহু শত্রু সৃষ্টি করেন। চন্দ্র অথবা শনির দ্বারা পীড়িত হলে—অত্যন্ত বিষাদখিন্নতা এবং ক্ষয়রোগের প্রবণতা থাকা সম্ভব।

শুক্র তৃতীয়ে

জাতকের বহু ভ্রাতা-ভগ্নী ও আত্মীয়-কুটুম্ব হয় এবং তাদের সংসর্গে তিনি খুব আনন্দ পেয়ে থাকেন। জাতক শিষ্টাচারী ও প্রফুল্লচিত্ত হন, এবং তাঁর কথাবার্তা ও ভাবভঙ্গী অতি সুন্দর ও মনোহর হয়ে থাকে। কলা

ও শিল্পের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে জাতকের একটা সহজ জ্ঞান থাকা সম্ভব কিন্তু তাহলেও জাতকের মধ্যে ব্যবসায়-বুদ্ধিও বেশ প্রখর হয়ে থাকে, এবং কি কোরে একটা ব্যাপারকে চিত্তাকর্ষক করা যায় সে বিষয়ে তাঁর মাথা খুব খেলে। ভ্রমণে তাঁর আনন্দ ও আর্থিক লাভ দুই-ই হতে পারে। কোন আত্মীয়ার দ্বারা বা আত্মীয়ার ব্যাপারে জাতক লাভবান্ হতে পারেন।

তৃতীয়স্থ শুক্র যদি মঙ্গল, প্রজাপতি, রাহু অথবা বরুণের দ্বারা পীড়িত হয়—তাহলে জাতক অতিমাত্রায় আমোদপ্রিয়, বিলাসী এবং ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র হন। প্রজাপতি ও রাহু দ্বারা যদি যুগপৎ পীড়িত হয়—তাহলে তাঁর মধ্যে কামোন্মাদও প্রকাশ পেতে পারে। বৃহস্পতি বা চন্দ্র দ্বারা পীড়িত হলে—আত্মীয়স্বজনের সম্বন্ধে নানারকম অশান্তি ভোগ করতে হয়।

তৃতীয়স্থ শুক্র যদি চন্দ্র অথবা বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে সেটা খুব শুভযোগ। জাতক জীবনে কখনো দুঃখ পান না। শনির দ্বারা অনুগৃহীত হলে—জাতকের মধ্যে সহজ জ্ঞান খুব পরিণত হয় এবং তার সাহায্যে জাতক জীবনে যথেষ্ট উন্নতি কোরে থাকেন। মঙ্গল, বরুণ বা রাহুর দ্বারা অনুগৃহীত শুক্র খুব শুভ নয়—কেননা, তাতে ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি থেকে আনন্দলাভের দিকে খুব বেশী ঝোঁক এসে পড়ে।

শনি তৃতীয়ে

জাতকের বুদ্ধি একটু সঙ্কীর্ণ ও গতানুগতিক হওয়া সম্ভব। জাতক একটা ধারণা সহজে ছাড়তে পারেন না, এবং খুব চট্ কোরে কোন নতুন বিষয় বোঝা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তাঁর কথাবার্ত্তা, কাজকর্ম্ম, ভাবভঙ্গী সব ব্যাপারের মধ্যেই একটা ধীরতা ও শ্লথভাব দেখা যায়। জাতকের ভ্রাতা-ভগ্নী, আত্মীয়স্বজন খুব কম থাকে—এবং থাকলেও তাঁদের সঙ্গে

বনে না বা বিচ্ছেদ হয়। তাঁর একটিমাত্র ভাই থাকা সম্ভব, যদি না চন্দ্র, শুক্র ও বরুণের দ্বারা শনি বিশেষভাবে অনুগৃহীত হয়। জাতক হিসাবী, সতর্ক ও ভীরুপ্রকৃতির লোক। ভ্রমণের ব্যাপারে বা লেখাপড়ার ব্যাপারে এবং আত্মীয়স্বজনের সংশ্রবে জাতকের কোনরকম দুঃখ ও অশান্তি ঘটা অসম্ভব নয়। জাতকের মধ্যে বিষাদ-খিন্নতা থাকা সম্ভব।

তৃতীয়স্থ শনি যদি শুক্র, বুধ অথবা চন্দ্রের দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতকের বুদ্ধি কুটিল হয় এবং জাতক মন্ত্রগুপ্তি দ্বারা ও কূটবুদ্ধি দ্বারা অনেক কাজ সিদ্ধ করতে পারেন। বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত হলে—জাতক ধীর, চিন্তাশীল ও অধ্যবসায়ী হন, এবং তাঁর ব্যবহারিক সহজ জ্ঞান খুব পরিণত হয়।

চন্দ্র, মঙ্গল, রবি অথবা বৃহস্পতি দ্বারা পীড়িত হলে—জাতক কপটাচারী ও ধর্ম্মজ্ঞান বর্জ্জিত হন এবং আত্মীয়স্বজনের জন্য তাঁর ক্ষতি ও সৌভাগ্যহানি হয়ে থাকে।

রাহু তৃতীয়ে

জাতকের বুদ্ধি একটু জটিল এবং বিপরীতগামী হয়। ভ্রাতা-ভগ্নী এবং আত্মীয়স্বজনের ব্যাপারে জাতকের নানারকম দুঃখ ও অশান্তি উপস্থিত হয়। জাতকের ভাই-ভগ্নীর সংখ্যা বেশী হওয়াই সম্ভব—কিন্তু তাদের জন্য জাতকের নানারকম ঝঞ্ঝাট ও বিভ্রাট ঘটে থাকে। তাঁর ভ্রাতা-ভগ্নী বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা আছে—অন্ততঃ ভ্রাতা-ভগ্নীর জন্য মনোকষ্ট নিশ্চয়ই হয়। জাতকের অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভ্রমণ হয়—অনেক সময় ভ্রমণের কোন উদ্দেশ্য থাকে না। কোন রকম বিভ্রাটের জন্য ভ্রমণ অথবা ভ্রমণে কোনরকম বিভ্রাট ঘটাও অসম্ভব নয়। জাতকের কথাবার্ত্তা, কাজকর্ম্ম বা ভাবভঙ্গীর মধ্যে একটা উচ্ছৃঙ্খল ভাব লক্ষিত হতে পারে। জাতকের

লেখাপড়ার ব্যাপারে অনেক বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হয় এবং কলা বা শিল্পের উচ্চ ও সূক্ষ্ম দিকটা তাঁর বুদ্ধিগম্য হয় না। তৃতীয়স্থ রাহু জাতককে প্রায় আত্মম্ভরী করে।

শুভ গ্রহ দ্বারা অনুগৃহীত হলেও, জাতক তৃতীয়স্থ রাহুর দেওয়া বিদ্‌ঘুটে বুদ্ধির প্রভাব এড়াতে পারেন না। কিন্তু সেক্ষেত্রে তাঁর অদ্ভুত বা বিচিত্র মনোভাবই তাঁর আর্থিক উন্নতি বা খ্যাতি প্রতিপত্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মঙ্গল, রবি অথবা চন্দ্র দ্বারা প্রপীড়িত রাহু জাতককে অতিমাত্রায় আত্মম্ভরী কোরে তোলে এবং তাঁর অসঙ্গত বুদ্ধির জন্য আত্মীয়বিরোধ এবং নানাপ্রকার বিভ্রাট ঘটে।

তৃতীয়স্থ রাহু সাধারণতঃ পরিহাস-বোধের অভাব নির্দ্দেশ করে।

কেতু তৃতীয়ে

জাতককে জড়ভাবাপন্ন করে। তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও ভ্রাতা-ভগ্নীর সংখ্যা খুব বেশী হয় না। অনেক সময় ভাই একেবারে থাকে না। আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ হয়। তাঁর কথাবার্ত্তা ও ভাবভঙ্গীর মধ্যে একটা উদাসীন ভাব দেখা যেতে পারে এবং তাঁর মধ্যে সামাজিকতার অভিব্যক্তি অতি সামান্য হয়ে থাকে। কেতু যদি পীড়িত না হয়, তাহলে জাতকের বাইরে চট্‌পটে ভাব না থাকলেও—ভিতরে ভিতরে কুটিল বুদ্ধি থাকা অসম্ভব নয় এবং গণিতের ব্যাপার বা হিসাব ও খাতা লেখা প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁর বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। তৃতীয়স্থ কেতু দুর্ব্বল বা সামান্য একটু পীড়িত হলেই জাতকের সাধুতা ও ধর্ম্মজ্ঞানের অভাব লক্ষিত হয়।

তৃতীয়স্থ কেতু যদি বৃহস্পতি দ্বারা অনুগৃহীত হয় তাহলে জাতকের

মধ্যে উচ্চ ধর্ম্মজ্ঞান প্রকাশ পেতে পারে এবং নিজের ধীরতা ও নির্লিপ্ত ভাবের সাহায্যে তিনি খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করতে পারেন। উচ্চ সাধকের পক্ষে এই যোগ খুব ভাল।

এই কেতু যদি শনি অথবা বুধের দ্বারা পীড়িত হয় তাহলে জাতক অত্যন্ত নির্ব্বোধ অথবা জড় ভাবাপন্ন হয়—অথবা যত নীচ ও ধর্ম্মবিগর্হিত কাজ এবং জাল জুয়াচুরির দিকে তাঁর ঝোঁক হওয়াও আশ্চর্য্য নয়।

তৃতীয়স্থ কেতু সাধারণতঃ সহজ জ্ঞানের অভাব নির্দ্দেশ করে। লেখাপড়া এবং ভ্রমণাদির ব্যাপারে হয় তাঁর ইচ্ছা থাকে না, না হয়, অনিবার্য্য বাধা উপস্থিত হয়।

প্রজাপতি তৃতীয়ে

জাতকের ভাবভঙ্গী এবং কথাবার্ত্তার মধ্যে একটু বিশেষত্ব বা অসাধারণত্ব থাকতে পারে, যা সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর বুদ্ধি কখনই সোজা বা ধরাবাঁধা পথে চলে না, তা সে ভালর জন্যই হোক্ আর মন্দের জন্যই হোক্। অপরের সঙ্গে ব্যবহার খামখেয়ালী ধরণের হয়। আত্মীয়-স্বজনের সংশ্রবে অনেক ঘটনা অকস্মাৎ বা অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘটে। জাতককে অনেক সময় হঠাৎ ভ্রমণ করতে হয় এবং চিঠিপত্রে বা টেলিগ্রামে অনেক সময় তিনি অপ্রত্যাশিত সংবাদ পেয়ে থাকেন। জাতকের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হওয়া সম্ভব এবং নূতন জ্ঞান ও অভিনব চিন্তা প্রণালীর দিকে তাঁর ঝোঁক প্রকাশ পেতে পারে। জাতকের মধ্যে মৌলিকতা এবং দৈহিক বা মানসিক কোন অসাধারণ শক্তি থাকা অসম্ভব নয়। আত্মীয়স্বজন ও ভ্রাতাভগ্নীর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ হয়। মানসিক ব্যাপারে জাতকের একটু গর্ব্ব থাকা সম্ভব। তৃতীয়স্থ প্রজাপতি প্রায়ই নির্ভীকতা ও তেজস্বিতা দেয়।

তৃতীয়স্থ প্রজাপতি একটু পীড়িত হলেই অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করে। এবং যে গ্রহের দ্বারা পীড়িত হয় সেই গ্রহের ভাবানুযায়ী মানসিক বিকৃতি দেয়। রবি দ্বারা পীড়িত হলে—অস্বাভাবিক দম্ভ ও আড়ম্বরপ্রিয়তা। চন্দ্র দ্বারা—বিকৃত অনুভূতি। মঙ্গলের দ্বারা—দুঃসাহসিকতা ও অতিমাত্রায় স্বাধীনতাপ্রিয়তা। বুধের দ্বারা—বায়ুগ্রস্ত বুদ্ধি। বৃহস্পতি দ্বারা—ভ্রান্ত ধারণা দ্বারা পরিচালিত। শুক্রের দ্বারা—সহজ জ্ঞানের অভাব। শনির দ্বারা—বিবেচনার বা কর্তব্য-জ্ঞানের অত্যন্ত অভাব। রাহুর দ্বারা—অস্বাভাবিক অস্থিরতা। বরুণের দ্বারা—অস্বাভাবিক খেয়াল।

তৃতীয়স্থ প্রজাপতি যদি রবি, বুধ অথবা বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত হয় তাহলে জাতকের মধ্যে প্রতিভার স্ফূরণ হওয়া সম্ভব। মঙ্গলের দ্বারা অনুগৃহীত হলে জাতকের লেখাপড়ার ব্যাপারে মৌলিকতা প্রকাশ পায় এবং তাঁর মধ্যে পরিহাসজ্ঞান ও রঙ্গব্যঙ্গের বোধ খুব পরিস্ফুট হয়। শ্লেষ-রচনায় তাঁর দক্ষতা প্রকাশ পেতে পারে। শনির দ্বারা অনুগৃহীত হলে জাতকের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় এবং কর্তৃত্বের ক্ষমতা খুব বেশী থাকে।

বরুণ তৃতীয়ে

সাধারণত বিকৃত বা অপরিণত বুদ্ধির সূচক। নানারকম কাল্পনিক খেয়াল নিয়ে জাতকের মন ব্যাপৃত থাকতে পারে। ভৌতিক ব্যাপার ও মন্ত্রতন্ত্রের দিকে তার আকর্ষণ থাকা সম্ভব। আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারে জাতকের নানা রকম অদ্ভুত ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। তাঁর ভ্রাতা-ভাগিনীর সংখ্যা বেশী হওয়াই সম্ভব, কিন্তু ভ্রাতা-ভগিনীর ব্যাপার নিয়ে বা ভ্রাতা-ভগিনীর সংশ্রবে তাঁর জীবনে অনেক অদ্ভুত ও অসাধারণ ঘটনা ঘটে। ভ্রাতা-ভগিনী ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে দু'এক জন

অসাধারণ ব্যক্তি থাকা সম্ভব। তাঁদের কারো কারো শারীরিক বা মানসিক কোন রকম পঙ্গুত্ব বা বিকৃতি থাকতে পারে। ভ্রমণের ব্যাপারে জাতকের কোন রকম অপ্রত্যাশিত বিভ্রাট ঘটা আশ্চর্য্য নয়, কিম্বা কোন দৈব দুর্ঘটনার জন্য অথবা কোন বিপদে প'ড়ে, জাতককে ভ্রমণ করতে হয়। লেখাপড়ার ব্যাপারে জাতকের অপ্রত্যাশিত অনেক পরিবর্ত্তন হয়। আমোদ প্রমোদ ও উত্তেজনার দিকে তাঁর একটা সহজ আকর্ষণ থাকা সম্ভব।

এই বরুণ যদি একটুও পীড়িত হয়, তাহলে জাতকের মধ্যে বিকৃত রুচি এবং অস্বাভাবিক প্রবৃত্তি লক্ষিত হতে পারে। তাঁর পক্ষে মাদক-সেবী, দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত এবং ধর্ম্মবুদ্ধি পরিবর্জ্জিত হওয়া খুব সম্ভব। তৃতীয়স্থ বরুণ পাপগ্রহের দ্বারা পীড়িত হলে, জাতকজীবনে কখন মানসিক শান্তি পান না।

তৃতীয়স্থ বরুণ যদি রবি, বুধ অথবা বৃহস্পতি দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতকের কোন অসাধারণ মানসিক শক্তি প্রকাশ পেতে পারে। তাঁর অন্তর্দ্দৃষ্টি খুব পরিণত হওয়া সম্ভব।

চতুর্থ ভাব

রবি চতুর্থে

জাতক যান-বাহন, গৃহভূমি, আসবাব-পত্র প্রভৃতির ব্যাপারে একটু আড়ম্বর দেখাতে ভালবাসেন এবং এই সব ব্যাপারে তাঁর অনেক খরচপত্র হয়। এই রবি যদি পীড়িত না হয়, তাহলে জাতক শেষ বয়সে সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন কোরে থাকেন। রাজপক্ষ এবং পিতৃপক্ষ থেকে জাতকের অর্থ ও গৌরব লাভ হয়। জাতকের মনে বংশমর্য্যাদা সম্বন্ধে একটু গর্ব্ব থাকা সম্ভব। কোন রকম গুপ্ত সাধনা বা আধ্যাত্মিক গুপ্ত ব্যাপারের দিকে জাতকের ঝোঁক থাকতে পারে। চিকিৎসা অথবা রসায়ন কি পূর্ত্তকার্য্য অথবা চাষবাস, বাগবাগিচা কি ভূমিসংক্রান্ত যে কোন কার্য্যের সঙ্গে জাতকের সংশ্লিষ্ট হওয়া সম্ভব।

চতুর্থস্থ রবি যদি চন্দ্র অথবা বৃহস্পতি দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতকের জীবনীশক্তি বর্দ্ধিত হয় এবং উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর অর্থ ও সম্পত্তি লাভ হয়ে থাকে। পিতৃপুরুষের গৌরবে জাতক গৌরবান্বিত হন এবং রাজার কাছ থেকে সম্মান পাবারও যথেষ্ট সম্ভাবনা তাঁর থাকে। শনি দ্বারা অনুগৃহীত হলে—রাজানুগ্রহে তাঁর উচ্চপদ লাভের সম্ভাবনা থাকে এবং শেষ বয়সে তিনি সমাজে গণ্যমান্য হয়ে থাকেন।

চতুর্থস্থ রবি পীড়িত হলে, পৈত্রিক সম্পত্তিনাশ, পিতামাতার জন্য উন্নতিতে বাধা, রাজা ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির অসন্তোষ ও শত্রুতা প্রভৃতি অশুভফল হয়, এবং জাতক আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় কোরে ঋণগ্রস্ত এবং দুর্দ্দশাপন্ন হয়ে পড়েন। দুর্ব্বল রবি যদি শনি, প্রজাপতি অথবা রাহু দ্বারা

প্রবলভাবে পীড়িত হয়, তাহলে জাতককে জীবনের কোন না কোন সময়ে ফৌজদারী ব্যাপারে জড়িত হয়ে অপদস্থ হতে হয়। চন্দ্র দ্বারা পীড়িত হলে জীবনের শেষে দুঃখভোগ করতে হয়।

চন্দ্র চতুর্থে

সাধারণত বহু বাস-পরিবর্ত্তন এবং ভ্রমণ নির্দ্দেশ করে। চতুর্থস্থ চন্দ্র যদি না শুভগ্রহ দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতকের শেষ জীবনে অবস্থার নানারকম বিপর্য্যয় ও স্থানচ্যুতির সম্ভাবনা থাকে। পারিবারিক ব্যাপারেও জাতকের নানারকম পরিবর্ত্তন ঘটে, বিশেষ কোরে চন্দ্র যদি ক্ষীণ * হয়। তাঁর সাংসারিক শৃঙ্খলা খুব থাকে না, এবং তাঁকে মধ্যে মধ্যে গৃহসুখের অভাব অনুভব করতে হয়। পিতামাতার ব্যাপারেও জাতককে অনেক ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়। অনেক সময় তাঁকে জনবহুল গৃহে বা জনবহুল স্থানে বাস করতে হয় এবং তাঁর বিশ্রামের বহু বিঘ্ন ঘটে।

চতুর্থস্থ চন্দ্র যদি বলবান্ হয় ও অন্য বলবান্ গ্রহের দ্বারা অনুগৃহীত হয়ে কোন গ্রহ দ্বারা পীড়িত না হয়, তাহলে, জাতকের বহু ভূসম্পত্তি এবং বিশেষ উন্নতি হয়। এরূপ ক্ষেত্রে, প্রায়ই সদ্বংশে জন্মসূচনা করে এবং উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তিলাভ হয়ে থাকে।

চতুর্থস্থ চন্দ্র পীড়িত হলে অত্যন্ত অশুভ দায়ী। জাতকের সঞ্চয় হওয়া মুস্কিল হয় এবং উন্নতি হলেও, ফিরে পতন হয়ে থাকে। বরুণের দ্বারা পীড়িত হলে—অপ্রত্যাশিতভাবে স্থানচ্যুতি ও পরগৃহে বাস হয়। প্রজাপতির দ্বারা—অকস্মাৎ ভাগ্য-বিপর্য্যয়, পারিবারিক দুঃখ, এবং

---

* চন্দ্রের আলোকিত ভাগটুকু যখন অর্দ্ধেকের চেয়েও কম হয়, তখন তাকে ক্ষীণচন্দ্র বলে। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী থেকে শুক্লপক্ষের অষ্টমী পর্য্যন্ত চন্দ্র ক্ষীণ থাকে। শুক্লপক্ষের ক্ষীণ চন্দ্র কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণচন্দ্রের চেয়ে কতকটা ভাল।

সাফল্যে অকস্মাৎ বাধা। শনির দ্বারা—দুর্ভাগ্য ও দারিদ্র্য, জীবনে উন্নতির আশা কম, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন। বৃহস্পতির দ্বারা—অপব্যয় ও সম্পত্তিনাশ। শুক্রের দ্বারা—সামাজিক প্রতিষ্ঠার হানি, স্ত্রীপুত্রের জন্য দুঃখ। মঙ্গলের দ্বারা—নিজের হঠকারিতায় অবনতি, বিবাদে অর্থ ও সম্পত্তি হানি। রবির দ্বারা—পিতামাতার দুরবস্থার জন্য উন্নতিতে বাধা। বুধের দ্বারা—চুরি বা প্রতারণায় অর্থহানি। রাহু দ্বারা—সমাজ থেকে বা গৃহ থেকে বিতাড়িত।

মঙ্গল চতুর্থে

এটি সাধারণত একটি অশুভ যোগ। মঙ্গল যদি বিশেষ বলবান্ এবং শুভগ্রহের দ্বারা বিশেষ অনুগৃহীত না হয়, তাহলে এই যোগে দুর্ভাগ্য ও দারিদ্র্য নিয়ে আসে এবং জাতক জীবনে কখনো শান্তি পান না। গার্হস্থ্য ব্যাপারে জাতকের নানারকম ঝঞ্ঝাট এবং বিবাদ-বিসম্বাদ হয়ে থাকে—তাঁকে কুদৃশ্য বাসগৃহে এবং অশোভন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বাস করতে হয়। প্রায়ই ভগ্ন বা পুরাতন গৃহে তাঁর বাস হয়ে থাকে, এবং কোন দুর্ঘটনায় বা মামলা-মোকদ্দমায় তাঁর গৃহ বা ভূমি নষ্ট হতে পারে। বাড়ীর মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ অথবা বাড়ী নিয়ে বিবাদ-বিসম্বাদ অবশ্যম্ভাবী। জাতকের শেষ জীবনে নানারকম দুঃখ কষ্ট আসে এবং যে সময় বিশ্রামের দরকার সে সময়েও তাকে বাধ্য হয়ে পরিশ্রম করতে হয়। কোন দুর্ঘটনায় জাতকের জীবনী শক্তি হ্রাস পেতে পারে এবং মঙ্গল যদি শনি, প্রজাপতি অথবা রাহু দ্বারা পীড়িত হয়, তাহলে অপঘাত মৃত্যুও বিচিত্র নয়। জাতকের পিতামাতার দিক থেকে প্রায়ই দুঃখ আসে এবং তাঁদের সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ার আশঙ্কা আছে। জাতকের আসবাব-পত্র,

পোষাক পরিচ্ছদ, মূল্যবান্ হলেও, শোভন ও সুরুচিসঙ্গত হয় না। জাতকের মধ্যে সংযম ও সঞ্চয়শীলতার অভাব লক্ষিত হয়।

এই মঙ্গল শুভগ্রহের দ্বারা অনুগৃহীত হলে, ভূসম্পত্তি এবং গৃহভূমি সম্বন্ধে শুভফল দেয় বটে, কিন্তু তবুও নানারকম ঝঞ্ঝাট-অশান্তির সৃষ্টি করে। চতুর্থস্থ মঙ্গল যদি রবি, চন্দ্র অথবা বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে অশুভফলগুলি অনেকটা নষ্ট করে।

চতুর্থস্থ মঙ্গল বেশী পীড়িত হলে, জাতক শেষ বয়সে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত হন, এবং রাহু, বরুণ প্রভৃতি দ্বারা পীড়িত হলে, তাঁকে পঙ্গু বা ভিক্ষাজীবী হতে হয়। শনির দ্বারা পীড়িত হলে—অঙ্গহানির বা অঙ্গবিকৃতির ভয় আছে।

বুধ চতুর্থে

সাধারণত পারিবারিক ঝঞ্ঝাট ও গৃহস্থালীর ব্যাপার নিয়ে জাতকের মন ব্যাপৃত থাকে। তাঁর পরিবার মধ্যে নানাকারণে প্রায়ই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, এবং তাঁর বাসগৃহ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা প্রায় লেগেই থাকে। পিতা মাতার সংশ্রবে বা পারিবারিক ব্যাপারের সংশ্রবে সমাজে কোন রকম দুর্নাম বা অপবাদ প্রচার হতে পারে এবং পিতামাতার জন্য বা পৈত্রিক সম্পত্তির জন্য জাতকের জীবনে অনেক অশান্তি আসে। তাঁর মুখস্থ করবার শক্তি প্রায়ই বেশী হয়। সঞ্চয়ের দিকেও তাঁর একটা ঝোঁক থাকতে পারে কিন্তু অনেক সময় দরকারী জিনিষের চেয়ে কতকগুলো বাজে বেদরকারী জিনিষই তিনি জড়ো কোরে রাখেন। তাঁর শরীরে বিষ-প্রবেশ হবার আশঙ্কা আছে, বিশেষ কোরে, বুধ যদি পীড়িত হয়। তাঁর সঞ্চিত অর্থ অনেক সময় অবিবেচনার জন্য নষ্ট হয়ে যায়।

চতুর্থস্থ বুধ খুব ভাল ফল কখনই দিতে পারে না, এবং যদি পীড়িত

হয়, তাহলে তার ফল খুবই খারাপ হয়। সেক্ষেত্রে জাতক এক জায়গায় বেশীদিন থাকতে পারেন না এবং তিনি নিজেকে প্রতিবেশীদের সঙ্গে কখনই ভাল রকম খাপ খাওয়াতে পারেন না। শনি অথবা মঙ্গল দ্বারা পীড়িত হলে—চুরি বা প্রতারণা দ্বারা জাতকের অর্থ বা সম্পত্তি নষ্ট হয়।

চতুর্থস্থ বুধ যদি শুক্র, রবি অথবা চন্দ্রের দ্বারা অনুগৃহীত হয় তাহলে জাতকের মানসিকতা খুব উচ্চ শ্রেণীর হয়ে থাকে এবং কুফলগুলি কতকটা কমে। কিন্তু তবুও, যোগ্যতার অনুপাতে উন্নতির সুযোগ তিনি পান না। এই বুধ যদি বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত হয় এবং নিজেও বলবান থাকে, শুধু তাহলেই, জাতক শেষ পর্য্যন্ত সফলতা অর্জ্জন করতে পারেন।

বৃহস্পতি চতুর্থে

যদি দুর্ব্বল এবং পাপ-পীড়িত না হয়, তাহলে এ একটি প্রবল শুভযোগ। জাতকের জীবন বেশ সুখে কাটে এবং গার্হস্থ্য ও পারিবারিক ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট আনন্দ পান। পিতামাতার সংশ্রবে জাতক যথেষ্ট লাভবান্ হন এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাঁর খুব সৌহার্দ্দ্য থাকে। তাঁর গৃহ এবং আসবাবপত্র বেশী মূল্যবান্ না হলেও শোভন ও কার্য্যোপযোগী হয়। তাঁর জীবনীশক্তি খুব বেশী হয়ে থাকে, এবং ভাল খাওয়া, ভাল পরা ও যথোচিত বিশ্রামের অভাব তাঁর ঘটে না। শেষ বয়স তাঁর খুব স্বচ্ছন্দে কাটে। পরিবারবেষ্টিত হয়ে সুখে ও সজ্ঞানে তাঁর মৃত্যু হওয়া সম্ভব।

এই বৃহস্পতি যদি রবি, চন্দ্র অথবা শনির দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতক বিশেষ সৌভাগ্যশালী হন। তাঁর যথেষ্ট অর্থ-সম্পত্তি হয়ে থাকে এবং শেষ জীবনে তিনি সমাজে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা পেয়ে থাকেন। এই যোগে রাজার কাছে সম্মান-প্রাপ্তিও অসম্ভব নয়। রাহুর অথবা

মঙ্গলের দ্বারা. অনুগৃহীত হলে—জাতক খুব ভোগী হয়ে থাকেন এবং জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি রাজভোগে কাটিয়ে যান।

এই বৃহস্পতি যদি চন্দ্র, মঙ্গল অথবা রাহুর দ্বারা পীড়িত হয়, তাহলে অপব্যয়ে জাতকের অর্থ বা সম্পত্তি নষ্ট হয়, এবং তিনি বাল্যকালেই হয়ত পিতামাতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হন। অনেক সময় সম্পত্তি পেয়ে তা আবার নষ্ট হয়ে যায়। শুক্রের দ্বারা পীড়িত হলে—পারিবারিক ব্যাপারে নানারকম ঝঞ্ঝাট নিয়ে আসে, বিশেষ কোরে, স্ত্রী-পুত্রের জন্য জাতকের অনেক দুর্ভোগ যায়। জাতকের মধ্যে বহুমূত্র রোগের অথবা রক্তে চাপাধিক্যের প্রবণতা থাকতে পারে। শনি অথবা ক্ষীণচন্দ্র দ্বারা পীড়িত হলে—সৌভাগ্যহানি ও দারিদ্র্যযোগ হয়, সাধারণত অর্থসম্পত্তি পেয়ে জাতক আবার সব নষ্ট কোরে ফেলেন। জাতকের মধ্যে যে কোন রকম ক্ষয়রোগের প্রবণতা থাকা সম্ভব।

শুক্র চতুর্থে

এটিও চতুর্থস্থ বৃহস্পতির মতো একটি শুভযোগ, অবশ্য শুক্র যদি দুর্ব্বল এবং পীড়িত না হয়। জাতকের জীবন শান্তিতে না হোক, সুখে কাটে। পিতামাতার পক্ষ থেকে জাতকের বেশ সুখ হয়, এবং সাধারণত পারিবারিক ব্যাপারে বিশেষ কিছু দুঃখ উপস্থিত হয় না। জাতকের গৃহ এবং সাজসজ্জা ও আসবাবপত্র সুন্দর হয় এবং তাঁর যানবাহনের সুখ হওয়া সম্ভব। জাতকের গৃহে উৎসবাদি প্রায়ই হয়, এবং বহু আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব তাঁর গৃহে প্রায় আসেন। প্রতিবেশীদের সঙ্গে জাতকের হৃদ্যতা থাকে এবং শেষ জীবনে অবস্থা খুব সচ্ছল হওয়া সম্ভব।

চতুর্থস্থ শুক্র যদি রবির দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতক জীবনে যথেষ্ট সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন। চন্দ্রের দ্বারা অনুগৃহীত হলে—

লোকপ্রিয়তা ও ভূসম্পত্তি লাভ হয়। মঙ্গলের দ্বারা—সামাজিকতা ও সরস বাক্য। বুধের দ্বারা—তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতি। বৃহস্পতির দ্বারা—বিশেষ পারিবারিক সুখ ও সৌভাগ্য। শনির দ্বারা—অর্থ ও প্রতিষ্ঠা। রাহুর দ্বারা—পারিবারিক উৎসবে বহুব্যয়। প্রজাপতি দ্বারা—নিজের উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা লাভ। বরুণের দ্বারা—অপ্রত্যাশিত ভাবে পরধন প্রাপ্তি।

চতুর্থস্থ শুক্র পীড়িত হলে শেষ জীবনে অর্থহানি বা ক্ষতি এবং পারিবারিক ব্যাপারে মনোকষ্ট নির্দ্দেশ করে। যদি বৃহস্পতি দ্বারা পীড়িত হয়, তাহলে স্ত্রী বা পুত্রের জন্য বহু দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। শনির দ্বারা পীড়িত হলে—অর্থের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা। মঙ্গল অথবা রাহুর দ্বারা পীড়িত হলে—ইন্দ্রিয়পরায়ণতার জন্য অপব্যয় ও জীবনীশক্তির হ্রাস। চন্দ্রের দ্বারা—লোকপ্রিয়তার হানি এবং স্ত্রী বা অন্য কোন স্ত্রীলোকের দ্বারা শত্রুতা এবং ভূসম্পত্তির ব্যাপারে অর্থহানি।

শনি চতুর্থে

সাধারণত অসামাজিক প্রকৃতি নির্দ্দেশ করে। জাতকের সহজে কারো সঙ্গে বনে না, তিনি কৃপণপ্রকৃতির লোক এবং একলা থাকতে ভালবাসেন। তাঁর ঘাড়ে এমন কোন দায়িত্ব বা বোঝা থাকতে পারে, যাতে তাঁর উন্নতির পথে বাধা উপস্থিত হয়। পারিবারিক কারণে এবং পিতামাতার জন্যও তাঁর উন্নতির বাধা হয়। শনি যদি বলবান্ এবং অনুগৃহীত না হয়, তাহলে জাতক কখনই বিশেষ উন্নতি করতে পারেন না এবং ইচ্ছা কোরেই হোক্ আর বাধ্য হয়েই হোক্, তাঁকে সংযত ও মিতব্যয়ী হতে হয়। সাংসারিক ও পারিবারিক ব্যাপারে তাঁর অনেক দুঃখ আসে এবং তাঁকে নানারকম অসুবিধার মধ্যে বাস করতে হয়।

তাঁর বাসগৃহ ও বাসভূমির মধ্যে স্বচ্ছন্দতার অভাব থাকবেই। আহার-বিহারে এবং সাজসজ্জায় বিলাস তাঁর ভাগ্যে ঘটে না। তাঁর দেহ কখনই খুব স্থূল হয় না।

এই চতুর্থস্থ শনি যদি দুর্ব্বল ও পীড়িত হয়, তাহলে তা অত্যন্ত অশুভ যোগ। জাতক কখনই বেশী উন্নতি করতে পারেন না এবং তাঁর দারিদ্র্য কখনও ঘোচে না।

চতুর্থস্থ শনি রবির দ্বারা পীড়িত হলে, জাতকের শেষ জীবনে কর্ম্মহানি এবং সম্মানহানির আশঙ্কা আছে এবং জীবনের কোন না কোন সময়ে তিনি ফৌজদারী ব্যাপারে জড়িত হয়ে অপদস্থ হতে পারেন। চন্দ্র, বৃহস্পতি অথবা শুক্রের দ্বারা পীড়িত হলে—দারিদ্র্য ও অর্থকষ্ট এবং পৈত্রিক সম্পত্তি নাশ। কেতু দ্বারা পীড়িত হলে—সমাজ ত্যাগ বা গৃহত্যাগ। মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হলে—অস্ত্রাঘাত বা অঙ্গহানির আশঙ্কা।

চতুর্থস্থ শনি যদি বলবান্ হয় এবং রবি অথবা চন্দ্র দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতক নিজের চেষ্টা, পরিশ্রম এবং মিতব্যয়িতা দ্বারা অর্থ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন। বৃহস্পতি অথবা শুক্রের দ্বারা অনুগৃহীত হলে—জাতক নিজের চেষ্টায় অর্থসম্পত্তি লাভ কোরে ঐশ্বর্য্যশালী ব'লে পরিচিত হতে পারেন।

রাহু চতুর্থে

পারিবারিক এবং গৃহস্থালীর ব্যাপারে জাতক কখনই শৃঙ্খলা আনতে পারেন না। তাঁকে অধিকাংশ সময়েই বিশৃঙ্খল আবেষ্টনের মধ্যে বাস করতে হয়। প্রবাস এবং পরগৃহবাস চতুর্থস্থ রাহুর একটা ফল। জাতকের পৈত্রিক বাসস্থান ত্যাগ কোরে দূরদেশে বাস করা সম্ভব। পিতামাতার সংশ্রবে এবং পারিবারিক ব্যাপারে নানা গোলযোগ ও

অশান্তি উপস্থিত হয় এবং পিতামাতার দোষে উন্নতির অনেক বাধা আসে। জাতকের পারিবারিক ও সাংসারিক ব্যাপারে অতিরিক্ত ব্যয় হলেও শান্তি থাকে না। জাতককে অনেক সময় পিতা-মাতা এবং স্ত্রী-পুত্রের সংশ্রব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে হয়। শেষ জীবনে জাতককে অনেক ভ্রমণ করতে হয় এবং প্রবাসে, পরগৃহে তাঁর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটা বিচিত্র নয়। বাসগৃহ এবং সাজসজ্জার ব্যাপারে তাঁর নানারকম পরিবর্ত্তন ঘটে। কখনো সুরম্য প্রাসাদে—কখনো পর্ণকুটিরে বাস করতে হয়। কখনো বহুমূল্য সাজসজ্জায় ভূষিত হয়ে থাকেন আবার কখনো সামান্য বেশে সাধারণভাবে থাকেন।

চতুর্থস্থ রাহু দুর্ব্বল এবং পীড়িত হলে, তাঁর পারিবারিক জীবন অত্যন্ত দুঃখময় হয়, এবং এক জায়গায় স্থির হয়ে বাস করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

চতুর্থস্থ রাহু যদি শুক্র অথবা বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতকের ভ্রমণের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন হয়।

কেতু চতুর্থে

এ যোগটিও চতুর্থস্থ মঙ্গলের মতোই অশুভ। জাতকের পরগৃহবাস অবশ্যম্ভাবী। পিতামাতার সংশ্রবে এবং পারিবারিক ব্যাপারের সম্পর্কে জাতকের জীবনে নানারকম দুর্ঘটনা ঘটে। কোন রকম দৈব উৎপাতে অথবা চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা প্রভৃতিতে জাতকের পৈত্রিক অর্থ ও সম্পত্তি নষ্ট হবার আশঙ্কা আছে। শেষ বয়সে জাতকের সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করা বিচিত্র নয়। কেতু বিশেষ পীড়িত হলে, জাতক মাতৃস্তন্যে বঞ্চিত হতে পারেন। জাতকের বাসভূমি বা বাসগৃহ সম্বন্ধে নানারকম কষ্ট যায় এবং কোন দুর্গম বা বিপদসঙ্কুল স্থানে অথবা পোড়ো বা ভূতুড়ে বাড়ীতে তাঁকে বাস করতে হতে পারে। অনেক

সময় নীচ, ম্লেচ্ছ বা চোর, ডাকাত, গুণ্ডার সংশ্রবে বাস করাও বিচিত্র নয়। শেষ জীবনে জাতককে বিশেষ বিপদ্‌গ্রস্ত হতে হয়, এবং তাঁর কোন রকম বন্ধনের মধ্যে থাকাও সম্ভব। অথবা নির্জ্জনে আত্মীয়বন্ধুর সংশ্রববিহীন স্থানে তাঁর মৃত্যু হতে পারে।

চতুর্থস্থ কেতু যদি রবি, চন্দ্র অথবা বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতকের অসাধারণ প্রতিষ্ঠা এবং সহসা বহু অর্থলাভ হয়।

চতুর্থস্থ কেতু যদি শনি অথবা মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হয়, তাহলে শেষ জীবনে জাতকের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য হয় এবং তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তি সমস্ত নষ্ট হয়ে যায়। এই যোগে জাতকের কোন বিপদ্‌পাতে অকস্মাৎ মৃত্যুও হতে পারে।

• চতুর্থে কেতু থাকলে সাধারণতঃ মার তরফ থেকে অভাবনীয় দুঃখ এসে উপস্থিত হয়।

প্রজাপতি চতুর্থে

চতুর্থস্থ প্রজাপতির একটা বিচ্ছেদমূলক প্রভাব আছে। জাতক এক পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বেশীদিন বাস করতে পারেন না সহসা তাঁর স্থান পরিবর্ত্তন হয়ে থাকে। পারিবারিক ব্যাপারেও তাঁর নানারকম অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয় এবং সহসা পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়। অনেক সময় তিনি নিজের সমাজ বা পরিবার ত্যাগ কোরে অন্য সমাজের বা পরিবারের আশ্রয় গ্রহণ করেন। পিতামাতার সম্পর্কে তাঁর জীবনে অনেক অদ্ভুত এবং দুঃখজনক অভিজ্ঞতা আসে—এবং শেষ পর্য্যন্ত তিনি সর্ব্বসংশ্রব-বিচ্ছিন্ন হয়ে একক জীবনযাপন করতে পারেন—যদি কাজে না ঘটে ওঠে, তাহলে অন্ততঃ মনে মনে তিনি সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন কোরে ফেলেন। শেষ বয়সে তাঁর জীবনে সহসা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটে এবং অনেক সময়

অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁর অবনতি হয়। যদি আধ্যাত্মিকতার যোগ থাকে তাহলে সর্ব্বস্ব ত্যাগ কোরে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারেন।

চতুর্থস্থ প্রজাপতি যদি রবি অথবা বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতক উচ্চপদ বা প্রতিষ্ঠা অথবা প্রশংসা পেতে পারেন—কিন্তু চতুর্থস্থ প্রজাপতি কখনই বেশী সামাজিক করে না।

এই প্রজাপতি যদি রবি অথবা চন্দ্র দ্বারা পীড়িত হয় তাহলে কোন দুরারোগ্য ব্যাধি (পক্ষাঘাত প্রভৃতি) হতে পারে যাতে এক জায়গায় আবদ্ধ হয়ে থাকতে হয়। মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হলে—সহসা বা অপঘাতে মৃত্যু হওয়াও বিচিত্র নয়।

বরুণ চতুর্থে

পারিবারিক ব্যাপারে এত বিচিত্র ও অদ্ভুত অভিজ্ঞতার যোগ আর নেই। জাতকের পরিবার মধ্যে কোন গুপ্তরহস্য থাকতে পারে, অথবা জাতককে যে কোন কারণে হোক্ অজ্ঞাতবাসে থাকতে হয়। তাঁর পারিবারিক ব্যাপারে শৃঙ্খলা আনা কঠিন এবং অনেক সময় অপ্রত্যাশিত ঘটনায় তাঁর পারিবারিক অবস্থা সব ওলট-পালট হয়ে যায়। বাসগৃহ সম্বন্ধে তাঁর অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয় এবং অনেক সময় নিজের গৃহ থাকতেও পরগৃহে বাস করতে হয়। এক এক সময় জাতককে এক এক রকম আবেষ্টনের মধ্যে থাকতে হয়। এবং কোন না কোন সময়ে তাঁকে হাঁসপাতালে, আশ্রমে, দেবালয়ে বা এই ধরণের কোন প্রতিষ্ঠানে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। জীবনের শেষে হয় তাঁর বৈরাগ্য আসে, আর না হয়, কোনরকম পঙ্গুত্ব বা বন্ধনের মধ্যে জীবন

কাটে। কোন বিপজ্জনক স্থানে বা অদ্ভুত সঙ্গী বেষ্টিত হয়ে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়।

চতুর্থস্থ বরুণ যদি রবি অথবা চন্দ্র দ্বারা পীড়িত হয়, তাহলে জাতকের শারীরিক অথবা মানসিক কোন রকম পঙ্গুত্ব থাকা সম্ভব। কিন্তু যদি রবি, চন্দ্র অথবা বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে তাঁর মধ্যে কোন অসাধারণ দৈবী শক্তির বিকাশ হতে পারে।

চতুর্থস্থ বরুণ যদি শনি, বুধ অথবা রাহু দ্বারা পীড়িত হয়, তাহলে জাতককে শেষ বয়সে জড়পিণ্ডের মত থাকতে হয়। শুক্র অথবা মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হলে, জাতক ধর্ম্ম-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত হন, এবং বিশেষ কোরে, মাদক এবং ইন্দ্রিয়সেবার দিকে তাঁর অতিরিক্ত ঝোঁক থাকতে পারে।

পঞ্চম ভাব

রবি পঞ্চমে

যদি পীড়িত না হয়, জাতকের কল্পনাশক্তি খুব প্রখর হয়, এবং তিনি সাধারণতঃ আনন্দপ্রিয় হয়ে থাকেন। প্রণয়ের ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট আনন্দ পেয়ে থাকেন, এবং কলা বা শিল্পের ব্যাপারেও তাঁর আনন্দ-লাভ সম্ভব। তাঁর মধ্যে উদ্ভাবনী শক্তি আছে, এবং এই উদ্ভাবনী শক্তির জন্য তিনি গৌরব পেতে পারেন। জাতকের সন্তান সম্বন্ধে ফল খুব ভাল হয় না, এবং রবি বিশেষ অনুগৃহীত না হলে, প্রথম সন্তান দীর্ঘজীবী হয় না। অনেক সময়, প্রথম সন্তান গর্ভে বা সূতিকাগারেই নষ্ট হয়ে যায়। জাতককে উৎসব ও আমোদ-প্রমোদের ব্যাপারে প্রায়ই লিপ্ত থাকতে হয়।

পঞ্চমস্থ রবি পীড়িত হলে, কোন রকম স্পেকুলেশন অথবা আমোদ-প্রমোদে ক্ষতি হয়, এবং নিজের অহমিকার জন্য স্নেহপ্রীতির ব্যাপারে অনেক কষ্ট আসে। শনি, মঙ্গল অথবা রাহুর দ্বারা পীড়িত হলে, সন্তান-হানি এবং তার জন্য মনোকষ্ট অবশ্যম্ভাবী, এবং জাতককে প্রায়ই আশাভঙ্গের দুঃখ পেতে হয়।

পঞ্চমস্থ রবি যদি বৃহস্পতি, চন্দ্র অথবা শুক্রের দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতকের জীবন বেশ আনন্দে কাটে। তাঁর অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষা সফল হয়।

চন্দ্র পঞ্চমে

স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে জাতকের নানারকম উদ্বেগ ও চিন্তা উপস্থিত হয়। জাতকের, অনেক সময়, একমাত্র পুত্র থাকে, এবং পুত্রের জন্য উদ্বেগ ও আশঙ্কার অন্ত থাকে না। প্রণয়ের ব্যাপারে জাতকের প্রায়ই একনিষ্ঠতা থাকে না, এবং সে সম্বন্ধে তাঁর নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা হওয়াও অসম্ভব নয়। আমোদ-প্রমোদের দিকে তাঁর একটা স্বাভাবিক ঝোঁক থাকা সম্ভব।

পঞ্চমস্থ চন্দ্র শুভগ্রহের দ্বারা অনুগৃহীত এবং বলবান্ হলে, জাতকের বহু সন্তান হয়ে থাকে, এবং স্নেহপ্রীতির ব্যাপারে তিনি বিশেষ আনন্দ পেয়ে থাকেন। বৃহস্পতি, মঙ্গল, বরুণ অথবা রাহু দ্বারা অনুগৃহীত হলে, জাতকের সহসা অর্থ বা সম্পত্তি লাভ হওয়া সম্ভব, এবং প্রণয়ের ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট আনন্দ হয়ে থাকে। বুধ, বৃহস্পতি অথবা শুক্রের দ্বারা অনুগৃহীত হলে, জাতকের কল্পনাশক্তি ও মানসিকতা উচ্চ শ্রেণীর হয়, এবং শিল্প বা সাহিত্যে তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশ পেতে পারে

পঞ্চমস্থ চন্দ্র পীড়িত হলে, স্নেহপ্রীতির ব্যাপারে জাতকের অনেক দুঃখ আসে, এবং তাঁর নৈতিক চরিত্র সব সময় বিশুদ্ধ থাকে না। বিশেষতঃ, চন্দ্র যদি মঙ্গল অথবা রাহু দ্বারা পীড়িত হয়, তাহলে নৈতিক অবনতির আশঙ্কা খুব বেশী থাকে।

মঙ্গল পঞ্চমে

সন্তান সম্বন্ধে ভাল যোগ নয়. যদি না বৃহস্পতির দ্বারা বিশেষ অনুগৃহীত হয়। জাতকের সন্তান নষ্ট হয়, এবং অনেক সময় একটিমাত্র পুত্র থাকে। জাতক হঠকারী হয়ে থাকেন, এবং হিসাব-জ্ঞান বা বিবেচনা কম হওয়ার জন্য তাঁকে অনেক সময় আশাভঙ্গের দুঃখ পেতে

হয়। জাতকের মধ্যে ব্যয়বাহুল্যের প্রবণতা থাকা সম্ভব, এবং প্রণয়ের ব্যাপারে অবিবেচনার জন্য ঝঞ্ঝাট ও অশান্তির সৃষ্টি হতে পারে। নিজের প্রবৃত্তি দমন করতে না পারার জন্য তাঁর অনেক দুঃখ আসে, এবং বিলাস, ব্যসন, প্রভৃতিতে অর্থহানি ও বিপদের আশঙ্কা আছে।

পঞ্চমস্থ মঙ্গল পীড়িত হলে, স্নেহ-প্রীতির ব্যাপার নিয়ে বা যৌন প্রেমের ব্যাপার নিয়ে বিবাদ বিসম্বাদ ও মনোকষ্ট সূচিত হয়। তা ছাড়া, দ্যূতক্রীড়া, ফাটকা, প্রভৃতির দিকে একটা প্রবল ঝোঁকও আসতে পারে।

পঞ্চমস্থ মঙ্গল যদি রবি, চন্দ্র, বৃহস্পতি, রাহু অথবা বরুণের দ্বারা পীড়িত হয়, তাহলে অমিতাচার ও ব্যসনের জন্য বহু দুঃখ উপস্থিত হয়, এবং জাতকের নৈতিক বোধ কম হওয়া সম্ভব। প্রজাপতি দ্বারা পীড়িত হলে—প্রায়ই অপাত্রে অর্পিত অসঙ্গত প্রীতির জন্য তীব্র দুঃখ ভোগ করতে হয়।

পঞ্চমস্থ মঙ্গল অনুগৃহীত হলে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বা উদ্ভাবনী শক্তি দেয় বটে, কিন্তু জাতকের মধ্যে সংযম ও সঙ্গতি-জ্ঞানের কিছু না কিছু অভাব থাকেই, এবং তাঁর অপব্যয় ও বৃথা ব্যয়ের প্রবণতা বিশেষ কমে না।

বুধ পঞ্চমে

জাতকের মনোভাব প্রকাশ করবার বেশ শক্তি থাকে। স্নেহ-প্রীতির ব্যাপার নিয়ে তাঁর মন খুব বেশী ব্যাপৃত থাকে, এবং সন্তানের সম্বন্ধে তাঁকে প্রায়ই চিন্তিত থাকতে হয়। জাতকের কল্পনাশক্তি খুব বেশী, কিন্তু তাঁর মধ্যে দৃঢ়তার অভাব এবং চাঞ্চল্য থাকা সম্ভব। খুব সহজে শেখবার এবং অনুকরণ করবার শক্তি তাঁর মধ্যে আছে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা চিন্তা তাঁর মনে বরাবরই লেগে থাকে।

পঞ্চমস্থ বুধ যদি শনি অথবা বৃহস্পতি দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে

জাতকের ব্যবসা-বাণিজ্যে দক্ষতা এবং তা থেকে লাভ হওয়া সম্ভব। শুক্রের দ্বারা অনুগৃহীত হলে—তাঁর মধ্যে বহু-মুখীনতা এবং কলা, শিল্প, সাহিত্য, প্রভৃতিতে কৃতিত্ব প্রকাশ পায়।

পঞ্চমস্থ বুধ পীড়িত হলে, স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে এবং সন্তানের জন্য ক্রমাগত দুশ্চিন্তা ও অশান্তি ভোগ করতে হয়। মঙ্গল, রাহু বা প্রজাপতি দ্বারা পীড়িত হলে—প্রণয়-ঘটিত ব্যাপারে অপবাদ, এবং অনেক সময়, তা থেকে মামলা-মোকদ্দমা বা অন্য কোন রকম প্রকাশ্য কেলেঙ্কারিও হতে পারে।

বৃহস্পতি পঞ্চমে

যদি পীড়িত না হয়, তাহলে খুব ভাল যোগ। জাতকের মানসিকতা শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর হয়, এবং নিজের জ্ঞানের দ্বারা প্রবৃত্তি সংযম করবার ক্ষমতা তাঁর থাকে। প্রণয়ের এবং স্নেহ-প্রীতির ব্যাপার থেকে তাঁর লাভ হওয়া সম্ভব। তাঁর মধ্যে ভক্তি ও প্রেম প্রবল হলেও, তার প্রকাশ কখনো বৈধ সীমা অতিক্রম করে না। কোন রকম স্পেকুলেশন বা নূতন ধরণের ব্যবসায়ে তাঁর বিশেষ ভাগ্যবৃদ্ধি হওয়া সম্ভব। মনোমত সন্তান, এবং সন্তানের তরফ থেকে সুখও এর একটা ফল।

এই বৃহস্পতি যদি অনুগৃহীত হয়, বিশেষ কোরে যদি রবি, চন্দ্র অথবা শনির দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতক বিশেষ সৌভাগ্যশালী হন। মঙ্গলের দ্বারা অনুগৃহীত হলে, ফাটকায় বা লটারীতে হঠাৎ টাকা পাবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। পঞ্চমস্থ বৃহস্পতি চন্দ্রের দ্বারা অনুগৃহীত হলে, গ্রন্থকার হিসাবে খ্যাতি হওয়া সম্ভব।

পীড়িত হলে, পঞ্চমস্থ বৃহস্পতির শুভফল অনেক পরিমাণে কমে যায়।

বিশেষতঃ, চন্দ্র অথবা শনির দ্বারা পীড়িত হলে, জাতকের নানারকমে অর্থহানি, এবং দেহপীড়ার জন্য মনোকষ্ট হয়ে থাকে।

শুক্র পঞ্চমে

জাতকের কল্পনাশক্তি ও রসবোধ বেশ পরিণত হয়ে থাকে। অপরকে আনন্দ দেবার ক্ষমতা তাঁর মধ্যে যথেষ্ট আছে—কাজেই, অন্য অনুকূল যোগ থাকলে, জাতক কবি, শিল্পী বা সাহিত্যিক হতে পারেন। যৌন প্রেমের ব্যাপারে জাতকের অনেক সুখজনক অভিজ্ঞতা হতে পারে, এবং জাতকের বহু পুত্র বা কন্যা হওয়া সম্ভব, যদি শুক্র পীড়িত না হয়। স্পেকুলেশন বা অন্য কোন রকম দ্যূতক্রীড়ায় তাঁর লাভ হওয়ার খুব সম্ভাবনা আছে। পঞ্চমস্থ শুক্র জাতককে প্রায়ই আমোদপ্রিয় করে।

পঞ্চমস্থ শুক্র অনুগৃহীত হলে, স্নেহপ্রীতির ব্যাপারে জাতক প্রায়ই আনন্দ পেয়ে থাকেন, এবং প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে তাঁর অনেক সাফল্য হয়।

পঞ্চমস্থ শুক্র পীড়িত হলে, যৌন প্রেমের ব্যাপারে অনেক দুঃখ আসে। প্রজাপতি দ্বারা পীড়িত হলে—প্রণয়ের সংশ্রবে নানা রকম রোমান্টিক ব্যাপার, এবং তা থেকে অশান্তি ও ঝঞ্চাট উপস্থিত হয়। চন্দ্র বা শনির দ্বারা—প্রণয়ের ব্যাপারে আশাভঙ্গ ও মনোকষ্ট। রাহু বা মঙ্গলের দ্বারা —অবৈধ প্রেম এবং তার জন্য অশান্তি।

শনি পঞ্চমে

স্নেহপ্রীতির ব্যাপারে জাতকের মন খুব বেশী সাড়া দেয় না। তাঁর কল্পনা ব্যবহারিক জগতেই অভিব্যক্ত হয়। প্রণয়ের ব্যাপারে তাঁর মধ্যে বিশেষ আবেগ কখনই প্রকাশ পায় না। প্রণয়ের ব্যাপারে হয় তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেন, না হয়, প্রণয়ের ব্যাপারে আশাভঙ্গ হয়ে, একটা

গভীর নৈরাশ্য তাঁর মনে চিরস্থায়ী আশ্রয় গ্রহণ করে। সন্তানাদির ব্যাপারেও পঞ্চমস্থ শনি নানারকম দুঃখ বা বাধাবিঘ্নের সৃষ্টি করে। চন্দ্র বা শুক্রের দ্বারা অনুগৃহীত না হলে, অনেক সময় জাতকের একটি মাত্র পুত্র থাকে। কোন রকম সাহসিক বা অভিনব কাজে জাতকের বিশেষ সুবিধা হয় না, কিন্তু সাধারণত গতানুগতিক কাজে, বা যে কাজে হঠাৎ বিশেষ লোকসানের ভয় নেই, এরকম কোন কাজে, জাতকের অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে। জাতকের মধ্যে কূটবুদ্ধি থাকা সম্ভব।

পঞ্চমস্থ শনি পীড়িত হলে, স্নেহপ্রীতির ব্যাপারে বিশেষ মনোকষ্ট, সন্তানজনিত দুশ্চিন্তা এবং ব্যবসায়ে ক্ষতি হয়।

পঞ্চমস্থ শনি অনুগৃহীত হলে, জাতক নিজের বিষয়-বুদ্ধির সাহায্যে বিশেষ উন্নতি করতে পারেন।

অনুগৃহীত হলেও, পঞ্চমস্থ শনি কিছু হৃদয়হীনতা ও সহানুভূতির অভাব দেয়ই।

রাহু পঞ্চমে

স্নেহপ্রীতির ব্যাপারে জাতকের আবেগ অতি প্রচণ্ড হয়ে থাকে। তাঁর ঈর্ষাও খুব প্রবল হয়। স্পেকুলেশনের দিকে, এবং যাতে অল্প সময়ের মধ্যে বেশী টাকা হয় এরকম কাজের দিকে তাঁর ঝোঁক থাকা সম্ভব। সন্তানের ব্যাপারে তাঁর জীবনে অনেক দুঃখ আসে। পঞ্চমস্থ রাহু সন্তানের উৎপত্তিতে বাধা দেয় না, কিন্তু, তেমনি সন্তানহানিও করে। প্রণয়ের ব্যাপারেও আশাভঙ্গ, ঝঞ্ঝাট ও কেলেঙ্কারির আশঙ্কা আছে। জাতকের কল্পনা প্রায়ই উদ্দাম হয়, এবং তাঁর কল্পনার মধ্যে সঙ্গতি বা সামঞ্জস্যের অভাব লক্ষিত হতে পারে। আবেগের প্রাবল্যের জন্য, জাতকের মধ্যে হিষ্টিরিয়া বা নাড়ীমণ্ডলের অন্য কোন রকম বিকার অভিব্যক্ত হতে পারে।

পঞ্চমস্থ রাহু পীড়িত হলে, জাতককে ব্যসনাসক্ত করে। জুয়া, ব্যভিচার এবং মাদকের দিকে আকর্ষণ, এবং সেজন্য অর্থনাশ ও স্বাস্থ্যহানি হওয়াও অসম্ভব নয়—বিশেষতঃ, পীড়াকারক গ্রহের মধ্যে যদি মঙ্গল বা বরুণ থাকে, তাহলে প্রণয়ের ব্যাপারে জাতকের হিতাহিত বিবেচনার অভাব লক্ষিত হবেই।

পঞ্চমস্থ রাহু যদি বৃহস্পতি বা শুক্রের দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতক স্পেকুলেশনে অথবা জুয়ায় কি লটারিতে যথেষ্ট লাভ কোরে থাকেন।

কেতু পঞ্চমে

হৃদয়ের ব্যাপারে জাতক একেবারে উদাসীন হয়ে থাকেন, অথবা তাঁর স্নেহপ্রীতি অপাত্রে অর্পিত হয়, এবং তা অস্থানে খাপছাড়াভাবে প্রকাশ পায়। জাতকের সন্তান সম্বন্ধে ফল ভাল হয় না, তিনি অপুত্রক থাকতে পারেন। এরকম যোগে, অনেক ক্ষেত্রে জাতক পোষ্যপুত্র গ্রহণ কোরে থাকেন। স্নেহপ্রীতির ব্যাপারে জাতকের অদ্ভুত দুঃখ উপস্থিত হয়, এবং যৌন প্রেমের ব্যাপারে তাঁর আশাভঙ্গ ও সেজন্য মর্ম্মান্তিক দুঃখ উপস্থিত হতে পারে, বিশেষতঃ পঞ্চমস্থ কেতু যদি শনি অথবা মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হয়।

পঞ্চমস্থ কেতু যদি রবি, চন্দ্র অথবা বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জ্ঞানের দ্বারা জাতক বাসনা থেকে মুক্তি পেতে পারেন, এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় তাঁর সিদ্ধিলাভ অসম্ভব নয়।

পঞ্চমস্থ কেতু পীড়িত হলে, আজীবন আশাভঙ্গের দুঃখ পেতে হয়।

প্রজাপতি পঞ্চমে

প্রণয়ের ব্যাপারে জাতক খেয়ালী প্রকৃতির হয়ে থাকেন। তাঁর ধারণা সামাজিক রীতিনীতির বিরোধী হতে পারে। স্নেহের ব্যাপারে

জাতকের খামখেয়ালী হওয়া সম্ভব, এবং তিনি কখনই একনিষ্ঠ হন না। প্রেমের ব্যাপারে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। সন্তানের সম্বন্ধে তাঁর শুভ ফল হয় না। হয় সন্তান বিনষ্ট হয়, না হয় সন্তানের জন্য নানা রকম দুঃখ উপস্থিত হয়—এমন কি, সন্তানের সঙ্গে বিচ্ছেদও হতে পারে। সন্তানের সংশ্রবে নানা রকম বিচিত্র ঘটনা জাতকের জীবনে ঘটে। জাতকের মধ্যে কল্পনার মৌলিকতা বা অভিনবত্ব থাকা সম্ভব।

পঞ্চমস্থ প্রজাপতি পীড়িত হলে, যৌন মিলনের ব্যাপারে বৈচিত্র্য ও অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পেতে পারে। স্পেকুলেশনে বা জুয়ায় তাঁর ক্ষতি হওয়া সম্ভব, এবং সন্তানের ব্যাপারে কোনরকম অপবাদ বা কেলেঙ্কারিও হতে পারে।

পঞ্চমস্থ প্রজাপতি যদি রবি, বুধ অথবা বৃহস্পতি দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতকের মানসিকতা উচ্চ শ্রেণীর হয়ে থাকে, এবং নিজের শক্তিতে জাতক উন্নতি কোরে থাকেন। চন্দ্র, শুক্র অথবা বৃহস্পতি দ্বারা অনুগৃহীত হলে—ফাটকায়, জুয়ায় বা লটারিতে সহসা লাভ হওয়া সম্ভব।

বরুণ পঞ্চমে

হৃদয়ের ব্যাপারে জাতকের অদ্ভুত খেয়াল থাকা সম্ভব। যৌন প্রণয়ের সম্পর্কে তাঁর জীবনে অদ্ভুত, অসাধারণ ও রোমান্টিক ঘটনা ঘটে থাকে। সন্তানের ব্যাপারেও অনেক সময় তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়। জাতকের পুত্র মোটে না হতে পারে, এবং সেজন্য তিনি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করতে পারেন, অথবা তাঁর বহু সন্তান হয়, এবং সন্তানদের মধ্যে অনেকের শারীরিক বা মানসিক পঙ্গুত্বের জন্য তাঁর দুশ্চিন্তা ও ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হয়। অবৈধ প্রণয় এবং তার জন্য ঝঞ্ঝাট বা কেলেঙ্কারিও এ যোগের একটা ফল। মাদক, স্ত্রীলোক অথবা জুয়ার দিকে জাতকের অস্বাভাবিক আকর্ষণ

থাকতে পারে, বিশেষতঃ বরুণ যদি মঙ্গল বা রাহুর দ্বারা পীড়িত হয়। পঞ্চমস্থ বরুণ যদি রবি, চন্দ্র অথবা বৃহস্পতি দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে প্রণয়ের ব্যাপারে জাতকের আদর্শ খুব বেশী উচ্চ হয়ে থাকে। এ রকম ক্ষেত্রে জাতক অনেক সময় platonic loveএর পক্ষপাতী হয়ে থাকেন। তাঁর চরিত্র অসাধারণ রকম পবিত্র হয়ে থাকে। শনির দ্বারা অনুগৃহীত হলে—জাতক বিশেষ সংযমী হয়ে থাকেন।

পঞ্চমস্থ বরুণ পীড়িত হলে, জাতকের অস্বাভাবিক বুদ্ধি ও অস্বাভাবিক রুচির জন্য দুঃখভোগ করতে হবেই।

ষষ্ঠ ভাব

রবি ষষ্ঠে

জাতকের স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব অনুকূল নয়। স্বাস্থ্যের জন্য জাতককে প্রায়ই চিন্তিত থাকতে হয়—কিন্তু তিনি, যত্ন ও সাবধানতা অবলম্বন কোরে, স্বাস্থ্য প্রায়ই ভাল রাখতে পারেন। জাতক সাধারণতঃ পরিশ্রমী হয়ে থাকেন, কিন্তু তাঁর যোগ্যতার স্ফূরণের উপযোগী সুযোগ পাওয়া কঠিন। তাঁর প্রতিষ্ঠা ও সাফল্যের পথে অনেক বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হয়। জাতক যদি কাজের খাতিরেই কাজ করেন, তাহলে শান্তি পেতে পারেন—নতুবা, তাঁকে অনেক অশান্তি ও ঝঞ্ঝাট ভোগ করতে হয়। জাতক নিজের চেয়ে অপরের কাজ ভাল করতে পারেন, এবং অপরের অধীনে কাজ কোরে তাঁর কিছু লাভ হওয়াও সম্ভব। পিতৃপক্ষ থেকে শত্রুতা এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে বিরোধও এই যোগের একটি ফল।

এই রবি যদি অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতক অনেক বাধাবিঘ্নের পর কিম্বা বেশী বয়সে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা পেয়ে থাকেন—কিন্তু, সম্মান-প্রতিষ্ঠা স্থায়ী করবার জন্য তাঁকে বরাবর পরিশ্রম করতে হয়। ষষ্ঠস্থ রবি অনুগৃহীত হলে, জাতকের স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি প্রায়ই ভাল হয়।

ষষ্ঠস্থ রবি পীড়িত হলে, জাতকের স্বাস্থ্য খুব খারাপ হয়—তাঁর কোন স্থায়ী রোগ থাকা সম্ভব। তাঁর বংশগত কোন রোগ থাকাও অসম্ভব নয়। তাঁর জীবনীশক্তি খুব বেশী হয় না। শিরঃপীড়ার বা চক্ষু-পীড়ার প্রবণতা তাঁর মধ্যে থাকতে পারে।

ষষ্ঠস্থ রবি আহার-বিহারে উচ্চ রুচি দেয়।

চন্দ্র ষষ্ঠে

স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই ভাল যোগ নয়। নানা কারণে জাতকের স্বাস্থ্যহানি ঘটে। শ্লেষ্মা-পীড়া, পাকস্থলীর বৈকল্য এবং দন্তরোগের প্রবণতা তাঁর মধ্যে থাকার খুবই সম্ভাবনা। এই যোগ সঞ্চিত জীবনী-শক্তির বিরোধী। জাতক জীবনে বিশেষ স্বাস্থ্যসুখ কখনই ভোগ করতে পারেন না। কর্ম্মের ব্যাপারেও জাতকের অনেকরকম পরিবর্ত্তন ঘটে— ইচ্ছা কোরেই হোক্ কি বাধ্য হয়েই হোক্, তাঁকে কর্ম্ম পরিবর্ত্তন করতে হয়। এক কর্ম্মে এক ভাবে লেগে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। দুরূহ কর্ম্মের চেয়ে সহজসাধ্য কর্ম্মের দিকে জাতকের ঝোঁক বেশী। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্যহানি ঘটা অসম্ভব নয়। সাধারণের সংশ্রবে কোন কাজে তিনি লিপ্ত হতে পারেন, অন্ততঃ ঐ রকমের কাজের দিকে তাঁর বিশেষ ঝোঁক থাকেই। কিন্তু, এই যোগ স্বাধীন জীবিকার চেয়ে চাকরির বেশী অনুকূল। অপরের অধীনে কোন লঘু কাজ পেলে জাতক মোটের উপর স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন।

ষষ্ঠস্থ চন্দ্র পীড়িত হলে, স্বাস্থ্যহীনতার জন্য জাতককে অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়। তাঁর পারিবারিক ব্যাপারে নানা রকম ঝঞ্ঝাট আসে, এবং অনেক সময়ে সম্পত্তি নষ্ট হয়। জাতকের আজীবন কোন না কোন ঝঞ্ঝাট লেগে থাকেই।

ষষ্ঠস্থ চন্দ্র অনুগৃহীত হলে, জাতকের রোগভোগ কিছু কম হতে পারে, কিন্তু মোটের উপর স্বাস্থ্য বড় বেশী ভাল যায় না।

চন্দ্র ষষ্ঠস্থ হলে, আহার-বিহার সম্বন্ধে জাতকের রুচির স্থিরতা থাকে না। এক এক সময়ে জাতকের রুচি এক এক রকম হয়। সাধারণত জলীয় পদার্থ ও মিষ্ট দ্রব্যের দিকে তাঁর আকর্ষণ থাকা সম্ভব।

মঙ্গল ষষ্ঠে

হঠকারিতা অথবা অত্যাচারের জন্য জাতকের স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে। পতনাদিতে কোন রকম আঘাত লাগাও তাঁর পক্ষে বিচিত্র নয়। সাধারণতঃ প্রদাহমূলক কোনরকম ব্যাধির প্রবণতা তাঁর মধ্যে থাকা সম্ভব। জাতকের কাজে কর্ম্মে শক্তির পরিচয় পাওয়া যেতে পারে, এবং তাঁর দৈহিক শক্তিও বেশী হওয়া অসম্ভব নয়, (ষষ্ঠস্থ মঙ্গল অনেক সময় দৃঢ় পেশীবহুল দেহ দান করে)—কিন্তু, অত্যাচারের জন্য জাতকের জীবনী-শক্তির ক্ষয় হতে পারে। জাতক প্রায়ই কর্ম্মঠ এবং কর্ম্মপ্রিয় হয়ে থাকেন। সাহসিক এবং দুঃসাধ্য কর্ম্মের দিকে তাঁর ঝোঁক থাকে। তাঁর ভৃত্য-ভাগ্য বড় ভাল হয় না, এবং ভৃত্য বা অধীনস্থ কর্ম্মচারীর জন্য তাঁকে অনেক ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়। তা ছাড়া, অন্যের অধীনে কর্ম্ম করলেও, তাঁর পক্ষে খুব সুবিধা হয় না, কেন না, অপরের জন্যও তিনি অতিরিক্ত পরিশ্রম কোরে থাকেন, কিন্তু তার অনুপাতে পারিশ্রমিক পান না। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁর কোন কঠিন ব্যাধি হওয়া অসম্ভব নয়।

ষষ্ঠস্থ মঙ্গল আহারে তীব্র ও তীক্ষ্ণ দ্রব্যের পক্ষপাতী। জলীয় পদার্থের চেয়ে শুষ্ক পদার্থে এবং স্নিগ্ধের চেয়ে রুক্ষে জাতকের রুচি বেশী। নিরামিষের চেয়ে আমিষই তাঁর বেশী প্রিয়।

ষষ্ঠস্থ মঙ্গল পীড়িত হলে, হঠকারিতার জন্য যন্ত্রণাদায়ক পীড়ার সৃষ্টি করে। চন্দ্র বা শুক্রের দ্বারা পীড়িত হলে, জননেন্দ্রিয়ের পীড়া। রবি বা বৃহস্পতির দ্বারা —প্রদাহ-মূলক পীড়া। বরুণের দ্বারা—সংক্রামক পীড়া। প্রজাপতির দ্বারা—আঘাত, রক্তপাত, প্রভৃতি দুর্ঘটনা। শনির দ্বারা—অঙ্গচ্ছেদ বা অস্ত্রোপচারের আশঙ্কা।

ষষ্ঠস্থ মঙ্গল অনুগৃহীত হলে, প্রচুর কর্ম্মশক্তি দেয়।

বুধ ষষ্ঠে

জাতকের মানসিক কারণে স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে। আহারে বিহারে তাঁর একটা খুঁতখুঁতে ভাব বা নানারকম বিচিত্র খেয়াল থাকা সম্ভব। জাতক প্রায়ই অজীর্ণরোগী বা বায়ুগ্রস্ত হয়ে থাকেন। অথবা শরীরে কোন রকম বিষ জন্মানোর জন্যও ব্যাধিগ্রস্ত হওয়া তাঁর অসম্ভব নয়। স্বাধীনভাবে কাজ করার চেয়ে, পরের অধীনে এবং অপরের নির্দ্দেশে কাজ করতে তিনি বেশী পটু। কেরাণীর কাজ, কারিগরের কাজ, টাইপিষ্ট, ষ্টেনোগ্রাফার, প্রভৃতির কাজের তিনি বেশ যোগ্য। চাকর-বাকরের জন্য তাঁকে প্রায়ই চিন্তিত থাকতে হয়, এবং স্বাস্থ্যের জন্যও কম-বেশী চিন্তা তাঁর থাকেই। চিঠি পত্রের ব্যাপার বা লেখাপড়ার ব্যাপার নিয়ে তাঁর কোন রকম উদ্বেগ বা অশান্তি আসতে পারে। ভগ্নী অথবা ভগ্নীপতির জন্যও তাঁর জীবনে কোনরকম দুঃখ আসা অসম্ভব নয়।

ষষ্ঠস্থ বুধ অনুগৃহীত হলে, মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করে, কিন্তু বেশী শুভ কিছু দিতে পারে না।

ষষ্ঠস্থ বুধ পীড়িত হলে, অত্যন্ত অশুভ ফল দেয়। প্রজাপতি দ্বারা পীড়িত হলে, জাতকের নাড়ীমণ্ডলের কোন দুরারোগ্য পীড়া হতে পারে। বরুণের দ্বারা—মাদকাসক্তি বা ইন্দ্রিয়পরতা, এবং তার জন্য নাড়ীমণ্ডলের বিকার। মঙ্গলের দ্বারা—উন্মাদ রোগের আশঙ্কা। শনির দ্বারা—অত্যন্ত দুশ্চিন্তা ও বিষাদখিন্নতা। রাহুর দ্বারা—উৎপীড়ন বা অভাবের জন্য বায়ুরোগ।

ষষ্ঠস্থ বুধ মোটের উপর ভাল যোগ নয়।

বৃহস্পতি ষষ্ঠে

পীড়িত না হলে, সুন্দর স্বাস্থ্য নির্দ্দেশ করে। জাতকের জীবনে শারীরিক কষ্ট খুব কমই হয়, এবং যখনই কোনরকম শারীরিক অসুস্থতা হয়, জাতক

ভাল সেবা-শুশ্রূষায় শীঘ্রই আরোগ্য-লাভ কোরে থাকেন। শারীরিক অস্বাস্থ্য থেকে, প্রত্যক্ষভাবেই হোক্, পরোক্ষভাবেই হোক্, তাঁর কিছু লাভ হওয়া সম্ভব। জাতক কর্ম্মপটু হয়ে থাকেন, এবং তাঁর কর্ম্ম মনোমত হওয়া সম্ভব। অধীনস্থ ব্যক্তিদের দ্বারা তাঁর যথেষ্ট উপকার হয়ে থাকে—তাঁর ভৃত্য ও কর্ম্মচারী প্রায়ই বিশ্বস্ত এবং অনুগত হয়ে থাকে। তিনি যদি কারো অধীনে কর্ম্ম করেন, তাহলে প্রভুর দ্বারাও তিনি যথেষ্ট উপকৃত হতে পারেন, এবং প্রভুর বিশ্বাসের পাত্র হয়ে, তাঁর যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ও অর্থ লাভ হতে পারে।

ষষ্ঠস্থ বৃহস্পতি জাতকে ভোগী প্রকৃতির লোক করে, কিন্তু আহার-বিহারে তাঁর রুচি কখনই কদর্য্য হয় না। আহারে তিনি আমিষপ্রিয় হন, এবং অম্লমধুর রস তাঁর ভাল লাগে। খুব শুষ্ক অথবা খুব জলীয় এ দুয়ের কোনটাই তিনি পছন্দ করেন না, তেমনি খুব বেশী মসলা অথবা একেবারে মসলা-বর্জ্জিত এও তাঁর ভাল লাগে না। তাঁর পছন্দ মাঝামাঝিকে আশ্রয় কোরেই অভিব্যক্ত হয়।

ষষ্ঠস্থ বৃহস্পতি পীড়িত হলে, যকৃতের দোষ এবং অজীর্ণতা ও ক্ষয়-রোগের প্রবণতা নিয়ে আসে। বৃহস্পতি অতিরিক্ত পীড়িত হলে, অপরিমিত ভোগ ও ব্যসনাসক্তিতে জাতকের স্বাস্থ্য নষ্ট ও জীবনীশক্তির হ্রাস হয়। মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হলে—যকৃতের দোষ ও আমাশয় রোগ। চন্দ্র ও শনির দ্বারা—ক্ষয়রোগ, গ্রহণী অথবা বহুমূত্র রোগ। শুক্রের দ্বারা—রক্তে চাপাধিক্য। রবির দ্বারা—সন্ন্যাস রোগের আশঙ্কা।

ষষ্ঠস্থ বৃহস্পতি অনুগৃহীত হলে, অনিন্দনীয় স্বাস্থ্য এবং প্রচুর জীবনী শক্তি দান করে। আধ্যাত্মিকতা বা জ্ঞানের দ্বারা জাতকের উন্নতি হওয়া সম্ভব। এরকম যোগে অনেক সময় জাতক প্রভুর কাছ থেকে নানারকমে অর্থলাভ কোরে থাকেন।

শুক্র ষষ্ঠে

স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভাল যোগ। জাতকের দেহ বেশ সুস্থ ও কর্ম্মক্ষম হয়ে থাকে, এবং কর্ম্ম তাঁর পক্ষে আনন্দের ব্যাপার হয়ে ওঠে। কাজ করতে তিনি কখনই নারাজ নন, ও তিনি বেশ কৌশলের সঙ্গে কাজ করতে পারেন। জাতক খুব অধ্যবসায়ী বা কঠোর পরিশ্রমী হন না বটে, কিন্তু যে কাজ তিনি করেন তাতে যথেষ্ট আনন্দ পান ব'লে, কাজে লেগে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয় না। জাতকের শারীরিক অসুস্থতা হলে, শুশ্রূষা ও চিকিৎসা খুব ভাল হয়, এবং তাতে অনেক সময় স্বাস্থ্য আগেকার চেয়েও ভাল হয়ে ওঠে। জাতকের অনেক বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত কর্ম্মচারী বা ভৃত্য থাকা সম্ভব, এবং তিনি যদি কারো অধীনে কর্ম্ম করেন, তাহলে তাঁর প্রভুর প্রীতি অর্জ্জন করতে পারেন। আহারে বিহারে জাতক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী। আহারে তিনি অম্ল মধুরের পক্ষপাতী, এবং খুব মসলাযুক্ত খাদ্য তাঁর ভাল লাগে।

ষষ্ঠস্থ শুক্র যদি খুব বেশী পীড়িত হয়, তাহলে অমিতাচার ও অতিরিক্ত আমোদ-প্রিয়তার জন্য শারীরিক অস্বাস্থ্য নির্দ্দেশ করে। ষষ্ঠস্থ শুক্র পীড়িত হলে, স্ত্রীলোক ঘটিত ব্যাপারে আশা-ভঙ্গ বা মনোকষ্ট সূচনা করে।

শনি ষষ্ঠে

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ অশুভ যোগ। জাতক পূর্ণ স্বাস্থ্যসুখ কখনই ভোগ করতে পারেন না, এবং অনেক সময় এমন সব ব্যাপারের জন্য তাঁর স্বাস্থ্য-হানি ঘটে, যার উপর তাঁর নিজের কোন হাত নেই। অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, অল্পাহার, অনাহার, কদন্ন-ভোজন, প্রভৃতি তাঁর স্বাস্থ্যহানির কারণ হতে পারে। শারীরিক অস্বাস্থ্যের জন্য তাঁর উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা থাকা সম্ভব, এবং এজন্য তাঁর মনোকষ্ট, আশাভঙ্গ ও উন্নতির বাধা হওয়া

অসম্ভব নয়। জাতকের কর্ম্ম প্রায়ই নিজের মনোমত হয় না, এবং অনেক সময় তিনি কঠোর পরিশ্রম কোরেও আশানুরূপ ফল পান না। কর্ম্মচারী ও ভৃত্যের তরফ থেকে তাঁর অনেক দুঃখ আসে, এবং অপরের অধীনে যদি তিনি কাজ করেন, তাহলে যতই পরিশ্রম করুন প্রভুর প্রিয়-পাত্র হতে পারেন না। জাতকের কোন স্থায়ী রোগ জন্মানো সম্ভব—শ্লেষ্মা, বাত, প্রভৃতি রোগের প্রবণতা তাঁর মধ্যে আছে। অতিরিক্ত পরিশ্রমেও তাঁর কোন রোগ জন্মাতে পারে। জাতক প্রায়ই সাদাসিধা আহার্য্যের পক্ষপাতী। তিক্তরস তাঁর ভাল লাগে, এবং মসলা বিহীন খাদ্য ও ফলমূল তাঁর প্রিয়। আমিষের চেয়ে নিরামিষ তিনি ভাল বাসেন।

ষষ্ঠস্থ শনি যদি অনুগৃহীত হয়, তাহলে সংযম, মিতাচার, উপবাস, প্রভৃতি দ্বারা জাতক কোনমতে নিজের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে পারেন।

ষষ্ঠস্থ শনি পীড়িত হলে, জাতক চিররুগ্ন হয়ে থাকেন, এবং রোগের যন্ত্রণা ও মানসিক দুশ্চিন্তায় তাঁর জীবন বিষময় হয়ে ওঠে। বিশেষতঃ ষষ্ঠস্থ শনি যদি রবি, চন্দ্র অথবা বৃহস্পতি দ্বারা পীড়িত হয়, তাহলে তা বিশেষ দুর্ভাগ্য যোগ ব'লে মনে করতে হবে।

রাহু ষষ্ঠে

অত্যাচার, অনিয়ম ও অবহেলায় শারীরিক অস্বাস্থ্য নির্দ্দেশ করে। আহার বিহারেই হোক্, কাজ-কর্ম্মেই হোক, জাতকের নিয়ম বা শৃঙ্খলা ব'লে কিছু থাকে না। তাঁর কাজকর্ম্মের অনেক রকম পরিবর্ত্তন হয়, এবং কর্ম্মের মধ্যে শৃঙ্খলা নিয়ে আসা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তাঁর নিজের দোষেই হোক্, বা পারিপার্শ্বিকের জন্যই হোক্, তাঁর কাজের মধ্যে একটা না একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হবেই। তাঁর ভৃত্য ও কর্ম্মচারীর মধ্যে চোর, প্রতারক বা বিশ্বাসঘাতক থাকা সম্ভব; এবং তিনি যদি কারো অধীনে

কর্ম্ম করেন, তাহলে প্রভুর দ্বারা প্রতারিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া তাঁর পক্ষে মোটেই বিচিত্র নয় আহারে বিহারে তাঁর রুচি খুব ভাল নয়, তিনি গুরুভোজনের পক্ষপাতী, এবং তীব্র, তীক্ষ্ণ ও গুরুপাক দ্রব্য তাঁর ভাল লাগে। গুরুপাক দ্রব্য আহারের জন্য এবং রাত-জাগা, বৃষ্টিতে ভেজা প্রভৃতি কারণে তাঁর স্বাস্থ্যহানি হতে পারে। শরীরে বিষ-প্রবেশের জন্যও তাঁর পীড়া হওয়া অসম্ভব নয়। অন্ত্র-পীড়া, কৃমিজ রোগ এবং সংক্রামক পীড়া সম্বন্ধে তাঁর খুব সতর্ক থাকা উচিত।

ষষ্ঠস্থ রাহু পীড়িত হলে, নানারকম কঠিন পীড়া দেয়। রবি দ্বারা পীড়িত হলে—সর্পাঘাত বা বিষ-প্রবেশের আশঙ্কা। চন্দ্রের দ্বারা পীড়িত হলে—কৃমি-বিকার, টাইফয়েড, প্রভৃতি। মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হলে—রক্তামাশয়, দুষ্ট ক্ষতাদি। বুধের দ্বারা পীড়িত হলে—সান্নিপাত, টাইফয়েড, নাড়ীমণ্ডলের বিকার। বৃহস্পতির দ্বারা পীড়িত হলে—অজীর্ণ, গ্রহণী, প্রভৃতি। শুক্রের দ্বারা পীড়িত হলে—জননেন্দ্রিয়ের বা মূত্রাশয়ের রোগ।

ষষ্ঠস্থ রাহু অনুগৃহীত হলে, শারীরিক অস্বাস্থ্য কিছু কমে বটে, কিন্তু বিশেষ শুভ কিছু হয় না। জাতক বহুভোজী এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ হয়ে থাকেন, এবং তা থেকে কিছু না কিছু অশান্তি উপস্থিত হয়ই।

কেতু ষষ্ঠে

স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভাল যোগ নয়। জাতকের শরীর প্রায়ই দুর্ব্বল হয়, এবং তাঁর বংশগত কোন দুরারোগ্য ব্যাধি থাকাও আশ্চর্য্য নয়। জাতকের কোন জটিল ব্যাধি হতে পারে যা চিকিৎসক নির্ণয় করতে পারেন না। রোগের দ্বারা তাঁর পঙ্গুত্বও আসতে পারে। অবদমিত বাসনা থেকে কোন দুরারোগ্য রোগের উৎপত্তি হওয়াও অসম্ভব নয়।

কাজকর্ম্মে তাঁর বহুবিঘ্ন উপস্থিত হতে পারে, এবং অনেক সময় তাঁকে বাধ্য হয়ে অলস জীবন যাপন করতে হয়। ভৃত্য, কর্ম্মচারী ও অধীনস্থ ব্যক্তিদের জন্য জাতকের অনেক ঝঞ্ঝাট আসা সম্ভব, এবং তাদের দ্বারা সময়ে সময়ে বিশেষ শত্রুতা হয়ে থাকে। নিজে কারো অধীনস্থ হলে, প্রভুর সঙ্গে সদ্ভাব থাকে না। আহার-বিহারে জাতকের তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু রুচি-অরুচি থাকে না। তিনি সংযমেরই বেশী পক্ষপাতী। অনেক সময়, তাঁকে বাধ্য হয়ে উপবাস করতে হয়। অভাব ও উপবাসে তাঁর স্বাস্থ্য-হানিও হতে পারে। কোন রকম আঘাত লেগে বা অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় তাঁর কোন অঙ্গহানি বা ইন্দ্রিয়বিকার ঘটা বিচিত্র নয়।

ষষ্ঠস্থ কেতু পীড়িত হলে, জাতকের কোন না কোন সময় পঙ্গুত্ব আসবেই। এবং অভাব, উপবাস, আশাভঙ্গ, প্রভৃতির জন্য কোন জটিল বা দুরারোগ্য রোগ হওয়ার খুবই সম্ভাবনা।

ষষ্ঠস্থ কেতু অনুগৃহীত হলে, জাতকের আধ্যাত্মিক উন্নতি হতে পারে, এবং ঘরে বসে কোন কাজ করতে পারলে, তিনি উন্নতি করতে পারেন। বাইরে ঘোরাঘুরি করা তাঁর প্রকৃতির বা দেহের অনুকূল নয়।

ষষ্ঠস্থ কেতু ভোগের বিরোধী।

প্রজাপতি ষষ্ঠে

প্রাণের প্রাচুর্য্যের জন্য হঠকারিতা এবং খামখেয়ালী ভাব দেয়। জাতকের কর্ম্মশক্তি খুব বেশী হয়, কিন্তু সেই পরিমাণে ধৈর্য্য বা অধ্যবসায় না থাকায়, তাঁকে প্রায়ই কর্ম্ম পরিবর্ত্তন করতে হয়। নাড়ীমণ্ডলের বিকারের জন্য জাতকের স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে, এবং কোন রকম দুর্ঘটনায় আঘাত-প্রাপ্তির আশঙ্কাও আছে। অত্যধিক পরিশ্রম তাঁর পীড়ার কারণ হওয়া অসম্ভব নয়। জাতক স্বাধীনভাবে কাজ করতে ভালবাসেন,

সেইজন্য চাকরি করা তাঁর পোষায় না, চাকরি হলেও, তা কখনই স্থায়ী হয় না। আহারে বিহারে তাঁর বিচিত্র রুচির পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। খাদ্যের ব্যাপারে তাঁর কতকগুলি অসাধারণ প্রবৃত্তি ও খেয়াল লক্ষিত হওয়া সম্ভব, যা অপরে পাগলামি বা বাড়াবাড়ি ব'লে মনে করতে পারে। কর্ম্মচারী বা ভৃত্যের ব্যাপারে তাঁর অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে।

ষষ্ঠস্থ প্রজাপতি পীড়িত হলে, জাতক দুরারোগ্য রোগে কষ্ট পান, এবং সে রোগ সাধারণ চিকিৎসা দ্বারা প্রায়ই ভাল হয় না। তাঁর বহু কর্ম্ম-পরিবর্ত্তনও হয়ে থাকে।

ষষ্ঠস্থ প্রজাপতি অনুগৃহীত হলে, জাতকের অসাধারণ কর্ম্মক্ষমতা থাকে, এবং অনেক দুষ্কর কাজ তিনি অবলীলাক্রমে করতে পারেন।

বরুণ ষষ্ঠে

জাতকের স্বাস্থ্য হয় অস্বাভাবিক রকম ভাল, না হয় অস্বাভাবিক রকম খারাপ হয়। ষষ্ঠস্থ বরুণ যদি পীড়িত না হয়, তাহলে জাতক সহজে পীড়িত হন না, কিম্বা পীড়িত হলেও তাঁর কর্ম্মশক্তি কমে না। অনাহার, অবহেলা, অত্যাচার কিছুতেই তাঁকে সহজে কাবু করতে পারে না। তাঁর মধ্যে কোন অসাধারণ শক্তি থাকা সম্ভব এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্ত হলে, কোন দিব্য ক্ষমতার স্ফুরণও হতে পারে। জাতকের যদিই স্বাস্থ্য-হানি হয়, তা হলে অদ্ভুত বা দৈব উপায়ে তা আরোগ্য হয়। ভৃত্য ও কর্ম্মচারীর ব্যাপারে তাঁর অদ্ভুত অভিজ্ঞতা লাভ হতে পারে, এবং তাঁর নিজের কাজ-কর্ম্মের মধ্যেও কোনরকম অসাধারণত্ব থাকে। আহারে বিহারে তাঁর অদ্ভুত রুচি প্রকাশ পেতে পারে—তিনি হয়ত শুধু দুধ খেয়ে, না হয় শুধু ফলমূল খেয়ে থাকতে পারেন—কিম্বা তাঁর হয়ত খাদ্যাখাদ্য কোন বিচারই থাকে না।

ষষ্ঠস্থ বরুণ পীড়িত হলে, জাতককে অক্ষম ও পঙ্গু কোরে তোলে। তাঁর মধ্যে সংক্রামক রোগের প্রবণতা থাকা সম্ভব, এবং জাতকের রোগ প্রায়ই চিকিৎসকের আয়ত্তের বাইরে থাকে। এই যোগে জাতক অনেক সময় মাদকের বশীভূত হয়ে বিশেষ কষ্ট পান।

ষষ্ঠস্থ বরুণ অনুগৃহীত হলে, জাতকের স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি অসাধারণ হয়ে থাকে।

সপ্তম ভাব

রবি সপ্তমে

জাতকের উচ্চকুলে বা বনেদী বংশে বিবাহ হতে পারে, কিন্তু স্ত্রী একটু গর্ব্বিত প্রকৃতির হওয়া সম্ভব, এবং সেজন্য স্ত্রীর সঙ্গে খুব ভালরকম বনিবনাও না হতে পারে। রবি বিশেষ পীড়িত হলে, জাতকের স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদও হতে পারে। তাঁর বিবাহ একটু বেশী বয়সে হওয়া সম্ভব, যদি না চন্দ্র, শুক্র বা বৃহস্পতির দ্বারা রবি অনুগৃহীত হয়। জাতকের মধ্যে প্রায়ই একনিষ্ঠতা দেখা যায়, এবং ব্যবসায়ে তাঁর প্রতিষ্ঠা ও গৌরব লাভের সম্ভাবনা আছে। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে জাতকের শত্রুতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে পারে, কিন্তু তাঁর শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রায়ই উদার প্রকৃতির লোক হয়ে থাকেন, এবং অনেক সময় বিবাদ আপোষে নিষ্পত্তি হয়ে যায়। রবি যদি পীড়িত না হয়, তাহলে বিবাদ-বিসম্বাদে অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁর প্রতিষ্ঠা ও সম্মানবৃদ্ধি হতে পারে।

সপ্তমস্থ রবি অনুগৃহীত হলে, জাতক একনিষ্ঠ ও সাধুপ্রকৃতির লোক হন, এবং তাঁর বন্ধুত্ব ও দাম্পত্যসুখ স্থায়ী হয়। চন্দ্র, বৃহস্পতি, শুক্র বা শনি দ্বারা অনুগৃহীত রবি সপ্তমে থাকলে, ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ উন্নতি সূচনা করে। এই যোগ অংশীদারীর বিশেষ অনুকূল।

সপ্তমস্থ রবি পীড়িত হলে, স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ, উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে বিরোধ, বিবাদে পরাজয়, প্রভৃতি নির্দ্দেশ করে। এই যোগে ব্যবসায়ে ক্ষতি ও প্রতিষ্ঠাহানি, এবং অংশীর দ্বারা শত্রুতা হতে পারে।

চন্দ্র সপ্তমে

দাম্পত্যজীবনে নানারকম অভিজ্ঞতার সূচক। যোগটি মোটের উপর ভাল নয়। এই যোগে প্রায়ই স্ত্রীলোকের সঙ্গে শত্রুতা হয়, এবং জাতকের স্ত্রীর স্নেহ বা প্রীতি দৃঢ় বা স্থায়ী হয় না। জাতকের নিজেরও একনিষ্ঠতা প্রায় থাকে না, এবং তাঁর স্থায়ী বন্ধুত্ব খুব কম লোকের সঙ্গেই হয় জাতকের অল্পবয়সে বিবাহ হওয়া সম্ভব, যদি না চন্দ্র বিশেষ পীড়িত হয়। বিবাদ-বিসম্বাদে বা মামলা-মোকদ্দমায় তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন, এবং সামান্য লোকের দ্বারাও তাঁর শত্রুতা হওয়া সম্ভব। বিবাদ-বিসম্বাদে তাঁর খ্যাতি অথবা অখ্যাতি হতে পারে। কারো সঙ্গে অংশীদারীতে কাজ করা তাঁর উচিত নয়, কেন না, অংশীর জন্য অশান্তি ও উদ্বেগ এ যোগের একটা ফল। মাতা বা মাতৃস্থানীয়া কারো সঙ্গেও জাতকের বিবাদ হতে পারে।

সপ্তমস্থ চন্দ্র পীড়িত হলে, বিবাহে বাধা, স্ত্রীর জন্য দুশ্চিন্তা, দাম্পত্য জীবনে অশান্তি, বিবাদে উদ্বেগ ও ক্ষতি, প্রভৃতি অশুভ ফল সূচনা করে। জাতকের বিবাহিত জীবনে অনেক দুঃখের কারণ উপস্থিত হয়, এবং স্ত্রীবিয়োগ হওয়াও বিচিত্র নয়।

সপ্তমস্থ চন্দ্র অনুগৃহীত হলে (বিশেষতঃ বৃহস্পতি বা শুক্রের দ্বারা অনুগৃহীত হলে), বিবাহিত জীবনে বিশেষ অসুখের কারণ থাকে না, কিন্তু তবুও সময়ে সময়ে স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হতে হয়। সপ্তমস্থ চন্দ্র অনুগৃহীত হলেও, স্থায়ী মিলনের অনুকূল নয়। বিবাদ-বিসম্বাদে পরিণামে জয় হলেও, জাতকের দুশ্চিন্তা ও অর্থব্যয় কম হয় না।

সপ্তমস্থ চন্দ্রের উপর শনির যোগ, দৃষ্টি বা প্রেক্ষা থাকলে, বিবাহে বিলম্ব এবং স্ত্রীর বয়স বেশী হওয়া সম্ভব।

মঙ্গল সপ্তমে

দাম্পত্য জীবনের পক্ষে মোটেই অনুকূল যোগ নয়। জাতকের স্ত্রীর সঙ্গে কলহ অথবা স্ত্রীর মৃত্যু হতে পারে। স্ত্রী প্রায়ই প্রচণ্ডস্বভাবা হয়ে থাকেন, এবং স্ত্রীর সহসা মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নয়। জাতক নিজেও একটু খিটখিটে বা ঝগড়াটে হতে পারেন, এবং অনেক সময় সামান্য কারণে লোকের গায়ে পড়ে ঝগড়া করেন। কারো সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠতা হলে, শেষে তা প্রায়ই শত্রুতায় পরিণত হয়। অংশীদারীর পক্ষেও এ যোগ অনুকূল নয়, কারো সহযোগে কাজ করা জাতকের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। জাতকের বিবাদ-বিসম্বাদ সহজে মেটে না, এবং কারো সঙ্গে শত্রুতা হলে, তা বদ্ধমূল হয়ে পড়ে। তাঁর শত্রুরা প্রায়ই প্রচণ্ড হয়, এবং তারা প্রকাশ্যে তাঁর বিশেষ ক্ষতি করবার চেষ্টা করে।

সপ্তমস্থ মঙ্গল পীড়িত হলে, জাতকের স্ত্রীবিয়োগ অবশ্যম্ভাবী, এবং তাঁর দাম্পত্য জীবনে কখনই সুখ হয় না। বিবাদ-বিসম্বাদে তাঁর নানারকমে ক্ষতি হওয়া সম্ভব। এই মঙ্গল যদি রাহু দ্বারা বা বরুণের দ্বারা পীড়িত হয়, তাহলে জাতকের দাম্পত্য জীবন বিষময় হয়ে ওঠে।

সপ্তমস্থ মঙ্গল অনুগৃহীত হলেও, বিশেষ শুভ কিছু করতে পারে না, তবে জাতকের স্ত্রীবিয়োগের আশঙ্কা দূর হয়, এবং বিবাদে জয়লাভের আশা থাকে।

বুধ সপ্তমে

বিবাদ বিসম্বাদের ব্যাপারে অত্যন্ত ঝঞ্ঝাট ও অশান্তির সৃষ্টি করে। মামলা-মোকদ্দমা যদি একবার সুরু হয়, তাহলে বাজে চিঠি-পত্র, লেখা-পড়া, ইত্যাদি নিয়ে আদালত-ঘর করার আর অন্ত থাকে না। কাগজে পত্রেও এ নিয়ে আলোচনা চলতে পারে। নিযুক্ত উকীল-মোক্তারের অপটুতা বা অব-

হেলার জন্য ও জাতকের অনেক ঝঞ্ঝাট ও অশান্তি আসতে পারে। মোট কথা, বুধ যদি বিশেষ বলবান এবং বৃহস্পতি ও শনির দ্বারা বিশেষ অনুগৃহীত না হয়, তাহলে জাতকের কোন মামলা-মোকদ্দমায় লিপ্ত হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। বিবাহের ব্যাপারেও জাতকের অনেক কথা কাটাকাটি এবং লেখালেখি চলতে পারে, এবং অনেক সময় কোন মধ্যস্থের সাহায্যে তাঁর বিবাহ হয়ে থাকে। জাতকের কোন কুটুম্বের সঙ্গে বিবাহ হতে পারে। তাঁর স্ত্রী চতুরা ও বুদ্ধিমতী হয়ে থাকেন, কিন্তু একটু চঞ্চল ও সরল-প্রকৃতির হওয়ার জন্য, তাঁর স্ত্রীর উপর সব সময় নির্ভর করা চলে না। দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে জাতকের কম বেশী দুশ্চিন্তা থাকে।

এই বুধ পীড়িত হলে, জাতকের দাম্পত্য জীবনে অত্যন্ত বকাবকি ও অশান্তির সৃষ্টি হয়। তাঁর স্ত্রী প্রায়ই কুটিল-বুদ্ধি অথবা বাচাল হয়ে থাকেন।

এই বুধ অনুগৃহীত হলে, জাতকের স্ত্রী বুদ্ধিমতী ও শিল্পকর্ম্মে পটু হয়ে থাকেন। ব্যবসাবাণিজ্যে অংশীর সহযোগিতায় এবং কর্ম্মদক্ষতায় জাতকের উন্নতির সম্ভাবনা থাকে।

বৃহস্পতি সপ্তমে

যদি পীড়িত না হয়, বিবাদে জয় এবং অন্যের সংশ্রবে লাভ ও সৌভাগ্য সূচনা করে। জাতকের শত্রু অতি শীঘ্র এবং অতি সহজে পরাভূত হয়, এবং অনেক সময় তাঁর শত্রুই মিত্র হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিদ্ব'ন্দ্বতা বা শত্রুতা তাঁর সৌভাগ্য ও উন্নতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। জাতকের প্রকাশ্য শত্রুর সংখ্যা কম হয়। অংশীর দ্বারাও তাঁর উন্নতির সাহায্য হওয়া সম্ভব। অনেক ক্ষেত্রে বিবাহের পর জাতকের উন্নতি হয়ে থাকে, অথবা বিবাহই তাঁর উন্নতি ও ভাগ্যবৃদ্ধির কারণ হতে পারে। জাতকের স্ত্রী

সুশীলা ও উদারস্বভাব হয়ে থাকেন, এবং তাঁর দাম্পত্য-জীবন বেশ শান্তিপূর্ণ হয়। তাঁর স্ত্রী একটু গম্ভীর ভাবাপন্ন হতে পারেন, অথবা একটু অধিক-বয়স্কা মহিলার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হতে পারে।

সপ্তমস্থ বৃহস্পতি পীড়িত হলে, বিবাদ-বিসম্বাদে বহু ব্যয় ও ক্ষতি সূচনা করে। শনি দ্বারা পীড়িত হলে—বিবাহে বিলম্ব এবং বিবাদে অর্থহানি ও ক্ষতি। চন্দ্রের দ্বারা পীড়িত হলে—বিবাহে বাধা এবং বিবাদে বা ব্যবসায়ে সম্পত্তি হানি। রবির দ্বারা—বিবাদে প্রতিষ্ঠাহানি এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দুর্ভাগ্য ও দুঃখ। শুক্রের দ্বারা—বিবাহে বাধা এবং দাম্পত্য ও পারিবারিক সুখের অভাব। বুধের দ্বারা—কোন দলীলপত্র বা লেখাপড়ার ব্যাপার নিয়ে বিবাদ এবং তাতে বিশেষ ক্ষতি। রাহুর দ্বারা—বিবাহে ও বিবাদে মানহানি।

সপ্তমস্থ বৃহস্পতি অনুগৃহীত হলে, বিবাহে ও বাণিজ্যে বিশেষ উন্নতি ও লাভ নির্দ্দেশ করে।

শুক্র সপ্তমে

দাম্পত্য সুখের একটি খুব অনুকূল যোগ। "প্রিয়া চ ভার্য্যা প্রিয়বাদিনী চ" এই বচনটি জাতকের পক্ষে থাটে। জাতকের স্ত্রী সুন্দরী না হলেও কমনীয় হয়ে থাকেন. এবং তাঁর প্রভাব জাতকের জীবনে অনুকূলভাবে প্রকাশ পায়। বিবাহের পর তাঁর প্রায়ই আর্থিক উন্নতি হয়ে থাকে, এবং অনেক সময় জাতক বিবাহ সূত্রেই অর্থলাভ করেন (বিশেষতঃ যদি শুক্র না পীড়িত হয়)। জাতকের খুব কমলোকের সঙ্গেই শত্রুতা হয়, এবং বিবাদ হলেও, তা প্রায়ই আপোষে মিটে যায়। তাঁর বন্ধু ও পরিচিতের সংখ্যা খুব বেশী হয়।

সপ্তমস্থ শুক্র অনুগৃহীত হলে, অংশীর সাহায্যে ও বিবাহের দ্বারা

জাতকের অর্থাগম হয়, এবং তাঁর বিবাহিত জীবন বিশেষ সুখের হয়ে থাকে।

সপ্তমস্থ শুক্র পীড়িত হলে, বিবাহিত জীবনের সুখের বিশেষ হানি করে না, কিন্তু মামলা মোকদ্দমার ব্যাপারে পরাজয় ও মনোকষ্ট নির্দ্দেশ করে। শনি বা চন্দ্রের দ্বারা পীড়িত হলে, জাতকের দাম্পত্য-জীবনে কোন রকম দুঃখ কিম্বা বিবাহে বাধা নির্দ্দেশ করে। বৃহস্পতি দ্বারা পীড়িত হলেও— স্ত্রী-পুত্রের বিষয়ে অশান্তি সূচনা করে এবং বিবাহে বাধা বা বিলম্ব হয়।

শনি সপ্তমে

বয়স্কা মহিলার সঙ্গে বিবাহ অথবা বিবাহে বাধা নির্দ্দেশ করে। জাতকের স্ত্রীর মধ্যে একনিষ্ঠতা খুব প্রবল হওয়া সম্ভব, কিন্তু তাঁর মধ্যে প্রণয়িনীর ভাবের চেয়ে গৃহিণীর ভাবই প্রবল থাকে। জাতকের স্ত্রী শ্রমশীলা এবং গৃহকর্ম্মে পটু ও কর্ত্তব্যপরায়ণা হন। বিবাদ-বিসম্বাদে জাতককে সৌভাগ্যশালী বলা চলে না—দীর্ঘস্থায়ী শত্রুতা অনেক হতে পারে, এবং শত্রুর দ্বারা তিনি নানা রকমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন। অংশীদারীতে কাজ করাও তাঁর পক্ষে ভাল নয়, অনেক সময় অংশীর বিপদের জন্য তাঁর নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। জাতকের শত্রু সহজে নষ্ট হয় না, এবং শত্রুতার জন্য তাঁর জীবনে অনেক দুঃখ আসে, উন্নতিরও অনেক বাধা হয়।

সপ্তমস্থ শনি পীড়িত হলে, জাতকের দাম্পত্যজীবন দুঃখময় হয়, এবং শত্রুর উৎপীড়নে তাঁর দুর্ভাগ্য ও অবনতি হতে পারে।

সপ্তমস্থ শনি অনুগৃহীত হলে, জাতকের দাম্পত্যজীবন প্রায়ই শান্তিপূর্ণ হয়, এবং স্ত্রীর ধৈর্য্য শ্রমশীলতা ও মিতব্যয়িতার গুণে জাতক উন্নতি করতে সক্ষম হন।

রাহু সপ্তমে

বিবাহের ব্যাপারে ও দাম্পত্য জীবনে জাতকের নানারকম গণ্ডগোল ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। বিশৃঙ্খল পারিপার্শ্বিকের মধ্যে জাতকের বিবাহ হতে পারে, অথবা কোন নীচকূলে কি গুপ্তভাবে বিবাহ হওয়াও অসম্ভব নয়। অনেক সময়, তাঁর বিবাহের সব স্থির হয়ে বিবাহ ভেঙে যেতে পারে—কিম্বা, বিনা বিবাহে কারো সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী ভাবে বাস করাও তাঁর পক্ষে বিচিত্র নয়। বিবাহিত জীবনে স্ত্রীর সঙ্গে নানা কারণে তাঁর বনিবনাও হয় না। বিবাদ-বিসম্বাদেও জাতকের নানারকম ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হয়—অনেক সময়, বিনা কারণে অপরে তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়ায়, এবং শত্রুর ষড়যন্ত্রে তাঁর বিপদগ্রস্ত হওয়াও অসম্ভব নয়। বিবাদ হলেও, নানারকম দুর্ব্বিপাকে তাঁকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। নীচব্যক্তির দ্বারা শত্রুতার জন্যও তাঁর ঝঞ্ঝাট হয়ে থাকে। অংশীদারীতে কাজ করলে তাঁর প্রতারিত হবার খুবই আশঙ্কা থাকে।

সপ্তমস্থ রাহু পীড়িত হলে—জাতকের বিবাহ নাও হতে পারে, অথবা এমন বিবাহ হতে পারে যা সমাজে নিন্দিত। জাতকের দাম্পত্যজীবন বিষময় হয়ে থাকে, এবং শত্রুর দ্বারা জাতক বিশেষ উৎপীড়িত হন—শত্রুর উৎপীড়নে স্থানচ্যুতিও অসম্ভব নয়।

সপ্তমস্থ রাহু অনুগৃহীত হলেও, বিশেষ শুভ কিছু দিতে পারে না।

কেতু সপ্তমে

বিবাহের এবং দাম্পত্যজীবনের অত্যন্ত প্রতিকূল। জাতক আজীবন অবিবাহিত থাকিতে পারেন—কিম্বা তাঁর খুব বিলম্বে এবং বেশী বয়সে বিবাহ হতে পারে। বিবাহ হলেও, ইচ্ছা কোরেই হোক্ বা বাধ্য হয়েই

হোক্, তাঁকে স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হতে হয়। তাঁর স্ত্রীর প্রভাব তাঁর জীবনে খুব সামান্যই অভিব্যক্ত হয়—তাঁর স্ত্রীর শারীরিক বা মানসিক কোনরকম পঙ্গুত্ব থাকাও অসম্ভব নয়। জাতকের নিজের অবিবেচনা বা নির্ব্বুদ্ধিতায় অনেক শত্রু সৃষ্টি হয়, এবং অনেক নীচ ব্যক্তির শত্রুতায় তাঁরে উৎপীড়িত হওয়া খুবই সম্ভব। অংশীর ব্যাপারে তাঁর দুঃখ ও আশাভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী।

সপ্তমস্থ কেতু অনুগৃহীত হলে, বিবাদ-বিসম্বাদে জাতক অনেক সময় লাভবান্ হয়ে থাকেন, এবং শত্রু বা সহযোগীর ক্ষতি তাঁর সৌভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনুগৃহীত হলেও, সপ্তমস্থ কেতু দাম্পত্যজীবনে বিশেষ সুখ দিতে পারে না।

সপ্তমস্থ কেতু পীড়িত হলে, জাতকের দাম্পত্যজীবন ব'লে কিছু থাকে না, এবং অত্যাচারী শত্রুর উৎপীড়নে তাঁর জীবনে অনেক দুঃখ ও দুর্ভাগ্য আসে।

প্রজাপতি সপ্তমে

হঠাৎ এবং অদ্ভুতভাবে বিবাহের সূচক। জাতক হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় বিবাহ কোরে ফেলতে পারেন। তাঁর বিবাহে কোনরকম নূতনত্ব থাকা অসম্ভব নয়। অনেক সময় তিনি পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন অথবা সমাজের মতের বিরুদ্ধে বিবাহ কোরে থাকেন। কিন্তু বিবাহিত জীবনে জাতক খুব সুখী হন না, যদি না প্রজাপতি বিশেষ অনুগৃহীত হয়। জাতকের স্ত্রী খামখেয়ালী বা একটু বিচিত্র-প্রকৃতির মহিলা হতে পারেন, এবং জাতকের সঙ্গে তাঁর প্রায়ই অবনিবনাও হওয়া সম্ভব। অনেক সময় জাতকের স্ত্রীর সঙ্গে সহসা বিচ্ছেদ হয়। অংশীদারীর ব্যাপারে জাতক মোটেই ভাগ্যবান্ নন—তিনি অংশীর দ্বারা সহসা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। অপরিচিত ব্যক্তির দ্বারা ও বিদেশীর দ্বারা বিনা কারণে এবং অকস্মাৎ

শত্রুতা এই যোগের একটা ফল। শত্রুতা দীর্ঘস্থায়ী হয় না বটে, কিন্তু তা অত্যন্ত তীব্র এবং পীড়াদায়ক হয়ে থাকে। জাতকের বন্ধুর সঙ্গেও সহসা বিচ্ছেদ হয়।

এই প্রজাপতি পীড়িত হলে, জাতকের দাম্পত্যজীবনে সহসা ওলট-পালট হয়ে যায় এবং স্ত্রীর স্বেচ্ছাচারের জন্য জাতককে যথেষ্ট কষ্টভোগ করতে হয়।

সপ্তমস্থ প্রজাপতি অনুগৃহীত হলে, জাতকের স্ত্রী কর্ম্মশীলা এবং তেজস্বিনী হয়ে থাকেন, তাঁর মধ্যে মৌলিকতা ও খুব বেশী কর্ম্মক্ষমতা থাকা সম্ভব—কিন্তু, তাঁর স্বাধীনতা-প্রিয়তার জন্য জাতককে অল্পবিস্তর বেগ পেতে হয়।

বরুণ সপ্তমে

এই যোগ অপ্রত্যাশিত বিবাহের এবং অসাধারণ দাম্পত্য-জীবনের সূচক। জাতকের অপ্রত্যাশিতভাবে বিবাহ হওয়া সম্ভব এবং অনেক সময়ে তাঁর কোন অসাধারণ মহিলার সঙ্গে বিবাহ হয়ে থাকে। বিদেশে বা দূরদেশে কোন বিদেশিনীর সঙ্গে বা অন্য ধর্ম্মাবলম্বিনীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হওয়াও অসম্ভব নয়। কখনো কখনো এই যোগে জাতকের পঙ্গু বা বিকলাঙ্গীর সঙ্গেও বিবাহ হয়ে থাকে অথবা (বরুণ বিশেষ অনুগৃহীত হলে) বিশেষ উচ্চবংশে কোন অসাধারণ গুণবতী মহিলার সঙ্গেও বিবাহ হতে পারে। বিবাহের সময় কোন রকম বিচিত্র ঘটনা ঘটা সম্ভব, অথবা কোন বিচিত্র ঘটনা বিবাহের কারণ হতে পারে। জাতকের দাম্পত্য-জীবনও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে থাকে, এবং দাম্পত্য জীবনে এমন অনেক ব্যাপার উপস্থিত হয়, যা সচরাচর লোকের জীবনে আসে না।

বরুণ যদি মোটে পীড়িত না হয়, এবং বিশেষ অনুগৃহীত হয়,

তাহলে জাতক দাম্পত্য সুখে অসাধারণ সুখী হন—কিন্তু তা না হলে, বিবাহিত জীবন তাঁর কাঁধে অভিশাপের মত চেপে বসে, এবং দাম্পত্য ব্যাপার নিয়ে তাঁর হাজার রকম দুর্ঘটনা ও মনোকষ্টের কারণ উপস্থিত হয়। অনেক সময় আশ্চর্য্যভাবে দম্পতীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। বিবাদ-বিসম্বাদেও জাতকের জীবনে অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা আসে।

সপ্তমস্থ বরুণ পীড়িত হলে, জাতকের দাম্পত্যজীবনের ব্যাপারে নানা-রকম অপবাদ হতে পারে।

সপ্তমস্থ বরুণ অনুগৃহীত হলে, দাম্পত্যজীবনের দুর্ঘটনা অনেক কমে।

অষ্টম ভাব

রবি অষ্টমে

জীবনীশক্তি হ্রাস করে, যদি না চন্দ্র বা বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত হয়, কিম্বা বিশেষ বলবান্ হয়। রবি যদি পীড়িত না হয়, তাহলে জাতক উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি পেতে পারেন। তাঁর পিতার অকালে মৃত্যুর আশঙ্কা আছে, অথবরা পিতৃপক্ষ থেকে কোন রকম দুঃখ আসা সম্ভব। তাঁর মধ্যে চক্ষুপীড়া ও হৃদ্রোগের প্রবণতা থাকা সম্ভব।

অষ্টমস্থ রবি পীড়িত হলে, জাতকের আয়ু কখনই দীর্ঘ হয় না, এবং পিতারও অল্পবয়সে মৃত্যু হয়। জাতকের অপঘাতে অথবা হৃদ্রোগে মৃত্যু হতে পারে। শনি দ্বারা পীড়িত হলে, জাতক অল্পায়ু হন। চন্দ্রের দ্বারা পীড়িত হলে, চক্ষুরোগ হয়ে চক্ষু নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা আছে। রাহু দ্বারা পীড়িত হলে—বিষপ্রবেশ বা সর্পাঘাতের আশঙ্কা।

অষ্টমস্থ রবি অনুগৃহীত হলে, জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করে, বিশেষতঃ বৃহস্পতি অথবা চন্দ্রের দ্বারা অনুগৃহীত হলে, জাতকের আয়ু খুব দীর্ঘ হয়। এই রবি অপরের মৃত্যুতে জাতকের নিজের গৌরব ও প্রতিষ্ঠাবৃদ্ধি সূচনা করে, এবং কোন গুপ্ত ব্যাপার থেকে জাতকের বিশেষ উন্নতি হয়ে থাকে।

চন্দ্র অষ্টমে

এই যোগও জীবনীশক্তির হানিকর। চন্দ্র যদি অন্যগ্রহ দ্বারা পীড়িত না হয়,এবং রবি বা বৃহস্পতি দ্বারা অনুগৃহীত হয়, কেবল তাহলেই জাতকের আয়ু দীর্ঘ হতে পারে, তা না হলে জাতকের আয়ু কখনই দীর্ঘ হয় না। অধিকাংশ স্থলেই ৪৮ বৎসরের বেশী আয়ু প্রায়ই হয় না। জাতকের জলে

বা ভ্রমণকালে মৃত্যুর আশঙ্কা আছে, অন্ততঃ জীবনের কোন না কোন সময় তাঁর জলে বিপদ ঘটে। জাতকের অল্প বয়সে মাতার মৃত্যুর আশঙ্কা আছে, এবং চন্দ্র বেশী পীড়িত হলে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হয়।

এই চন্দ্র যদি শনির দ্বারা পীড়িত হয়, তাহলে কোন দীর্ঘস্থায়ী রোগে অথবা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে জাতকের মৃত্যু হয়, এবং তাঁর সম্পত্তি নষ্ট হয়। বরুণের দ্বারা জলভয় এবং দুরারোগ্য ও জটিল ব্যাধির প্রবণতা। মঙ্গল অথবা প্রজাপতির দ্বারা—রক্তপাত বা অপঘাতে মৃত্যুর আশঙ্কা। বৃহস্পতির দ্বারা—ক্ষয়রোগে মৃত্যু ও সর্ব্বস্বান্ত হবার আশঙ্কা। রবির দ্বারা—বংশগত রোগে মৃত্যু এবং পৈত্রিক সম্পত্তিনাশ।

এই চন্দ্র যদি বৃহস্পতি অথবা রবি দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতক দীর্ঘায়ু হন, এবং উত্তরাধিকার সূত্রে যথেষ্ট ভূসম্পত্তি পেয়ে থাকেন। মাতৃপক্ষ থেকেও তাঁর কোন রকম প্রাপ্তি হতে পারে। শনির দ্বারা অনুগৃহীত হলে—কৃষি কর্ম্মে লাভ এবং চেষ্টা ও যত্নের দ্বারা আয়ু বৃদ্ধি হতে পারে। প্রজাপতির দ্বারা—সহসা গুপ্তধন প্রাপ্তি এবং আধ্যাত্মিক শক্তিলাভের সম্ভাবনা।

মঙ্গল অষ্টমে

যদি পীড়িত না হয়, তাহলে আয়ু সম্বন্ধে বিশেষ অশুভ হয় না, কিন্তু জাতকের সহসা মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে। অতি অল্পদিনের পীড়ায় বা কোন দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হওয়া খুব সম্ভব। এই যোগে অনেক সময় জীবনীশক্তি থাকা সত্বেও মৃত্যু হয়। উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তির ব্যাপারে এবং সাধারণত ভূসম্পত্তির ব্যাপারে জাতকের বিবাদ-বিসম্বাদ ও নানা রকম ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হয়ে থাকে, এবং তাঁর জীবনে কখনো না কখনো ঋণজনিত অশান্তি আসে। সহোদর ভ্রাতার সম্বন্ধে এই যোগ অশুভ,

এবং জাতককে সহোদর ভ্রাতার শোক পেতে হয়, অথবা ভ্রাতাদের সঙ্গে তাঁর ভাল রকম বনে না।

অষ্টমস্থ মঙ্গল পীড়িত হলে, জাতকের আয়ু কখনই দীর্ঘ হয় না এবং তাঁর অপঘাত মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। নানা ব্যাপারে জাতকের সহসা আশাভঙ্গ ও মনোকষ্ট উপস্থিত হয়, এবং সহোদরের জন্য তাঁর নানা রকম অশান্তির সৃষ্টি হতে পারে। ঋণের জন্য অর্থ বা সম্পত্তি নাশ হওয়াও বিচিত্র নয়।

অষ্টমস্থ মঙ্গল অনুগৃহীত হলে, কোন গোপনীয় ব্যাপার থেকে জাতকের সহসা লাভ হতে পারে, এবং তেজারতির দ্বারা অথবা অন্য রকমে টাকা খাটিয়ে তাঁর আয় বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব।

বুধ অষ্টমে

যদি পীড়িত না হয়, জাতক অপরের মৃত্যুর দ্বারা পরোক্ষভাবে লাভবান হতে পারেন। কোন ত্যক্ত সম্পত্তির এক্সিকিউটার, এডমিনি-ষ্ট্রেটর, প্রভৃতি হয়ে, অথবা জীবনবীমার ব্যাপারে লাভ হওয়াও তাঁর অসম্ভব নয়। অংশীর তরফ থেকে বা অংশীদারী কাজেও তাঁর কিছু লাভ হওয়া সম্ভব। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তির ব্যাপারে তাঁর অনেক দুশ্চিন্তা বা অশান্তি উপস্থিত হতে পারে এবং তা নিয়ে অনেক লেখালেখি হওয়াও সম্ভব। সহোদরের জন্য চিন্তা ও উদ্বেগও এ যোগের একটা ফল। সহোদরা ভগ্নীর জন্যও জাতকের কোন রকম দুঃখ আসা অসম্ভব নয়, অন্ততঃ ভগ্নীদের ব্যাপারে তাঁকে অনেক সময়, ইচ্ছা কোরেই হোক্ বা বাধ্য হয়েই হোক্, সংশ্লিষ্ট হতে হয়। নাড়ীমণ্ডলের বিকার বা মস্তিষ্ক-পীড়ায় জাতকের মৃত্যু হতে পারে। এই যোগে টাকাকড়ির ব্যাপারে অংশীর সঙ্গে বিরোধের আশঙ্কা আছে।

অষ্টমস্থ বুধ পীড়িত হলে, জাতক নানা রকমে মনোকষ্ট পেয়ে থাকেন। তাঁকে জীবনে অনেক শোক পেতে হয়।

অষ্টমস্থ বুধ অনুগৃহীত হলে, জাতকের সজ্ঞানে মৃত্যু হয়, এবং মৃতব্যক্তির ব্যাপারে অথবা কোন গুপ্ত দলীলপত্রের ব্যাপারে জাতক লাভবান্ হয়ে থাকেন।

বৃহস্পতি অষ্টমে

যদি পীড়িত না হয়, তা হলে জাতক প্রায়ই দীর্ঘায়ু হয়ে থাকেন, এবং তাঁর সজ্ঞানে ও স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হয়ে থাকে। এই যোগে জাতকের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়ে থাকে, এবং অনেক সময় তিনি সত্য স্বপ্ন দেখে থাকেন। স্বপ্নে তাঁর অনেক আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ হতে পারে। জাতক উত্তরাধিকার-সূত্রে সম্পত্তি পেয়ে থাকেন, এবং অপরের মৃত্যু তাঁর লাভের কারণ হতে পারে। এই যোগ পুত্রের সম্বন্ধে ক্ষতিকর—পুত্রের ব্যাপারে জাতকের দুঃখ উপস্থিত হয়, এবং বৃহস্পতি পীড়িত হলে, পুত্র-হানিরও আশঙ্কা আছে। অংশীর দ্বারা এবং সমব্যবসায়ীর বা সহযোগীর দ্বারা জাতকের অর্থপ্রাপ্তিতে সাহায্য হওয়া সম্ভব। অনেক সময় তিনি খুব ধনী অংশী বা মুরুব্বী পেয়ে থাকেন এবং তাঁর দ্বারা লাভবান হন।

অষ্টমস্থ বৃহস্পতি অনুগৃহীত হলে, উত্তরাধিকার-সূত্রে জাতক বহু অর্থ ও সম্পত্তি লাভ করেন, এবং তাঁর জীবনীশক্তি প্রবল ও আয়ু খুব দীর্ঘ হয়। বিনা রোগে ও বিনা কষ্টে তাঁর মৃত্যু হয়। এই যোগে আধ্যাত্মিক সাধনায় জাতক সিদ্ধিলাভ করতে পারেন।

অষ্টমস্থ বৃহস্পতি পীড়িত হলে, জাতকের জীবনীশক্তি বেশী হয় না, এবং ক্ষয়রোগে জাতকের মৃত্যু হতে পারে। জাতকের অনেক আশা পূর্ণ হয় না।

শুক্র অষ্টমে

পীড়িত না হলে, বিবাহে বা স্ত্রীপক্ষ থেকে জাতকের অর্থলাভ হতে পারে। স্ত্রীলোকের ত্যক্ত সম্পত্তির তিনি উত্তরাধিকারী হতে পারেন, অথবা তা থেকে তাঁর লাভ হতে পারে। অংশীর বা সহযোগীর সংশ্রবেও তিনি অর্থলাভ কোরে থাকেন। এই যোগে স্ত্রীর অকাল-মৃত্যু বা স্ত্রী-জনিত কোন গুপ্ত মনোকষ্ট সূচনা করে, বিশেষতঃ শুক্র যদি দুর্ব্বল বা একটুও পীড়িত হয়। কন্যার জন্য অশান্তিও এই যোগের একটা ফল। জাতকের আয়ু খুব দীর্ঘ না হলেও, সহজে এবং শান্তিতে তাঁর মৃত্যু হয়। বিলাসিতা ও উপভোগ তাঁর মৃত্যুর পরোক্ষ কারণ হতে পারে।

অষ্টমস্থ শুক্র পীড়িত হলে, জাতকের স্ত্রীপক্ষ থেকে অত্যন্ত অশান্তি আসে, এবং স্ত্রীঘটিত গুপ্ত কারণে তাঁর মৃত্যু হতে পারে। জননেন্দ্রিয় বা মূত্রাশয়ের পীড়া তাঁর মৃত্যুর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হেতু হওয়া সম্ভব। এবং অতিরিক্ত ভোগ, বিলাস ও ব্যসনে তাঁর আয়ুহ্রাস হয়। স্ত্রী ও কন্যার ব্যাপারে তাঁকে নানারকম মনোকষ্ট ভোগ করতে হয়।

অষ্টমস্থ শুক্র অনুগৃহীত হলে, স্ত্রীপক্ষ থেকে বিশেষ আনন্দ ও লাভ সূচনা করে। জাতক স্ত্রীর বা অন্য স্ত্রীলোকের সংশ্রবে যথেষ্ট লাভবান হন। অতি সামান্য পীড়ায় ও বিনা কষ্টে বা যন্ত্রণায় তাঁর মৃত্যু হয়। বিশেষ উন্নতির সময় ও সচ্ছল অবস্থায়, আত্মীয় বন্ধু পরিবৃত হয়ে তাঁর মৃত্যু হওয়া সম্ভব।

শনি অষ্টমে

পীড়িত না হলে, জাতকের আয়ুবৃদ্ধি করে, এবং বার্দ্ধক্যজনিত দুর্ব্বলতায় তাঁর মৃত্যু হয়। এই যোগ উত্তরাধিকার-সূত্রে সম্পত্তি-প্রাপ্তির

অনুকূল নয়, কিন্তু জাতক নিজের চেষ্টায় উদ্যান, গৃহ, প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেন। তেজারতি দ্বারা এবং অন্য উপায়ে অর্থ নিয়োগ কোরে, জাতক লাভবান্ হতে পারেন, কিন্তু সহযোগী বা অংশীর দ্বারা অথবা স্ত্রীর দ্বারা তিনি প্রায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হন। উত্তরাধিকার-সূত্রে সম্পত্তি পেলেও, তা প্রায় নষ্ট হয়ে যায়, অথবা ঠিক আশানুরূপ সম্পত্তি তিনি পান না।

অষ্টমস্থ শনি পীড়িত হলে, দীর্ঘকাল রোগভোগের পর জাতকের মৃত্যু হয়। বৃহস্পতি দ্বারা অথবা চন্দ্রের দ্বারা পীড়িত হলে, ক্ষয়রোগে মৃত্যুর আশঙ্কা আছে। এই শনি ঋণের জন্য অর্থকষ্ট নির্দ্দেশ করে, এবং বিবাহের পর বা স্ত্রীর জন্য জাতকের অর্থ ও সম্পত্তি হানি হতে পারে। অষ্টমস্থ শনি পীড়িত হলে, জাতকের জলে ডুবে মৃত্যুর আশঙ্কা আছে, অন্যরকমেও দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হতে পারে—বিশেষতঃ শনি যদি চন্দ্র ও কেতুর দ্বারা পীড়িত হয়, এবং কোন গ্রহের দ্বারা অনুগৃহীত না হয়। রবি দ্বারা পীড়িত হলে, জাতক প্রায়ই অল্পায়ু হন।

অষ্টমস্থ শনি অনুগৃহীত হলে, জাতক মিতাচার ও সাবধানতার দ্বারা দীর্ঘায়ু লাভ করেন, এবং তাঁর বার্দ্ধক্যজনিত দুর্ব্বলতায় সহজভাবে মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় তাঁর আত্মীয় স্বজন সকলে কাছে থাকেন না, এমন কি তাঁর নির্জ্জনে মৃত্যুও হতে পারে।

রাহু অষ্টমে

অত্যাচার, অবহেলা ও অনিয়ম জাতকের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। দুরারোগ্য ও জটিল রোগে এবং কুচিকিৎসায় অথবা বিনা চিকিৎসায় তাঁর মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নয়। ভ্রমণের সময় অথবা বিদেশে এবং কোন গোলযোগের মধ্যেও তাঁর মৃত্যু সম্ভব। এই যোগ উত্তরাধিকার-সূত্রে সম্পত্তি-প্রাপ্তির বিরোধী। উত্তরাধিকার-সূত্রে সম্পত্তি পেলেও, নানা

বিশৃঙ্খল ব্যাপারে তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। জুয়াখেলায় জাতকের অর্থ নষ্ট হওয়া সম্ভব, এবং চুরি বা প্রতারণার দ্বারাও অর্থ-হানি হতে পারে। তাঁর স্ত্রীর দ্বারা অর্থ অপব্যয়িত হওয়ায় খুবই সম্ভাবনা, এবং অংশীদারীতে কাজ করতে গেলে, তাঁকে অনেক সময়ে প্রতারিত হতে হয়। জাতক নানারকম অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন, এবং মধ্যে মধ্যে দুঃস্বপ্ন দ্বারাও পীড়িত হন। কোন গুপ্ত ব্যাপারে তাঁর অর্থ নিশ্চয়ই নষ্ট হয়।

অষ্টমস্থ রাহু অনুগৃহীত হলে, কোন গুপ্ত ব্যাপারে এবং গুপ্ত উপায়ে জাতক বিশেষ লাভবান্ হন। অনেক সময়ে অন্যায় উপায়ে অথবা জুয়া-খেলায় তিনি অনেক অর্থ পেয়ে থাকেন, কিম্বা অপরের ক্ষতি থেকে তাঁর প্রচুর লাভ হয়ে থাকে।

অষ্টমস্থ রাহু পীড়িত হলে, জুয়ায় বা ঋণের দায়ে জাতকের অর্থ ও সম্পত্তি হানি হয়। তাঁর অদ্ভুত মৃত্যু হয়ে থাকে, বিদেশে, বন্ধুহীন স্থানে অখ্যাত অবস্থায় মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নয়। জাতক মৃত্যুর পূর্ব্বে বিশেষ কষ্ট পেয়ে থাকেন। অনেক সময়, অজ্ঞাতবাসে জাতকের দেহান্ত ঘটে।

কেতু অষ্টমে

জাতকের সহসা মৃত্যু হয়। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে বা নিঃশ্বাস রোধ হয়ে মৃত্যুও অসম্ভব নয়। এই যোগে জাতকের জীবনীশক্তির হ্রাস করে, এবং কেতু যদি রবি, চন্দ্র বা বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত না হয়, তাহলে জাতক কখনই দীর্ঘায়ু হন না। কেতু যদি অনুগৃহীত না হয়, তাহলে উত্তরাধিকারের ব্যাপারে অনেক ঝঞ্ঝাট যায়, উত্তরাধিকারের আশা অনেক সময় পূর্ণ হয় না। ঋণাদির ব্যাপারেও জাতকের নানারকম গণ্ডগোল উপস্থিত হয়, এবং তাঁর আবদ্ধ অর্থ বা সম্পত্তি উদ্ধার করা অনেক

সময় কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। চুরি বা প্রতারণায় তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন।

অষ্টমস্থ কেতু পীড়িত হলে, আয়ুহ্রাস করে, এবং অপঘাতে বা দুর্ঘটনায় জাতকের মৃত্যু হতে পারে। নির্জ্জনে ও দুর্গম স্থানে তাঁর মৃত্যু হওয়া অসম্ভব নয়। এই কেতু খুব বেশী পীড়িত হলে, অনাহার, অনিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, প্রভৃতি তাঁর মৃত্যুর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণ হতে পারে। এই যোগে অনেক সময় মৃত্যুর আগে পক্ষাঘাত বা অন্য কোন রকম পঙ্গুত্ব নিয়ে আসে। এই কেতু যদি রবি, চন্দ্র, বৃহস্পতি অথবা শনির দ্বারা পীড়িত হয়, তাহলে জাতক অল্পায়ু হয়ে থাকেন। মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হলে, অপঘাতের আশঙ্কা আছে। বরুণের দ্বারা পীড়িত হলে, অদ্ভুত ও নিন্দিত মৃত্যু হতে পারে।

অষ্টমস্থ কেতু অনুগৃহীত হলে, জাতক সহসা এবং গুপ্ত উপায়ে বা অপ্রত্যাশিতভাবে অর্থ বা সম্পত্তি পেয়ে থাকেন। অনেক সময়, বহুদিনের আবদ্ধ অর্থ বা সম্পত্তি অপ্রত্যাশিতভাবে ফিরে আসে। রবি, চন্দ্র বা বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত হলে, জাতকের আয়ু খুব দীর্ঘ হয়। বৃহস্পতি অথবা বরুণের দ্বারা—বিশেষ আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং অকস্মাৎ অর্থপ্রাপ্তি।

প্রজাপতি অষ্টমে

এই যোগেও জাতকের অকস্মাৎ মৃত্যু হয়, তাঁর মৃত্যুর মধ্যে কিছু অসাধারণত্ব থাকতে পারে। জাতক অনেক সময় ইচ্ছা কোরে মৃত্যু বরণ করেন। প্রকাশ্য স্থানে, প্রকাশ্যভাবে তাঁর মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নয়। নিজের হঠকারিতা তাঁর মৃত্যুর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণ হতে পারে। এই যোগ উত্তরাধিকারের অনুকূল নয়, এবং প্রজাপতি বিশেষ অনুগৃহীত না হলে, উত্তরাধিকারের ব্যাপারে অকস্মাৎ ও অপ্রত্যাশিত মনোকষ্ট সূচনা

করে। উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্য বা প্রাপ্ত অর্থ বা সম্পত্তি জাতক স্ব-ইচ্ছায় ত্যাগ করতে পারেন। আধ্যাত্মিক সাধনার পক্ষে এ একটি অনুকূল যোগ, জাতক সাধনায় বিশেষ সিদ্ধিলাভ করতে পারেন, এবং প্রজাপতি অনুগৃহীত হলে, বিভূতি বা দৈব ক্ষমতা লাভও অসম্ভব নয়। এই যোগে অনেক সময় দিব্যদর্শন, দিব্যশ্রবণ, প্রভৃতি শক্তি বিনা সাধনায় সহজভাবে স্ফুরিত হয়। ঋণাদির ব্যাপারে বা আবদ্ধ অর্থ বা সম্পত্তির ব্যাপারে জাতকের বিনা কারণে অকস্মাৎ নানারকম ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হয়, এবং তা নিয়ে বিবাদ বিসম্বাদও অসম্ভব নয়।

অষ্টমস্থ প্রজাপতি অনুগৃহীত হলে, জাতকের অকস্মাৎ কিছু অর্থ বা সম্পত্তি লাভ হয়। রবি, চন্দ্র বা বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত হলে, জাতকের দীর্ঘ আয়ু ও ইচ্ছামৃত্যু হয়ে থাকে। জাতক যোগের দ্বারাও দেহত্যাগ করতে পারেন। চন্দ্র, শুক্র বা বরুণের দ্বারা অনুগৃহীত হলে, স্ত্রীপক্ষ থেকে অকস্মাৎ বহু লাভ হয়ে থাকে।

অষ্টমস্থ প্রজাপতি পীড়িত হলে, জাতকের আয়ু কখনই খুব দীর্ঘ হয় না, এবং জাতকের প্রকাশ্যস্থানে অকস্মাৎ অপঘাতে মৃত্যু হতে পারে। অনেক সময় নাড়ীমণ্ডলের কোন অসাধারণ পীড়ায় জাতকের মৃত্যু হয়ে থাকে। মূর্চ্ছা, অপস্মার, পক্ষাঘাত, প্রভৃতি তাঁর মৃত্যুর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণ হতে পারে।

বরুণ অষ্টমে

অদ্ভুত এবং অস্বাভাবিক মৃত্যুর সূচক। এই যোগে, জাতক হয় নিতান্ত অল্পায়ু হন, না হয় তিনি অসাধারণ দীর্ঘ আয়ু লাভ কোরে থাকেন। বহুলোকের মৃত্যুর সময়ে, কোন দৈব উৎপাতে (যেমন ভূমিকম্প, জলপ্লাবন, প্রভৃতি), যুদ্ধে, মহামারীতে বা কোন দুর্ঘটনায়

(রেল, ষ্টীমারের কলিশন প্রভৃতি), জাতকের মৃত্যু হতে পারে। জাতকের রহস্যময় মৃত্যু হওয়াও বিচিত্র নয়; অনেক সময় এ-ও হয় যে, জাতক নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যান এবং তাঁর বিষয়ে আর কিছু জানা যায় না। সাধারণ-সংশ্লিষ্ট কোন স্থানে, কোন সাধারণ আশ্রম বা মন্দিরে, অথবা কোন সাধারণ হাঁসপাতালেও জাতকের মৃত্যু হওয়া অসম্ভব নয়। অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যুর পর জাতকের শবের সংস্কার হয় না। মাদক-সেবন তাঁর মৃত্যুর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণ হতে পারে। এই বরুণ পীড়িত না হলে, গুপ্তভাবে কিম্বা গুপ্ত উপায়ে জাতকের অকস্মাৎ অর্থ বা সম্পত্তি লাভ হতে পারে। ঋণের ব্যাপারে বা আবদ্ধ অর্থের সম্পর্কে তাঁর জীবনে নানারকম অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে। অদ্ভূত কল্পনা ও বিচিত্র স্বপ্ন এই যোগের একটা ফল।

অষ্টমস্থ বরুণ পীড়িত হলে, জাতক অল্পায়ু হন, এবং তাঁর নিন্দিত বা অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়ে থাকে। শনি বা চন্দ্র দ্বারা পীড়িত হলে, অনেক সময়ে জলে ডুবে বা অন্যরকমে শ্বাস রোধ হয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে। মঙ্গল অথবা প্রজাপতি দ্বারা পীড়িত হলে, কোন দুর্ঘটনায় বা দৈব উৎপাতে তাঁর মৃত্যু হতে পারে। রবি বা রাহু দ্বারা পীড়িত হলে, মহামারীতে মৃত্যুর আশঙ্কা আছে।

অষ্টমস্থ বরুণ অনুগৃহীত হলে, সহসা ও অপ্রত্যাশিতভাবে পরধন-প্রাপ্তি ঘটে। রাহু, মঙ্গল বা বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত হলে, লটারি, স্পেকুলেশন, জুয়া, প্রভৃতিতে প্রভূত লাভ হয়। শুক্র বা চন্দ্রের দ্বারা অনুগৃহীত হলে, স্ত্রীলোকের অর্থ বা সম্পত্তি অপ্রত্যাশিতভাবে আসে।

অষ্টমস্থ বরুণ যদি রবি, চন্দ্র বা বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতকের আয়ু অসম্ভব রকম দীর্ঘ হয়, বিশেষ কোরে, বরুণ যদি কোন পাপ গ্রহের দ্বারা পীড়িত না হয়।

নবম ভাব

রবি নবমে

যদি পীড়িত না হয়, বিদেশে ও বৈদেশিক ব্যাপারে, আইন-আদালতের সংশ্রবে, ভ্রমণের দ্বারা, অথবা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের ব্যাপারে জাতকের প্রতিষ্ঠা ও গৌরব লাভ হয়। জাতক সাধারণতঃ ভাগ্যশালী হয়ে থাকেন, এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সাহায্যে তাঁর ভাগ্যবৃদ্ধি হয়। ধর্ম্মের ব্যাপারে তিনি প্রায়ই উদার-মতাবলম্বী হয়ে থাকেন এবং তাঁর বিশেষ প্রতিষ্ঠাশালী গুরু লাভ হওয়া সম্ভব। জাতক নিজেও গুরু বা জ্ঞানদাতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন। আইন-আদালতের সংশ্রবে এবং রাজকার্য্যে তাঁর উচ্চপদ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করা অসম্ভব নয়। জাতকের বিচার-শক্তি প্রায়ই অসাধারণ হয়ে থাকে।

নবমস্থ রবি পীড়িত হলে, বিকৃত বিচার-বুদ্ধি এবং বংশগত দোষে ভাগ্য-হানি ও অবনতি হয়। শনি দ্বারা পীড়িত হলে, জাতক অত্যন্ত গর্ব্বিত, স্বার্থপর ও সঙ্কীর্ণ প্রকৃতির লোক হন এবং তাঁর এই স্বভাবের জন্য উন্নতির বিঘ্ন ও ভাগ্যহানি হয়। বৃহস্পতির দ্বারা—উচ্চাভিলাষ ও অহমিকার জন্য জন্য ভাগ্যহানি, ধর্ম্মে আত্ম প্রতারণা বা কপটাচার, এবং দুরারোগ্য শিরঃপীড়া। আইন-আদালতের সংশ্রবে ক্ষতি ও দুশ্চিন্তা। মঙ্গল বা প্রজাপতির দ্বারা—ভ্রমণে বা বিদেশে প্রতিষ্ঠাহানি, মামলা-মোকদ্দমায় ক্ষতি ও দুশ্চিন্তা, পিতার জন্য অশান্তি ও দুঃখ, ধর্ম্মে গোঁড়ামির জন্য ক্ষতি। চন্দ্রের দ্বারা—পারিবারিক কারণে, বিশেষতঃ পিতামাতার জন্য ভাগ্যহানি ও উন্নতিতে বাধা। এই যোগে অনেক সময় বাল্যে পিতৃমাতৃ-

নাশ বা পিতমাতার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েথাকে—পিতামাতার অন্ততঃ একজনের বাল্যে মৃত্যু প্রায়ই দেখা যায়, যদি না রবি অনুগৃহীত হয়।

নবমস্থ রবি অনুগৃহীত হলে, উচ্চ পদ ও প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী। বিশেষতঃ চন্দ্র অথবা শনি দ্বারা অনুগৃহীত হলে, জাতক বংশ-গৌরবের দ্বারা অথবা প্রতিষ্ঠাশালী আত্মীয়ের সাহায্যে বিশেষ উচ্চ পদ এবং রাজদ্বারে সম্মান লাভ করতে পারেন। বৃহস্পতি দ্বারা অনুগৃহীত হলে, নিজের জ্ঞান এবং বিচার-বুদ্ধির জোরে জাতক ভাগ্যশালী হতে পারেন।

চন্দ্র নবমে

ধর্ম্মের ব্যাপারে জাতকের মতির স্থিরতা থাকেন। তিনি একাধিক-বার নিজের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করতে পারেন। ধর্ম্মের ব্যাপারে যুক্তির চেয়ে ভাব-প্রবণতাই তাঁর বেশী, এবং গুরুত্যাগ বা গুরু-পরিবর্ত্তন তাঁর পক্ষে মোটেই আশ্চর্য্য নয়। তাঁর একাধিক গুরু থাকতে পারে। জাতকের অনেক ভ্রমণ হয়, এবং তীর্থদর্শন বা সমুদ্র-যাত্রাও তাঁর হতে পারে। তাঁর ভাগ্যও পরিবর্ত্তনশীল হয়। পিতার জন্য তাঁর অনেক চিন্তা উপস্থিত হয় এবং পিতামাতার সঙ্গে তাঁর প্রায়ই বিচ্ছেদ হয়ে থাকে।

নবমস্থ চন্দ্র অনুগৃহীত হলে, ভ্রমণ, প্রবাস ও পরিবর্ত্তনের দ্বারা জাতকের ভাগ্যবৃদ্ধি ও উন্নতি হয়। রবি অথবা বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত হলে, পিতার বা পিতৃতুল্যের সাহায্যে জাতক যথেষ্ট উন্নতি কোরে থাকেন, এবং ধর্ম্মের ব্যাপারে তাঁর সদ্‌গুরু লাভ হয়।

নবমস্থ চন্দ্র পীড়িত হলে, দুর্ভাগ্য হয় ও জাতকের মতির স্থিরতা থাকে না। প্রজাপতি বা বরুণের দ্বারা পীড়িত হলে, ধর্ম্মত্যাগ বা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ। মঙ্গলের দ্বারা—জাতক হঠকারী ও অবিবেচক হয়ে থাকেন এবং তাঁর মধ্যে গুরু-দ্রোহিতা প্রকাশ পেতে পারে। ভ্রমণে তাঁর

কোনরকম দুর্ঘটনা ঘটাও বিচিত্র নয়। রবির দ্বারা—পিতামাতার কষ্ট বা পিতামাতার জন্য দুঃখ, পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছেদ, দুরারোগ্য শিরঃ-পীড়া এবং পূর্ণ উন্নতির বাধা নির্দ্দেশ করে। মঙ্গল, শুক্র, রাহু বা বরুণের দ্বারা পীড়িত হলে, জাতকের মধ্যে নীতিজ্ঞান কম এবং যৌন আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল হয়।

মঙ্গল নবমে

দূর ভ্রমণে ও মামলা মোকদ্দমায় বিপদ ও দুর্ঘটনা নির্দ্দেশ করে। জাতকের মস্তিষ্ক প্রায়ই উত্তেজিত অবস্থায় থাকে, এবং সেইজন্য তাঁর প্রায়ই বিবাদ-বিসম্বাদ হয়ে থাকে। জাতক অতিমাত্রায় গর্ব্বিত ও প্রভুত্বপ্রিয় হয়ে থাকেন, এবং ধর্ম্মের ব্যাপারে তাঁর অসম্ভব রকম গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ পায়। অনেক সময় আবার জাতক একেবারে নাস্তিক হয়ে পড়েন। পিতার সঙ্গে তাঁর ভালরকম বনিবনাও হয় না এবং পিতার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে বিচ্ছেদ হওয়ার খুবই সম্ভাবনা। জাতকের মধ্যে বিবেচনা একটু কম, এবং হঠকারিতার জন্য তাঁর ভাগ্যহানি হওয়া অসম্ভব নয়। কোন মামলা-মোকদ্দমায় জাতককে বিশেষ বেগ পেতে হয়, এবং জলযাত্রায় তাঁর বিশেষ বিপদ্ ঘটাও বিচিত্র নয়।

নবমস্থ মঙ্গল পীড়িত হলে, জাতকের মামলা-মোকদ্দমায় বিশেষ ঝঞ্ঝাট ও অশান্তি উপস্থিত হয়, এবং তা থেকে তাঁর ভাগ্যহানি হওয়ারও আশঙ্কা আছে। জাতকের বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী মোকদ্দমাও উপস্থিত হতে পারে। মঙ্গল বিশেষ পীড়িত হলে, মামলা মোকদ্দমায় বিশেষ দুর্ভাগ্য ও দারিদ্র্য নির্দ্দেশ করে। দূর ভ্রমণে বা সমুদ্র-যাত্রায় জাতকের কোন রকম বিপদ এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটা অসম্ভব নয়।

নবমস্থ মঙ্গল অনুগৃহীত হলে, মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপারে জাতকের ভাগ্যবৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা-লাভ হয়।

বুধ নবমে

বিশেষ অনুগৃহীত না হলে, চঞ্চল ভাগ্য নির্দ্দেশ করে। আধ্যাত্মিক ব্যাপারে জাতকের বিশেষ আস্থা থাকে না, এবং ধর্ম্মের গভীর ব্যাপার-গুলির অনুভূতি তাঁর আয়ত্তের বাইরে। মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপারে তাঁর অনেক দুশ্চিন্তা থাকতে পারে, এবং তা নিয়ে তাঁর অনেক লেখালেখি ও হাঁটাহাঁটি করতে হয়। পিতার জন্যও তাঁর অনেক উদ্বেগ ও অশান্তি আসে। নানা ব্যাপারে বিব্রত হওয়ার জন্য, তাঁর উন্নতির বাধা ও ভাগ্যহানি হয়। তাঁর মতের ও মতির কোন স্থিরতা থাকে না, এবং একই সঙ্গে পরস্পর-বিরোধী নানা মত পোষণ করা তাঁর পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। ভ্রমণের সময় অথবা বিদেশে তাঁর মানসিক চাঞ্চল্যের নানা কারণ উপস্থিত হতে পারে। এই যোগ সদ্‌গুরু লাভের অন্তরায়।

নবমস্থ বুধ পীড়িত হলে, নানা দুশ্চিন্তায় জাতক পীড়িত হয়ে থাকেন, এবং তাঁর মতির ও বুদ্ধির স্থিরতা না থাকায়, উন্নতির সুযোগ নষ্ট হয়ে যায়। মঙ্গল বা প্রজাপতির দ্বারা পীড়িত হলে—শিরঃপীড়া ও পক্ষাঘাত বা সন্ন্যাসরোগের আশঙ্কা আছে, এবং নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য জাতকের ভাগ্যহানি হয়। বৃহস্পতির দ্বারা—বিবেচনা শক্তির অভাব এবং তার জন্য অবনতি।

নবমস্থ বুধ অনুগৃহীত হলে, তার অশুভ ফল অনেকটা কমে। জাতকের জ্ঞানলাভ করবার যোগ্যতা ও ইচ্ছা দুইই থাকে, এবং আইন ব্যবসায়ে অথবা শিক্ষার ব্যাপারে জাতকের প্রতিষ্ঠা ও ভাগ্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। বৃহস্পতি ও শুক্রের অনুগ্রহ সকলের চেয়ে ভাল।

বৃহস্পতি নবমে

যদি পীড়িত না হয়, তাহলে জাতক সৌভাগ্যশালী হয়ে থাকেন। জাতকের মধ্যে ধর্ম্মভাব প্রবল, এবং তাঁর ধর্ম্ম প্রায়ই উদার ও দার্শনিকতা-সংযুক্ত হয়ে থাকে। তাঁর সদ্‌গুরু লাভ হয়, এবং তিনি নিজেও গুরুতা দ্বারা প্রতিষ্ঠা ও সৌভাগ্য লাভ করতে পারেন। ধর্ম্মের ব্যাপারে, প্রত্যক্ষভাবেই হোক বা পরোক্ষভাবেই হোক, জাতক লাভবান্ হয়ে থাকেন। ভ্রমণ এবং বিদেশবাসের দ্বারা তাঁর আনন্দ ও সৌভাগ্য দুইই লাভ হতে পারে। বিচারক বা ব্যবস্থাপক হিসাবে তাঁর প্রতিষ্ঠা হওয়া অসম্ভব নয়। জাতক সাধারণত শান্তিপ্রিয় হয়ে থাকেন, কিন্তু মামলা-মোকদ্দমা হলে, তা থেকে তিনি লাভবান্ হতে পারেন।

নবমস্থ বৃহস্পতি অনুগৃহীত হলে, বিশেষ সৌভাগ্য যোগ হয়। এই যোগে জাতক বিশেষ ধার্ম্মিক বা জ্ঞানী ব'লে খ্যাত হতে পারেন। তিনি শান্তিতে ও আনন্দে জীবন কাটিয়ে যান।

নবমস্থ বৃহস্পতি পীড়িত হলে, জাতক ধর্ম্মধ্বজী বা ভণ্ড হতে পারেন। মামলা-মোকদ্দমায় তাঁর নানা রকম ঝঞ্ঝাট ও অশান্তি উপস্থিত হতে পারে, এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁর দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয়। রাহু বা শনি দ্বারা পীড়িত হলে, জাতকের মধ্যে আত্ম-প্রতারণা ও কপটাচার লক্ষিত হতে পারে, এবং জাতক হয় গুরুদ্রোহী হন, না হয় কুলধর্ম্ম পরিত্যাগ কোরে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন। এই যোগেও সৌভাগ্যহানি হয়। নবমস্থ পীড়িত বৃহস্পতি বিদেশে বা ভ্রমণকালে, যানবাহন বা চতুষ্পদ থেকে বিপদ ও দুর্ঘটনা নির্দ্দেশ করে।

শুক্র নবমে

ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে খুব ভাল যোগ না হলেও, ভাগ্য ও অর্থ সম্বন্ধে এটি একটি শ্রেষ্ঠ যোগ, যদি শুক্র না পীড়িত হয়। এই যোগে জাতক বিশেষ সৌভাগ্যশালী হয়ে থাকেন, পিতৃপক্ষ থেকে তাঁর সুখ ও সৌভাগ্য হয়। নিজের ব্যবহারিক বুদ্ধি এবং সামাজিক শিষ্ট ব্যবহারের দ্বারা তিনি সৌভাগ্য লাভ করেন। এই যোগ প্রোফেশনের খুব অনুকূল, এবং যে কোন প্রোফেশনে জাতক অর্থ, প্রতিষ্ঠা ও সম্মান লাভ করতে পারেন। বিবাহের দ্বারা বা স্ত্রীলোকের দ্বারা তাঁর ভাগ্যবৃদ্ধির সাহায্য হয়। ভ্রমণে তিনি সুখ ও সৌভাগ্য দুইই পান, এবং বিদেশে বা বৈদেশিক ব্যাপার থেকে তাঁর সৌভাগ্যলাভ হয়। জাতকের সহজ জ্ঞান খুব প্রবল হওয়া সম্ভব।

নবমস্থ শুক্র পীড়িত হলে, জাতকের ভাগ্যযোগ অনেকটা নষ্ট হয়ে যায়। স্ত্রী-লোলুপতা ও নৈতিক অধঃপতনের জন্য তাঁর সাংসারিক ও বৈষয়িক দুর্ভাগ্য এবং প্রতিষ্ঠাহানি হয়। আমোদ-প্রিয়তা এবং ক্রীড়া-কৌতুকের দিকে ঝোঁকে তিনি, অনেক সময় কর্ত্তব্যে অবহেলা কোরে, নিজেই নিজের পূর্ণ উন্নতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ান।

নবমস্থ শুক্র অনুগৃহীত হলে, জাতক শ্রেষ্ঠ ভাগ্যশালী হয়ে থাকেন। বিশেষ কোরে, শনি, রাহু অথবা রবির দ্বারা অনুগৃহীত হলে, বৈষয়িক ব্যাপারে জাতকের সৌভাগ্য কখনো নষ্ট হয় না। চন্দ্র অথবা বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত হলে, পরিবারিক ও সামাজিক সব ব্যাপারে তাঁর সৌভাগ্য অতুলনীয় হয়ে থাকে।

শনি নবমে

পীড়িত না হলেও, জাতক অত্যন্ত রক্ষণশীল প্রকৃতির লোক হয়ে থাকেন। তাঁর বুদ্ধি কখনই খুব বেশী উদার হয় না। ধর্ম্মের ব্যাপারে জাতক প্রায়ই অনুভূতিহীন হয়ে থাকেন, গতানুগতিক অনুষ্ঠানের দিকেই তাঁর বেশী লক্ষ্য থাকে। প্রচলিত আচার-ব্যবহার তিনি সহজে ছাড়তে পারেন না। জাতক প্রায়ই ভ্রমণের পক্ষপাতী হন না, এবং তাঁকে অনেক সময় দায়ে পড়ে ভ্রমণ করতে হয়। পিতৃতুল্যের জন্য তাঁর ভাগ্যহানি হতে পারে, এবং মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপারে তাঁর নানা বঞ্ঝাট উপস্থিত হয়। প্রবাস ও ভ্রমণ তাঁর দুর্ভাগ্য ও ক্ষতির কারণ হওয়া বিচিত্র নয়। জাতকের ভাগ্য ভাল হয় না, যদি না বৃহস্পতি, শুক্র, রবি অথবা চন্দ্রের দ্বারা দ্বারা শনি অনুগৃহীত হয়। জাতকের গুরুভাগ্যও ভাল হয় না।

নবমস্থ শনি পীড়িত হলে, জাতক অত্যন্ত দুর্ভাগ্য হয়ে থাকেন। অল্প বয়সে তাঁর পিতার অথবা মাতার মৃত্যু হতে পারে, এবং তিনি কখনই বিশেষ উন্নতি করতে পারেন না। শনি যদি কোন গ্রহের দ্বারা অনুগৃহীত না হয়ে, রবি, চন্দ্র অথবা বৃহস্পতির দ্বারা পীড়িত হয়, তাহলে জাতক অতি দুর্ভাগ্য, দরিদ্র, এমন কি ভিক্ষাজীবী পর্য্যন্ত হতে পারেন।

নবমস্থ শনি যদি রবি, চন্দ্র, বৃহস্পতি অথবা শুক্রের দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতক নিজে নিজের ভাগ্যসৃষ্টি কোরে অর্থ ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করতে পারেন। এ ছাড়া অন্য কোন গ্রহের দ্বারা অনুগৃহীত হলে, শনি বিশেষ কিছু ভাল করতে পারে না।

রাহু নবমে

বহু ভ্রমণ সূচনা করে। জাতককে দূর এবং দুর্গম প্রদেশে গমন করতে হয়, এবং ভ্রমণে নানারকম বিভ্রাট ঘটতে পারে। অনেক সময় তাঁর

ভ্রমণের বিশেষ্ কোন উদ্দেশ্য থাকে না। জাতকের ভাগ্য পরিবর্ত্তন-শীল হয়, এবং রাহু বিশেষ অনুগৃহীত না হলে, প্রবাস, ভ্রমণ বা স্থান-পরিবর্ত্তন তাঁর দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জাতকের মধ্যে ভোগবাসনা প্রবল, এবং তাঁর বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক আদর্শের ধারণা কখনই হয় না। ব্যসন ও ভোগাসক্তির জন্য তাঁর ভাগ্যহানি হওয়া বিচিত্র নয়। পিতার ব্যাপারে জাতককে অনেক ঝঞ্ঝাট ভোগ করতে হয়, এমন কি, পিতার জন্য তাঁর নিজের দুর্ভাগ্য আসতে পারে। মামলা-মোকদ্দমা বা আইন-আদালতের ব্যাপারে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা হতে পারে, এবং তা থেকে কোন রকম অশান্তি ও দুঃখ আসা সম্ভব।

নবমস্থ রাহু পীড়িত হলে, অত্যন্ত অশুভ ফল দেয়। নিজের দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের জন্য জাতককে দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করতে হয়, এবং তাঁর মনে ধর্ম্মবোধ ও উদারতার একান্ত অভাব দেখতে পাওয়া যায়। চন্দ্র, মঙ্গল, শুক্র অথবা বরুণের দ্বারা পীড়িত হলে, জুয়া, স্ত্রীলোক বা মাদকের দিকে তীব্র আকর্ষণে জাতকের নৈতিক অধঃপতন হয়, এবং তা থেকে দুঃখ ও দুর্ভাগ্য নিশ্চয় আসে। রবি দ্বারা পীড়িত হলে, জাতক রাজদ্বারে অভিযুক্ত হতে পারেন, এবং তাঁর পিতার অকালে মৃত্যু হতে পারে।

নবমস্থ রাহু অনুগৃহীত হলে, ভ্রমণ বা প্রবাস কিম্বা বৈদেশিক ব্যাপার থেকে জাতকের উন্নতি ও ভাগ্যবৃদ্ধি হয়। অপরের বিপদ থেকে তাঁর অর্থ ও প্রতিষ্ঠা লাভ হওয়া সম্ভব। নবমস্থ রাহু যদি চন্দ্র, বৃহস্পতি অথবা শুক্রের দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতক বিশেষ সৌভাগ্যশালী হয়ে থাকেন।

কেতু নবমে

দুর্ভাগ্য এবং সহজজ্ঞানের অভাব সূচনা করে। জাতকের জীবনের সব ব্যাপারে অপ্রত্যাশিত বাধা এসে উপস্থিত হয়। জাতক ভ্রমণের

বিরোধী হন, এবং তাঁর যা কিছু ভ্রমণ হয় তাতে বিশেষ কোন আনন্দ থাকে না। ভ্রমণের সময় বা বিদেশে অনেক সময় অচিন্তিতপূর্ব্ব ঝঞ্ঝাট বা বিপদে তাঁকে বিব্রত হতে হয়। জাতকের পিতার তরফ থেকে অনেক দুঃখ আসে, এবং অনেক সময় বাল্যেই তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়ে থাকে। কেতু যদি অনুগৃহীত না হয়, তাহলে জাতক জড়ভাবাপন্ন হয়ে থাকেন, এবং তাঁর ধর্ম্মবোধ বা রসানুভূতি কখনই পরিণত হয় না। রাজদ্বারে অপদস্থ হওয়া তাঁর পক্ষে বিচিত্র নয়।

নবমস্থ কেতু পীড়িত হলে, জাতক হৃদয়হীন এবং পশুভাবাপন্ন হয়ে থাকেন। কোন ফৌজদারী ব্যাপারে তিনি রাজদ্বারে অভিযুক্ত হতে পারেন। এবং তিনি দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের মধ্যেই জীবন কাটান। এই যোগে জাতকের মানসিক জড়ত্ব নিয়ে আসে।

নবমস্থ কেতু অনুগৃহীত হলে, জাতকের বিদেশে অথবা বিদেশী কি বিধর্ম্মীর সংশ্রবে ভাগ্যবৃদ্ধি হয়ে থাকে। কোন নীচ কর্ম্মেও তাঁর উন্নতি হতে পারে। রবি, চন্দ্র, বৃহস্পতি অথবা বরুণের দ্বারা অনুগৃহীত হলে, জাতকের অসাধারণ আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়ে থাকে।

প্রজাপতি নবমে

জাতকের ভাগ্য পরিবর্ত্তনশীল হয়। তাঁর সহসা উন্নতি এবং সহসা অবনতি হয়ে থাকে। জাতকের পিতার সঙ্গে বিচ্ছেদ হতে পারে। তাঁর অনেক সময় অকস্মাৎ ভ্রমণ হয়, এবং ভ্রমণের সময় বা বিদেশে কোন রকম দুর্ঘটনা অথবা বিভ্রাট ঘটা অসম্ভব নয়। ধর্ম্মের ব্যাপারে জাতকের মধ্যে সংস্কারপ্রিয়তা লক্ষিত হওয়া সম্ভব। মৌলিকতা এবং প্রতিভা দ্বারা তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করতে পারেন। আইন-আদালতের ব্যাপারে তাঁর কোন অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হতে পারে।

নবমস্থ প্রজাপতি পীড়িত হলে, জাতক খামখেয়ালি ও মাথাপাগলা লোক হয়ে থাকেন। তাঁর অনেক ভাগ্যবিপর্য্যয় হয় এবং বিদেশে বা ভ্রমণের সময় নানারকম বিপদ-আপদ ঘটে। বুধ বা চন্দ্র দ্বারা পীড়িত হলে, জাতকের দুরারোগ্য বায়ুরোগ, পক্ষাঘাত প্রভৃতির আশঙ্কা আছে। মঙ্গলের দ্বারা—ভ্রমণে বিপত্তি এবং ফৌজদারী মামলা।

নবমস্থ প্রজাপতি অনুগৃহীত হলে, জাতকের মৌলিক প্রতিভা দ্বারা প্রতিষ্ঠা ও গৌরব লাভ হয়ে থাকে। জাতক উদার এবং মুক্তচিত্ত হয়ে থাকেন, এবং সহসা ও অপ্রত্যাশিভাবে তাঁর ভাগ্যবৃদ্ধি হয়। আধ্যাত্মিক ব্যাপারে তাঁর বিশেষ উন্নতি হতে পারে, এবং অনেক সময় সামাজিক বা রাজনৈতিক সংস্কারে তিনি প্রতিষ্ঠা ও সম্মান পান। প্রজাপতি যদি রবি, বৃহস্পতি অথবা শুক্রের দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে বিশেষ ভাগ্যবৃদ্ধি করে। মঙ্গলের দ্বারা অনুগৃহীত হলে, জাতকের মধ্যে কোন রকম মৌলিক প্রতিভার বিকাশ হতে পারে।

বরুণ নবমে

যদি না বিশেষ অনুগৃহীত হয়, ভাগ্যের পক্ষে ভাল যোগ নয়। জাতক বিশেষ সৌভাগ্যশালী হন না, তাঁর জীবনে অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিতভাবে ভাগ্যবিপর্য্যয় হয়। তাঁর অনেক ভ্রমণ হয়, এবং দূর ও দুর্গম দেশেও তাঁকে অনেক সময় থাকতে হয়। জীবনের কোন না কোন সময় জাতক অজ্ঞাতবাসে থাকতে পারেন। পিতার ব্যাপারে তাঁর অনেক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে, এবং তা বিশেষ আনন্দজনক না-ও হতে পারে। মামলা মোকদ্দমার ব্যাপারে নানারকম অপ্রত্যাশিত ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটে, এবং তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মোকদ্দমার সৃষ্টি হওয়াও অসম্ভব নয়। তাঁর বেশ আধ্যাত্মিক উন্নতি হতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের ব্যাপারে

তাঁর কতকগুলি অদ্ভুত মত বা ধারণা থাকতে পারে, এবং তিনি গুপ্ত সাধনার পক্ষপাতী হতে পারেন।

নবমস্থ বরুণ অনুগৃহীত হলে, জাতকের বিশেষ আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়ে থাকে, এবং তাঁর সদ্‌গুরু-লাভ ও ধর্ম্মজগতে কোন মহাপুরুষের সাহায্য-লাভ হতে পারে। এই যোগে তীর্থ-দর্শন ও তীর্থবাস, এবং তা থেকে আনন্দলাভ হওয়া সম্ভব। রবি বা বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত হলে, জাতক মোটের উপর ভাগ্যশালী হয়ে থাকেন, এবং তাঁর অপ্রত্যাশিতভাবে ভাগ্যবৃদ্ধি হয়।

নবমস্থ বরুণ পীড়িত হলে, জাতকের ধর্ম্মবোধ অতি দুর্ব্বল হয়, এবং নানারকম বিলাসব্যসনে তাঁর নৈতিক অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী, বিশেষ কোরে, বরুণ যদি চন্দ্র, শুক্র অথবা রাহু দ্বারা পীড়িত হয়। এই যোগে, দুর্ভাগ্যের জন্য জাতককে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করতে হয়, এবং অনেক সময় পরের অনুগ্রহের উপর তাঁর জীবন নির্ভর করে।

দশম ভাব

রবি দশমে

যদি পীড়িত বা দুর্ব্বল না হয়, মান-সম্ভ্রম ও প্রতিষ্ঠার পক্ষে শ্রেষ্ঠ যোগ। জাতক উচ্চ পদ ও গৌরব নিশ্চয় লাভ করেন, এবং তাঁর রাজদ্বারে সম্মানিত হবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। রাজা এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তির অনুগ্রহ তিনি পেয়ে থাকেন, এবং বংশগৌরবেও তিনি গৌরবান্বিত হন। যে কোন কাজেই জাতক ব্যাপৃত থাকুন, তাঁর প্রতিষ্ঠা ও গৌরব অবশ্যম্ভাবী। প্রায়ই জীবনের মধ্যভাগে ও শেষে জাতক প্রতিষ্ঠা পেয়ে থাকেন। তাঁর কোন দায়িত্বপূর্ণ ও মর্য্যাদাপূর্ণ পদ পাবার খুবই সম্ভাবনা, এবং সরকারী বা আধাসরকারী কাজেও প্রায়ই তিনি নিযুক্ত হন।

দশমস্থ রবি অনুগৃহীত হলে, জাতকের সদ্বংশে জন্ম হয়, এবং উচ্চ কাজে জাতকের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি রাজদ্বারে নিশ্চয় সম্মান এবং প্রশংসা পান। তাঁর অধীনে বহু ব্যক্তি কাজ করে, এবং তাঁর মধ্যে সংগঠন ও প্রভুত্বের শক্তি বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হয়। চন্দ্র, বৃহস্পতি অথবা শনির দ্বারা অনুগৃহীত হলে, জাতক সরকারী বা আধা সরকারী যে কোন বিভাগে বিশেষ উচ্চ পদ পেয়ে থেকেন।

দশমস্থ রবি পীড়িত হলে, পিতার অবনতি বা মৃত্যু, প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তির শত্রুতা, রাজদ্বারে অপমান, প্রভৃতি অশুভ ফল দেয়। শনি, রাহু, প্রজাপতি অথবা বরুণের দ্বারা পীড়িত হলে, জাতকের রাজদ্বারে অভিযুক্ত হবার এবং কারারুদ্ধ হবার আশঙ্কা আছে। উচ্চ অবস্থা থেকে জাতকের শোচনীয় অবনতি হয়।

চন্দ্র দশমে

জাতকের বৃত্তির স্থিরতা থাকে না, যদি না চন্দ্র বিশেষ অনুগৃহীত হয়। তাঁর কর্ম্মস্থানে অনেক পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু তাঁর খ্যাতিলাভ হওয়া সম্ভব। ভালর জন্যই হোক্ বা মন্দের জন্যই হোক্, তাঁকে দশজনের সামনে আসতে হয়, এবং জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর কাজের কমবেশী সংশ্রব থাকে। সেই জন্য কৃষি, জমিদারী, তেজারতি, খুচরা (retail) ব্যবসা, প্রভৃতি যে কোন একটায় জাতক লিপ্ত হতে পারেন। চাকরী করলে, জনসাধারণ-সংশ্লিষ্ট যে কোন প্রতিষ্ঠান, সমবায়, সংসদ্ বা পরিষদে তাঁর চাকরী হওয়া সম্ভব। পিতামাতার সম্বন্ধে এই যোগ ভাল নয়, চন্দ্র যদি না রবি অথবা বৃহস্পতির দ্বারা অনুগৃহীত হয়। জাতকের পিতা-মাতার মৃত্যু, তাঁদের সঙ্গে বিরোধ অথবা বিচ্ছেদ হওয়া অসম্ভব নয়। উচ্চপদ ও প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা জাতকের মনে থাকে, এবং এই আকাঙ্ক্ষার জন্য তাঁর অনেক দুশ্চিন্তা উপস্থিত হয়।

দশমস্থ চন্দ্র দুর্ব্বল ও পীড়িত হলে, জাতকের কর্ম্মে উন্নতি হয় না, এবং সামান্য কর্ম্মে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়। শনি, মঙ্গল বা রাহুর দ্বারা পীড়িত হলে, জাতকের নানা রকম অপযশ হয়, এবং সমাজে তাঁর কোন রকম প্রতিষ্ঠা হয় না। কর্ম্মের ব্যাপারে তাঁর অনেক দুশ্চিন্তা ও মনোকষ্ট ভোগ করতে হয়, এবং তাঁর অনেকবার কর্ম্মহানি হতে পারে।

দশমস্থ চন্দ্র অনুগৃহীত হলে, কর্ম্মের পরিবর্ত্তনের দ্বারা জাতকের উন্নতি হয়। রবি, বৃহস্পতি অথবা শনির দ্বারা অনুগৃহীত হলে, জাতক বিশেষ যশ ও প্রতিষ্ঠা পেয়ে থাকেন, বংশগত অবস্থার দ্বারা তাঁর উন্নতির সাহায্য হয়, এবং পিতামাতার তরফ থেকে জাতক উপকৃত হন। জনসাধারণের মধ্যে জাতকের খ্যাতি অবশ্যম্ভাবী।

মঙ্গল দশমে

জাতকের জীবন কর্ম্মবহুল হয়। জাতক উচ্চাকাঙ্ক্ষী, এবং তাঁর জীবনে নেতৃত্ব কববার ইচ্ছা ও সুযোগ দুইই উপস্থিত হয়। মঙ্গল যদি পীড়িত না হয়, কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি বিশেষ শক্তি ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন কোরে থাকেন। জাতকের মধ্যে পুরুষকার খুব প্রবল, এবং তাঁর পুরুষকার দিয়ে কর্ম্মপথের অনেক বাধাবিঘ্ন তিনি দূর করতে পারেন। তিনি এক্সিকিউটিভ কাজের যোগ্য, এবং অনেক সময় তিনি এই শ্রেণীর কাজই কোরে থাকেন। সৈন্যবিভাগ, পূর্ত্তবিভাগ, পুলিশ বিভাগ, জমিদারী বিভাগ, প্রভৃতিতে তাঁর কর্ম্ম হওয়া সম্ভব। যেখানে কোন রকম কর্ত্তৃত্ব বা প্রভুত্ব নেই, সেখানে কাজ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। মঙ্গল যদি বিশেষ অনুগৃহীত না হয়, তাহলে যে কোন কারণেই হোক্ তাঁর নিন্দা ও অপবাদ প্রচার হয়, এবং তাঁর কর্ম্মস্থানে নানা রকম শত্রুতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হয়ে থাকে। অহমিকা ও হঠকারিতার জন্য তাঁর অনেক শত্রু সৃষ্টি হয়। বিবেচনার চেয়ে সাহসিকতা ও শক্তির দ্বারা জাতক নিজের কর্ম্ম সিদ্ধ কোরে থাকেন।

দশমস্থ মঙ্গল অনুগৃহীত হলে, জাতক নিজের তেজস্বিতা ও কার্য্যদক্ষতা দিয়ে প্রভুত্ব ও মর্য্যাদাপূর্ণ উচ্চপদ লাভ কোরে থাকেন। তাঁর শত্রুকে তিনি অতি সহজে পরাজিত করতে পারেন। তাঁর বহু অনুচর ও সহকারী থাকে, এবং যে কোন ব্যাপারে হোক্, তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারেন। নেতৃত্ব এবং কর্ম্মশক্তির জন্য তাঁর খ্যাতি অবশ্যম্ভাবী।

দশমস্থ মঙ্গল পীড়িত হলে, অবিবেচনা এবং হঠকারিতার জন্য জাতকের ক্ষতি ও অবনতির আশঙ্কা আছে। তাঁর অনেক শত্রু থাকে, ও শত্রুর সঙ্গে তাঁকে প্রায় আজীবন লড়াই করতে হয়, অথবা শত্রুর দ্বারা

নানারকমে বিপদাপন্ন হতে হয়। নিজের অহমিকা, ক্রোধ এবং হঠকারিতার জন্য তাঁর ঘোরতর অখ্যাতি ও নিন্দা প্রচারিত হয়ে থাকে।

বুধ দশমে

কর্ম্ম ও সাফল্যের ব্যাপারে জাতকের নানা রকম চিন্তা উপস্থিত হয়, বিশেষতঃ, বুধ কোন রকমে অনুগৃহীত না হলে। অব্যবস্থিত-চিত্ততার জন্য এবং আত্ম-প্রত্যয়ের অভাবে ও অপরের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার জন্য জাতকের কখনই পূর্ণ উন্নতি বা প্রতিষ্ঠা হয় না। স্বাধীন-ভাবে কাজের চেয়ে অপরের প্রতিনিধি-স্বরূপ অথবা অপরের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কাজ করার সম্ভাবনাই তাঁর বেশী। জাতক একটিমাত্র কাজে লেগে থাকতে পারেন না, এবং ইচ্ছা কোরেই হোক্ বা বাধ্য হয়েই হোক্, এক সঙ্গে দু'তিন রকমের কাজ তাঁকে করতে হয়। কার্য্যসিদ্ধির জন্য জাতক কূটবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে থাকেন, এবং বুধ যদি কোন রকমে পীড়িত হয়, তাহলে অনেক সময় উপার্জ্জনের জন্য তাঁকে অসদুপায় অবলম্বন করতে হয়।

দশমস্থ বুধ যদি মঙ্গল, শনি, রাহু অথবা প্রজাপতি দ্বারা পীড়িত হয়, তাহলে কর্ম্মের জন্য তাঁর নানা রকম দুশ্চিন্তা চলে। প্রতিষ্ঠা বজায় রাখবার জন্য অথবা নিজের স্বার্থসিদ্ধি করবার জন্য, প্রতারণা, কপটাচার, এমন কি চুরি, জালিয়াতি পর্য্যন্ত তাঁর আটকায় না। তাঁর নিন্দিত ব্যবহার লোক সমাজে অপ্রকাশ থাকে না, এবং তার জন্য তাঁর যথেষ্ট অখ্যাতি হয়, এমন কি সংবাদপত্রে, বা কোন প্রকাশ্য স্থানে ও প্রকাশ্য-ভাবে এ নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

দশমস্থ বুধ যদি অনুগৃহীত হয়, তাহলে সাহিত্য, বাগ্মিতা, রাজনীতি, প্রভৃতিতে জাতকের প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব। এজেন্সি, কন্ট্র্যাক্ট, প্রভৃতির

দ্বারাও জাতকের জীবিকা নির্ব্বাহ হতে পারে। শিক্ষার ব্যাপারে জাতকের কোন রকম সম্মান বা প্রতিষ্ঠা হওয়া অসম্ভব নয়। বৃহস্পতি, শনি অথবা প্রজাপতির দ্বারা অনুগৃহীত হলে, লেখাপড়ায় অথবা রাজনীতিতে জাতক বিশেষ প্রতিষ্ঠা পেতে পারেন।

বৃহস্পতি দশমে

যদি পীড়িত না হয়,তাহলে জাতকের কোন সম্মানজনক কাজেজীবিকা নির্ব্বাহ হয়। সর্ব্বত্র জাতকের যথেষ্ট সুনাম থাকে, এবং জ্ঞানী, সাধু বা ধার্ম্মিক ব'লে তিনি পূজিত হয়ে থাকেন। জাতকের প্রায় সদ্বংশে এবং অনুকূল আবেষ্টনের মধ্যে জন্ম হয়, বিশেষতঃ বৃহস্পতি যদি রবি, চন্দ্র বা শুক্রের দ্বারা অনুগৃহীত হয়। তাঁর উন্নতিরও যথেষ্ট সুযোগ আপনা আপনি এসে উপস্থিত হয়। এই যোগে জাতককে একটু গর্ব্বিত করতে পারে, কিন্তু সে গর্ব্ব খুব বেশী পীড়াদায়ক হয় না। গৃহে, সমাজে ও কর্ম্মস্থানে তাঁর অনুগত ব্যক্তির সংখ্যা অনেক থাকে। আইন-আদালতের কাজে, ব্যবস্থাপক সভায়, বড় ব্যবসায়ের সংশ্রবে, ভূমি বা রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে জাতক কোন উচ্চপদ পেতে পারেন—বিশেষতঃ, বৃহস্পতি যদি রবি, চন্দ্র, শনি অথবা রাহু দ্বারা অনুগৃহীত হয়।

দশমস্থ বৃহস্পতি পীড়িত হলে, বিশেষ শুভ ফল দিতে পারে না। জাতকের উচ্চবংশে এবং ভাল পারিপার্শ্বিকের মধ্যে জন্ম হলেও, তাঁর ক্রমশঃ অবনতি হয়। জাতক অত্যন্ত গর্ব্বিত ও অপব্যয়ী হয়ে থাকেন। মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপারে তাঁর কর্ম্ম-নাশ ও প্রতিষ্ঠা-হানির আশঙ্কা আছে। চন্দ্র অথবা শনির দ্বারা পীড়িত হলে, অনেক সময় ভাল অবস্থা থেকে জাতকের বিশেষ অবনতি ও দুর্গতি হয়ে থাকে। ধর্ম্মের ব্যাপারে,

কোন বৈদেশিক ব্যাপারে, অথবা ভ্রমণ ও স্থান-পরিবর্ত্তনে জাতকের ক্ষতি ও প্রতিষ্ঠাহানি হয়ে থাকে।

দশমস্থ বৃহস্পতি যদি কোন রকমে পীড়িত না হয় এবং বলবান্ গ্রহের দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতক সাংসারিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে বিশেষ সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন কোরে থাকেন।

শুক্র দশমে

যদি পীড়িত না হয়, তাহলে জাতক সমাজে এবং কর্ম্মস্থলে বিশেষ প্রতিষ্ঠা ও সম্মান লাভ কোরে থাকেন। কোন সম্মানজনক কাজে তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন কোরে থাকেন, এবং এমন কোন কাজে তিনি লিপ্ত থাকেন, যাতে অল্প পরিশ্রমে খুব বেশী আয় হয়। তাঁর সামাজিক ও শিষ্ট ব্যবহার, মধুর স্বভাব, তীক্ষ্ণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, অনিন্দনীয় সহজ জ্ঞান, প্রভৃতির জন্য যথেষ্ট উন্নতি হয়ে থাকে। তাঁর পারিপার্শ্বিক তাঁর কার্য্যসিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করে, এবং আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের দ্বারাও উন্নতির যথেষ্ট সাহায্য হয়। বিবাহের দ্বারা অথবা স্ত্রীর সংশ্রবেও তাঁর উন্নতি ও প্রতিষ্ঠালাভ অসম্ভব নয়। কোন রকম প্রোফেশনে তাঁর খ্যাতি ও অর্থ লাভ হতে পারে।

দশমস্থ শুক্র অনুগৃহীত হলে, কর্ম্মের দ্বারা জাতকের যথেষ্ট আয় হয়, এবং তাঁর অর্থজনিত খ্যাতি হওয়াও অসম্ভব নয়। খুব সহজে এবং খুব শীঘ্র তাঁর সাফল্য ও উন্নতি হয়। অতি অল্প দিনের মধ্যে তিনি প্রতিষ্ঠা ও সম্মান অর্জ্জন করতে পারেন।

দশমস্থ শুক্র পীড়িত হলে (বিশেষতঃ, যদি চন্দ্র, বৃহস্পতি অথবা শনি দ্বারা পীড়িত হয়), জাতকের উন্নতির সুযোগ অনেক নষ্ট হয়ে যায়, এবং কর্ম্মের ব্যাপারে অনেক আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ হওয়া বিচিত্র নয়।

শনি দশমে

পীড়িত না হলে, জাতক চেষ্টা ও পরিশ্রমের দ্বারা উন্নতি করতে পারেন। কর্ম্মের ব্যাপারে তিনি অপরের সাহায্য খুব কমই পেয়ে থাকেন, যা কিছু উন্নতি, নিজের চেষ্টাতেই করতে হয়। তাঁর সুযোগ সহজে আসে না, এবং অনেক বাধা-বিঘ্ন ও বিলম্বের পর তাঁর উন্নতি হয়। জীবনের এক সময় তাঁকে যথেষ্ট কষ্টভোগ করতে হয়, এবং তাঁর প্রায় আজীবন পরিশ্রম করতে হয়। কোন বড় দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে থাকায়, তাঁর উন্নতির অনেক বাধা উপস্থিত হতে পারে, এবং যতই উন্নতি হোক্, তাঁর পরিশ্রম ও ঝঞ্ঝাট কমে না। জাতক উচ্চাকাঙ্ক্ষী, এবং কোন না কোন সময়ে তিনি কতকটা প্রতিষ্ঠাও অর্জ্জন করেন। জাতক নিজের চেষ্টা, অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা জন্মগত অবস্থার অনেক উপরে উঠে যান। বংশগত অবস্থা এবং আবেষ্টন প্রায়ই তাঁর উন্নতির অনুকূল হয় না।

দশমস্থ শনি পীড়িত হলে, জাতকের জীবন অত্যন্ত দুশ্চিন্তা ও ঝঞ্ঝাটের মধ্য দিয়ে কাটে। তাঁর পূর্ণ উন্নতি কখনই হয় না, এবং উন্নতি হলেও ফিরে অধঃপতন হয়। আর্থিক ও সাংসারিক ব্যাপারে তাঁর অনেক মনোকষ্ট ও উদ্বেগের কারণ থাকতে পারে। জীবনের কোন না কোন সময়ে তাঁর দারিদ্র্য অবশ্যম্ভাবী।

দশমস্থ শনি অনুগৃহীত হলে, জাতক নিজের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠা ও মানসম্ভ্রম পেয়ে থাকেন, যদিও সে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা প্রায় জীবনের শেষে এবং অনেক বিলম্বে এসে উপস্থিত হয়। রবি, চন্দ্র, বৃহস্পতি অথবা শুক্রের দ্বারা অনুগৃহীত হলে, জাতক বেশ উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ পদ লাভ করেন, এবং মিতব্যয়িতা দ্বারা ও বিবেচনার সঙ্গে টাকা খাটিয়ে তিনি যথেষ্ট অর্থ-সঞ্চয়ও করেন। কিন্তু তাঁকে আজীবন পরিশ্রম করতে হয়ই।

দশমস্থ শনি যদি রবি দ্বারা পীড়িত হয়, তাহলে জাতকের কারাবাসের আশঙ্কা আছে, এবং যদি রবি দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে উচ্চ রাজকার্য্যে যশ ও প্রতিষ্ঠা লাভের বিশেষ সম্ভাবনা।

রাহু দশমে

জাতক অহমিকাপূর্ণ ও উচ্চাভিলাষী হয়ে থাকেন, এবং রাহু বিশেষ অনুগৃহীত না হলে, তাঁর কর্ম্মস্থানে নানা বিশৃঙ্খল ব্যাপার ও গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। জাতকের পক্ষে এক কর্ম্মে লেগে থাকা কঠিন ব্যাপার। তাঁর কর্ম্মস্থলে নানারকম পরিবর্ত্তন হয়, এবং কর্ম্মের ব্যাপারে অনেক ওঠা-পড়ার মধ্য দিয়ে তাঁকে অগ্রসর হতে হয়। তাঁর সাফল্যের অনেক বাধাবিঘ্ন আসে, এবং যে কোন ব্যাপারে পূর্ণ সাফল্য লাভ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। বিদেশে বা কোন দুর্গম স্থানে তাঁর কর্ম্ম হতে পারে, এবং কর্ম্মের জন্য ভ্রমণ করাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। তাঁর কর্ম্মের মধ্যে অবাঞ্ছনীয় কিছু থাকতে পারে, এবং কর্ম্মের জন্য তাঁর কোন রকম দুর্নাম বা অপবাদ হওয়াও বিচিত্র নয়। জাতকের কর্ম্ম থেকে অনিশ্চিত আয় হয়, এবং মধ্যে মধ্যে কর্ম্মহীন অবস্থায় থাকাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়।

দশমস্থ রাহু পীড়িত হলে, জাতকের নানারকমে অখ্যাতি ও অপবাদ হয়। জাতককে প্রায়ই কোন নীচ কর্ম্মে নিযুক্ত হতে হয়, এবং সে কর্ম্মেরও স্থিরতা থাকে না। কর্ম্মের ব্যাপারে জাতক কখনো নিশ্চিন্ত হতে পারেন না—অনেক সময়, কর্ম্মের জন্য তাঁকে দূর-দূরান্তরে ভ্রমণ করতে হয়। তাঁর কর্ম্মস্থানে নানারকম অদ্ভুত গণ্ডগোল উপস্থিত হয়, এবং তাঁর উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর সঙ্গে বা প্রভুর সঙ্গে কখনো ভালরকম বনিবনাও হয় না।

দশমস্থ রাহু অনুগৃহীত হলে, পরিবর্ত্তনের দ্বারা জাতকের যথেষ্ট উন্নতি ও প্রতিষ্ঠালাভ হয়। তিনি কর্ত্তৃত্বপূর্ণ কোন পদ পেয়ে থাকেন,

এবং বিদেশে তাঁর বিশেষ প্রতিষ্ঠা ও সম্মান লাভ হয়। বৃহস্পতি বা শুক্রের দ্বারা অনুগৃহীত হলে, জাতক কর্ম্মের দ্বারা যথেষ্ট উপার্জ্জন কোরে ঐশ্বর্য্যশালী হয়ে থাকেন।

দশমস্থ রাহু অনুগৃহীত হলেও, জাতকের কর্ম্মের মধ্যে অবাঞ্ছনীয় বা নিন্দনীয় কিছু না কিছু থাকেই। অযথা নিন্দার হাত তিনি এড়াতে পারেন না।

কেতু দশমে

জাতকের নীচব্যক্তির সংশ্রবে কর্ম্ম হওয়া সম্ভব। মিল্, ফ্যাক্টরী, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, পুলিশ, আবগারী, প্রভৃতির সংশ্রবে তাঁর কর্ম্ম হতে পারে। কেতু যদি বিশেষ অনুগৃহীত না হয়, তাহলে জাতকের কর্ম্মের সংশ্রবে অনেক শত্রুর সৃষ্টি হয়, এবং শীঘ্র বা সহজে তাঁর পদবৃদ্ধি হয় না। অনেক সময় তাঁকে এমন কোন গুপ্ত বা গোপনীয় কর্ম্মে নিযুক্ত থাকতে হয়, যা কারো কাছে প্রকাশ করা চলে না। কর্ম্মের ব্যাপারে জাতকের অকস্মাৎ অবনতি বা পদচ্যুতি হওয়াও অসম্ভব নয়।

দশমস্থ কেতু পীড়িত হলে, জাতকের কোন নীচ বা নিন্দিত কর্ম্মে জীবিকা চলে। অনেক সময় এমন কর্ম্মে তাঁকে নিযুক্ত থাকতে হয়, যাকে ঠিক ন্যায়সঙ্গত বলা চলে না। জাতকের কোন না কোন সময়ে ফৌজদারী ব্যাপারে জড়িত হয়ে কারারুদ্ধ হবার আশঙ্কা আছে, এবং শত্রুর ষড়যন্ত্রে বিশেষ বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াও তাঁর বিচিত্র নয়।

দশমস্থ কেতু অনুগৃহীত হলে, জাতকের অকস্মাৎ ও অপ্রত্যাশিতভাবে বিশেষ উন্নতি ও পদবৃদ্ধি হয়ে থাকে। কিন্তু অনুগৃহীত হলেও, দশমস্থ কেতু বিশেষ লোকপ্রিয়তা দিতে পারে না।

প্রজাপতি দশমে

এই যোগও স্থির কর্ম্মের অনুকূল নয়। জাতকের কর্ম্মস্থানে অকস্মাৎ

পরিবর্ত্তন হতে পারে, এবং কর্ম্মের ব্যাপারে তাঁর জীবনে অনেক উত্থান-পতন ঘটে। এক এক পরিবর্ত্তনে, জাতকের কর্ম্মের প্রকৃতি আগাগোড়া বদলে যায়। মোট কথা, তাঁর কর্ম্মসম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণা করা সম্ভব নয়। ইলেক্‌ট্রিক, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, এরোপ্লেন, প্রভৃতির সংশ্রবে তাঁর কর্ম্ম হতে পারে, অথবা তিনি এমন কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হতে পারেন, যা একেবারে অদ্ভূত ও অভিনব বা অসাধারণ। জাতক পরের অধীনে কাজ করতে খুব রাজী নন, এবং তাঁর প্রভু বা উপরওয়ালার সঙ্গে কখনই ভালরকম বনিবনাও হয় না। তিনি নিজের কাজ নিজের ভাবে এবং নিজের মতে করতে চান।

দশমস্থ প্রজাপতি পীড়িত হলে, জাতক অতিমাত্রায় খামখেয়ালি ও প্রভুত্বপ্রিয় হয়ে থাকেন। কর্ম্মস্থানে তাঁর অনেক শত্রু থাকে, এবং তাঁর ঘন ঘন কর্ম্ম-পরিবর্ত্তনের আশঙ্কা আছে। জাতকের উপরওয়ালার সঙ্গে ক্রমাগত কলহ হয়, এবং নিজের খামখেয়ালের জন্য তিনি কোন কাজে উন্নতি বা সাফল্যলাভ করতে পারেন না। জাতক অনেক সময় নিজের হঠকারিতার জন্য পদচ্যুত অথবা কারারুদ্ধ হতে পারেন। তাঁর জীবনে স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশা নেই।

দশমস্থ প্রজাপতি অনুগৃহীত হলে, জাতক কর্ত্তৃত্ব ও প্রভুত্ব পেয়ে থাকেন। তাঁর অধীনে বহু লোক থাকে, এবং তাঁর অনুগত ও অনুচরের সংখ্যা অসংখ্য হয়। জাতক খুব রাশভারি হয়ে থাকেন, এবং যে কোন ব্যাপারের নেতাস্বরূপ পূজিত হতে পরেন। তাঁর অসাধারণ প্রতিষ্ঠা ও সম্মান লাভ হয়। রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি অথবা শুক্র দ্বারা অনুগৃহীত হলে, জাতকের উচ্চপদ, যশ ও প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী।

বরুণ দশমে

জাতকের জীবনে কর্ম্মের ব্যাপারে অনেক অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিত

ঘটনা ঘটে। বরুণ যদি বিশেষ অনুগৃহীত না হয়, তাহলে তাঁর কর্ম্মের কোন স্থিরতা থাকে না, এবং অপ্রত্যাশিত ঘটনায় তাঁর কর্ম্মের ধারায় একটা মস্ত ওলট পালট এনে দেয়। অনেক সময়, কোন অদ্ভুত কাজে বা উঞ্ছ-বৃত্তি দ্বারা তাঁকে জীবিকা অর্জ্জন করতে হয়। লোক-সমাজে নিন্দিত কোন কর্ম্মের দ্বারাও তাঁর উপার্জ্জন হতে পারে। একই সময়ে, নানারকম কাজ কোরে তিনি কিছু কিছু রোজগার করতে পারেন। তাঁর কর্ম্মের ব্যাপারে অপ্রকাশ্য কিছু থাকতে পারে, এবং অপরের দানে বা বৃত্তিতে তাঁর দিন চলাও বিচিত্র নয়। জাতকের কোন পদ বা কোন প্রতিষ্ঠা কখনই স্থায়ী হয় না, এবং তাঁর নামে অনেক সময় মিথ্যা কলঙ্ক রটনা হতে পারে। জাতকের প্রশংসা বা প্রতিষ্ঠা হলেও, সে সম্বন্ধে অনেক মতভেদ থাকে, এবং পার্থিব ব্যাপারে অনেক ওঠা-পড়ার মধ্য দিয়ে তাঁকে অগ্রসর হতে হয়।

দশমস্থ বরুণ পীড়িত হলে, জাতকের নানারকম অবস্থা বিপর্য্যয় ঘটে। মিথ্যা অপবাদে এবং অপরের ষড়যন্ত্রে তাঁর কর্ম্মনাশ, প্রতিষ্ঠাহানি, কারাবাস, এমন কি নির্ব্বাসন পর্য্যন্ত হওয়া বিচিত্র নয়। তাঁর আবেষ্টনের মধ্যে এমন কিছু অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার থাকে, যাতে তাঁর কর্ম্মজীবনকে পঙ্গু কোরে তোলে।

দশমস্থ বরুণ যদি রবি, চন্দ্র অথবা বৃহস্পতি দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতকের অসাধারণ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা হয়। কোন অদ্ভুত বা অসাধারণ ব্যাপারের সংশ্রবে তিনি যশস্বী হতে পারেন। অনেক সময় বিদেশে বা বৈদেশিক কোন ব্যাপারের জন্য তাঁর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠালাভ হয়। ধর্ম্মের বা আধ্যাত্মিক ব্যাপারের সংশ্রবে খ্যাতিলাভও তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। এ ছাড়া অন্য কোন গ্রহের দ্বারা অনুগৃহীত হলে, দশমস্থ বরুণের অশুভ ফল অনেকটা কমে বটে, কিন্তু বিশেষ ভাল কিছু হয় না।

একাদশ ভাব

রবি একাদশে

যদি পীড়িত না হয়, জাতক বন্ধুবান্ধবের সংশ্রবে প্রতিষ্ঠা ও গৌরব লাভ করেন। তাঁর উচ্চপদস্থ ও প্রতিষ্ঠাশালী অনেক বন্ধু থাকে, এবং তাঁদের সাহচর্য্য তাঁর উন্নতির সাহায্য করে। অনেক সময়, কোন উচ্চপদস্থ মুরুব্বীর সাহায্যে তাঁর পদবৃদ্ধি ও কর্ম্মোন্নতি হয়। কোন সভা, সংসদ্, পরিষদ্, কোম্পানি, করপোরেশন, প্রভৃতিতে জাতকের উচ্চপদ পাওয়াও অসম্ভব নয়, কিম্বা তাদের সংশ্রবে তাঁর অর্থলাভ বা প্রতিষ্ঠা হতে পারে। জাতকের আশা ও আকাঙ্ক্ষা সুস্পষ্ট হয়, এবং তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রায়ই পূর্ণ হয়।

একাদশস্থ রবি পীড়িত হলে, উচ্চপদস্থ বা প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তির সাহচর্য্য তাঁর ক্ষতি, বিরক্তি ও অবনতির কারণ হয়। তাঁর আকাঙ্ক্ষা খুব উচ্চ হয় বটে কিন্তু তা প্রায়ই ফলবতী হয় না। সন্তানের ব্যাপারে তাঁর নানারকম অশান্তি ও ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হয়।

একাদশস্থ রবি অনুগৃহীত হলে, জাতক অতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সাহচর্য্যে বা পৃষ্ঠপোষকতায় বিশেষ উন্নতি ও প্রতিষ্ঠালাভ করেন। তাঁর উচ্চ-আশাগুলি প্রায়ই পূর্ণ হয়, এবং অনেক সময় তিনি রাজদ্বারে সম্মানিত হয়ে থাকেন।

চন্দ্র একাদশে

যদি পীড়িত না হয়, জাতক লোকপ্রিয় হন এবং সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব থাকে। তাঁর অনুচর, সহচর বা দাসদাসীর সংখ্যা

অনেক হয়, এবং পারিবারিক ব্যাপারের বা নিজের গৃহস্থালীর কাজের সঙ্গে তাঁর আশা ও আকাঙ্ক্ষা খুব জড়িত থাকে। সাধারণ-সংশ্লিষ্ট কোন সংসদ্ বা পরিষদের ব্যাপারে তাঁর খ্যাতিলাভ করা অসম্ভব নয়। তাঁর সন্তান-সংখ্যা প্রায়ই বেশী হয়। পরিচিত ব্যক্তি বা বন্ধুবান্ধবদের তিনি নানাভাবে সাহায্য কোরে থাকেন।

একাদশস্থ চন্দ্র পীড়িত হলে, সহকারীদের জন্য অথবা বন্ধুবান্ধবের জন্য জাতকের অনেক অনর্থক চিন্তা ও ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হয়, এবং তাদের দ্বারা অনেক সময়ে নিজের যথেষ্ট ক্ষতিও হয়ে থাকে। তাদের জন্য বা তাদের দ্বারা কোন রকম অখ্যাতি প্রচার হওয়াও অসম্ভব নয়।

একাদশস্থ চন্দ্র অনুগৃহীত হলে, লোকপ্রিয়তা দ্বারা জাতক যথেষ্ট উন্নতি ও অর্থলাভ কোরে থাকেন।

মঙ্গল একাদশে

জাতকের আকাঙ্ক্ষা অপরিমিতভাবে উচ্চ হতে পারে। তিনি অনেক লোকের সঙ্গে মেশেন, এবং তাঁর অনুচর-সহচরের সংখ্যা নেহাৎ কম হয় না,—কিন্তু, মঙ্গল যদি বিশেষ ভাবে অনুগৃহীত না হয়, তাহলে তাদের সাহচর্য্য তাঁর দুঃখ, ক্ষতি ও অবনতির কারণ হয়। জাতকের উচ্চাকাঙ্ক্ষা কখনো পূর্ণ হয় না, এবং তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনেক সময় বিবাদ-বিসম্বাদ এবং নানারকম ঝঞ্ঝাটের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সন্তানের ব্যাপারেও জাতকের নানারকম অশান্তি আসে, এবং পুত্রকন্যার বিবাহের ব্যাপারে বা জামাতা-পুত্রবধূর জন্য তাঁকে অনেক মনোকষ্ট পেতে হয়। তাঁর প্রকৃত বন্ধু খুব কমই হয়, এবং পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অনেক সময় শত্রুতায় রূপান্তরিত হয়। কোন সংসদ্, পরিষদ্, কোম্পানি, করপোরেশন,

ইত্যাদির ব্যাপারে জাতকের কোনরকম ঝঞ্ঝাট, অশান্তি, এমন কি মামলা-মোকদ্দমা হওয়াও অসম্ভব নয়।

একাদশস্থ মঙ্গল যদি পীড়িত হয়, তাহলে জাতকের কোন বন্ধু তাঁর ঘোর শত্রু হয়ে ওঠেন, এবং জাতককে নানা-রকমে উৎপীড়িত ও ক্ষতিগ্রস্ত করেন। কোন কোম্পানি, করপোরেশন বা এসোসিয়েশনের সংশ্রবে তাঁর রাজদ্বারে অভিযুক্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে, এবং সহচর-অনুচরের জন্য তাঁর বিশেষ ঝঞ্ঝাট, অশান্তি ও আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। রাহু, প্রজাপতি বা বরুণের দ্বারা পীড়িত হলে, বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় জাতককে বিশেষ বিপন্ন হতে হয়।

একাদশস্থ মঙ্গল অনুগৃহীত হলে, সাহস ও উৎসাহের দ্বারা জাতক নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন। ব্যবসা-ব্যাণিজ্যে অথবা কোন কোম্পানি বা এসোসিয়েশনের সংশ্রবে জাতক যথেষ্ট লাভবান হয়ে থাকেন। কিন্তু তাহলেও অনুচর, সহচর এবং সন্তানদের জন্য তাঁর কিছু না কিছু অশান্তি ভোগ করতেই হয়।

বুধ একাদশে

যদি পীড়িত না হয়, জাতকের বন্ধু ও পরিচিত ব্যক্তির সংখ্যা খুব বেশী হয়, এবং নানা শ্রেণীর লোকের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। সহচর ও সহযোগীদের জন্য তাঁকে অনেক মাথা ঘামাতে হয়, এবং সন্তানের বিবাহের জন্যও তাঁর কোনরকম দুশ্চিন্তা উপস্থিত হওয়া সম্ভব। জাতকের অনেক সময় নিজের চেয়ে কম বয়সের ব্যক্তিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়, এবং মোটের উপর বালক ও যুবকের সঙ্গই তাঁর বেশী-ভাল লাগে। শিল্পী, সাহিত্যিক অথবা ব্যবসায়ী মহলেও তাঁর অনেক বন্ধু থাকা সম্ভব। কোন ব্যবসায়ে বা স্পেকুলেশনে জাতকের লাভ হওয়া সম্ভব, বিশেষতঃ বুধ যদি অনুগৃহীত হয়।

একাদশস্থ বুধ পীড়িত হলে, জাতক অনেক সময় বন্ধুর দ্বারা প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাঁর বন্ধুর মধ্যে অনেক বিশ্বাসঘাতক থাকে, এবং বন্ধুর জন্য তাঁকে নানারকম দুশ্চিন্তা ও অশান্তি ভোগ করতে হয়। কোন বন্ধুর জন্য জামিন হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া তাঁর পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। সন্তানের ব্যাপারেও তাঁর নানারকম উদ্বেগ ও ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হয়, এবং কোন কোম্পানি, এসোসিয়েশন, ইত্যাদির ব্যাপারে তাঁর আর্থিক ক্ষতির খুবই আশঙ্কা আছে।

একাদশস্থ বুধ অনুগৃহীত হলে, কোন শিল্পী, সাহিত্যিক অথবা ব্যবসায়ী বন্ধু বা মুরুব্বীর দ্বারা জাতক বিশেষ উপকৃত হয়ে থাকেন। বিশেষতঃ, বুধ যদি বৃহস্পতি অথবা শুক্রের দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে ঐ শ্রেণীর লোকের সাহচর্য্য তাঁর বিশেষ উন্নতি ও সৌভাগ্য-বৃদ্ধির কারণ হয়। প্রজাপতির দ্বারা অনুগৃহীত হলে, কোন লিমিটেড কোম্পানির বা কোন এসোসিয়েশনের ব্যাপারে জাতক বিশেষ লাভবান্ হতে পারেন।

বৃহস্পতি একাদশে

সদ্বংশজাত এবং ধর্ম্মশালী ব্যক্তিদের মধ্যে জাতকের অনেক বন্ধু থাকে, এবং তাঁদের সাহচর্য্য তাঁর উন্নতি ও সৌভাগ্যবৃদ্ধির কারণ হয়। সন্তানের ব্যাপারেও তাঁর যথেষ্ট আনন্দলাভ হয়, এবং সাধারণতঃ সন্তানদের বিবাহ সদ্বংশে হয়ে থাকে। তাঁর অনুচর ও সহচরদের দ্বারা তিনি যথেষ্ট উপকৃত হন, এবং তারাও তাঁর কাছ থেকে নানারকমে সাহায্য পায়। কোন ধনশালী মুরুব্বীর দ্বারা জাতকের উন্নতির খুব সহায়তা হয়, এবং কোন সংসদ্, পরিষদ্, কোম্পানি, এসোসিয়েশনের সংশ্রবে জাতক যথেষ্ট লাভবান হতে পারেন।

একাদশস্থ বৃহস্পতি অনুগৃহীত হলে, জাতকের সকল উচ্চাকাঙ্ক্ষা

ফলবতী হয়, এবং সমাজে তিনি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করেন। ভাগ্যবান্ ব্যক্তিদের সঙ্গে কুটুম্বিতা ও বন্ধুত্ব তাঁর উন্নতি ও ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধির পরিপোষক হয়। কোনরকম ব্যবসায়ে জাতক প্রভূত অর্থ লাভ করতে পারেন, বিশেষতঃ বৃহস্পতি যদি চন্দ্র, মঙ্গল, শনি, রাহু, অথবা বরুণের দ্বারা অনুগৃহীত হয় এবং কোন গ্রহের দ্বারা পীড়িত না হয়। মঙ্গলের দ্বারা অনুগৃহীত হলে, মামলা-মোকদ্দমায় অথবা কোন স্পেকুলেশনে জাতকের আশাতীত লাভ হওয়া সম্ভব।

একাদশস্থ বৃহস্পতি পীড়িত হলে, জাতকের বহু ধনী ও সদ্বংশজাত বন্ধু হয় বটে, কিন্তু তাঁদের সাহচর্য্য তাঁর আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জাতকের সামনে অনেক বড় বড় সুযোগ এসে উপস্থিত হয়, এবং তিনি অনেকের কাছে অনেক আশা পেয়ে থাকেন—কিন্তু, অধিকাংশ স্থলেই তার পরিণাম হয় আশাভঙ্গ ও মনোকষ্ট। চন্দ্র, মঙ্গল, রাহু অথবা শনির দ্বারা পীড়িত হলে জাতকের বন্ধুর জন্য বহু ব্যয় ও নানারকমে ক্ষতি হয়।

শুক্র একাদশে

যদি পীড়িত না হয়, শ্রেষ্ঠ বন্ধুভাগ্য দেয়। জাতক এত জনপ্রিয় হন যে, তাঁর পরিচিত ব্যক্তি-মাত্রেই তাঁর উন্নতির জন্য চেষ্টা করে। জাতক বন্ধুদের দ্বারা নানারকমে উপকৃত হন, এবং তাঁর কোন মহিলা বন্ধু তাঁর উন্নতি ও অর্থলাভের যথেষ্ট সাহায্য করেন। প্রোফেশনজীবীদের মধ্যে জাতকের অনেক বন্ধু থাকে, এবং বন্ধুদের সাহচর্য্যে জাতক নানারকমে আনন্দ পেয়ে থাকেন। জাতকের সন্তান-সংখ্যাও বেশী হয়।

একাদশস্থ শুক্র অনুগৃহীত হলে, জাতক অপরের সাহচর্য্যে বা কোন কোম্পানি, এসোসিয়েশন, প্রভৃতির ব্যাপারে যথেষ্ট আর্থিক লাভ কোরে ঐশ্বর্য্যশালী হয়ে উঠতে পারেন। রবি দ্বারা অনুগৃহীত হলে, জাতকের

কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সাহায্যে অর্থাগম অথবা কোন মহিলার সাহায্যে পদবৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠালাভ হতে পারে। চন্দ্র, মঙ্গল, শনি অথবা রাহুর দ্বারা অনুগৃহীত হলে, কোন ব্যবসায়ে বিপুল ঐশ্বর্য্য হয়।

একাদশস্থ শুক্র পীড়িত হলে, আশাভঙ্গ ও মনোকষ্ট এবং স্ত্রীলোক-ঘটিত ব্যাপারে অর্থনাশ, অপবাদ ও বন্ধু-বিরোধের আশঙ্কা আছে।

শনি একাদশে

জাতকের বন্ধুর সংখ্যা খুব কম হয়, এবং কর্ম্মজীবনে তিনি অপরের সাহায্য খুব কমই পান। বৃদ্ধব্যক্তিদের মধ্যে এবং তাঁর কর্ম্মচারী ও অনুচরদের মধ্যে দু'একজন বিশ্বস্ত ও হিতকারী বন্ধু তিনি পেতে পারেন, যদি শনি কোনরকমে একটুও পীড়িত না হয়। সন্তানের ব্যাপারে জাতকের নানারকমে আশাভঙ্গ ও মনোকষ্ট উপস্থিত হয়, বিশেষতঃ কন্যার জন্য তাঁর নানারকম উদ্বেগ ও চিন্তা আসে। অনেক সময় তাঁর কন্যা থাকে না, অথবা একটিমাত্র কন্যা থাকে এবং তার জন্য নানা ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়। বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে তিনি সত্যকার সাহায্য বিশেষ কিছু পান না, এবং বন্ধুদের ব্যবহার প্রায়ই তাঁর আশাভঙ্গ ও মনস্তাপের কারণ হয়ে ওঠে। তিনি কখনই জনপ্রিয় হতে পারেন না।

একাদশস্থ শনি পীড়িত হলে, নানারকমে জাতকের আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ হয়। রবি, চন্দ্র অথবা মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হলে, জাতকের আজীবন মনোকষ্টে কাটে, এবং কি আত্মীয় কি বন্ধু, কারো সঙ্গে তাঁর বনে না। গৃহেই হোক, সমাজেই হোক্, কর্ম্মস্থানেই হোক্, তাঁর সঙ্গ কেউই তেমন পছন্দ করে না।

একাদশস্থ শনি অনুগৃহীত হলে, কর্ম্মস্থলে জাতক দু'চারজন উপকারী

সুহৃদ্ পেতে পারেন, কিন্তু সমাজে তাঁর বন্ধুত্ব খুব কম লোকই কামনা করে।

রাহু একাদশে

জাতকের বন্ধুভাগ্য ভাল হয় না। বন্ধুদের সংশ্রব প্রায়ই তাঁর ক্ষতি, অপবাদ ও অবনতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় বন্ধুসঙ্গ থেকে তাঁর অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিত বিপদ এসে উপস্থিত হয়। বন্ধুর দ্বারা প্রতারিত হওয়া বা বন্ধুদের ষড়যন্ত্রে কোনরকমে বিপন্ন হওয়া তাঁর পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। তাঁর কখনই কোন বন্ধুর সঙ্গে বেশীদিন বনে না, এবং বন্ধুবিচ্ছেদ তাঁর প্রায় লেগেই থাকে। তাঁর আশা ও আকাঙ্ক্ষা খুব উচ্চ হতে পারে, কিন্তু বেশীর ভাগ সময়েই তাঁর আকাঙ্ক্ষা নির্দ্দিষ্ট আকারে গড়ে ওঠে না, কাজেই তাঁর আশা প্রায়ই মেটে না। কোন কোম্পানি, এসোসিয়েশন, ইত্যাদির ব্যাপারে তাঁর কোন অদ্ভুত বিপদ উপস্থিত হতে পারে। কোন দূর বিদেশে বা দুর্গম স্থানে বন্ধুর জন্য বিপদগ্রস্ত হওয়ারও খুব আশঙ্কা তাঁর আছে। বন্ধুর জন্য নানারকমে তাঁর অপব্যয় হয়, এবং বন্ধু ও অনুচরের দ্বারা চুরি ও প্রতারণা এই যোগের একটা ফল।

একাদশস্থ রাহু পীড়িত হলে, উপরের ফলগুলি খুব প্রবলভাবে ঘটে, এবং সন্তানের জন্য জাতকের নানারকম অপ্রত্যাশিত ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হয়। জাতকের বন্ধুর সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত।

একাদশস্থ রাহু অনুগৃহীত হলে, কোন ব্যবসায়ে বা জুয়া কি স্পেকুলেশনে জাতক বিশেষ লাভবান হয়ে থাকেন (বিশেষতঃ, রাহু যদি চন্দ্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি অথবা শুক্রের দ্বারা অনুগৃহীত হয়), কিন্তু সে

লাভের সঙ্গে অবাঞ্ছনীয় কিছু জড়িয়ে থাকে। এই যোগে, নীচ ব্যক্তিদের সঙ্গে সংশ্রব জাতকের লাভের কারণ হতে পারে।

কেতু একাদশে

জাতকের খুব কম লোকের সঙ্গেই বন্ধুত্ব হয়। জাতক অপরের সঙ্গ বড় একটা পছন্দ করেন না, এবং যে দু'চারজনের সঙ্গে তিনি মেশেন তাদের দ্বারা কোনই উপকার পান না। আত্মীয়-কুটুম্বের সঙ্গেও তাঁর ভাল বনে না, এবং তাঁর হয় কোন উচ্চাভিলাষ থাকে না, না হয় অপূর্ণ উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁর তীব্র মনোকষ্টের কারণ হয়। জাতকের অতি নীচ বা স্বার্থপর দু'একজন বন্ধু থাকতে পারে, কিন্তু তাদের সাহচর্য্য তাঁর দুঃখেরই কারণ হয়ে পড়ে। তিনি নিজেও বন্ধুর বিশেষ কোন কাজে লাগেন না।

কেতু যদি অনুগৃহীত হয়, তাহলে যোগী, উদাসী বা সন্ন্যাসীর মধ্যে জাতকের দু'চারজন বন্ধু থাকা সম্ভব, এবং তাঁদের সাহচর্য্য তাঁর উন্নতি বা ভাগ্যবৃদ্ধির কারণ হতে পারে। কোন বিদেশী বা ম্লেচ্ছ মুরুব্বীর সাহায্যেও জাতকের অর্থাগম ও পদবৃদ্ধি হওয়া অসম্ভব নয়।

একাদশস্থ কেতু পীড়িত হলে, জাতক অবিশ্বাসী বন্ধুর দ্বারা পরিত্যক্ত এবং বিশেষ বিপদাপন্ন হন। স্ত্রী-পুত্র এবং আত্মীয়-কুটুম্বের ব্যাপারেও তাঁর অনেক আশাভঙ্গ ও মনোকষ্ট হয়। জাতকের কোন সময়ে একেবারে নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করাও বিচিত্র নয়।

প্রজাপতি একাদশে

বন্ধুত্বের ব্যাপারে জাতকের অদ্ভুত ও অসাধারণ অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্কে অভিনবত্ব কিছু থাকেই। যেমন অকস্মাৎ ও অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর বন্ধুত্ব হয়, তেমনি অকস্মাৎ ও অপ্রত্যাশিত-

ভাবে বিচ্ছেদও হয়ে থাকে। অপরের সঙ্গে সংশ্রব তাঁর প্রভূত লাভ এবং ক্ষতির কারণ হতে পারে। বন্ধুত্বের ব্যাপারে তিনি প্রায়ই খাম-খেয়ালি হন—যাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব অশোভন হয়ত তাঁর সঙ্গেই বন্ধুত্ব করেন। সংসদ্, পরিষদ্, কোম্পানি, এসোসিয়েশন, ইত্যাদির সঙ্গে সংশ্রব তাঁর জীবনের একটা বড় ঘটনা, এবং তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা অনেক সময় এর সঙ্গে জড়িত থাকে। সহসা তাঁর আশা পূর্ণ হয়, এবং অকস্মাৎ তাঁর আশাভঙ্গ হয়। তাঁর বন্ধুত্ব কখনো স্থায়ী হয় না, ইচ্ছা কোরেই হোক্ আর বাধ্য হয়েই হোক্, বন্ধুর সঙ্গে তাঁকে বিচ্ছিন্ন হতে হয়।

একাদশস্থ প্রজাপতি পীড়িত হলে, খামখেয়ালী বন্ধু বা মুরুব্বীর জন্য জাতকের আশাভঙ্গ ও ক্ষতি হয়। তাঁর কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেশীদিন স্থায়ী হয় না, এবং কোন কোম্পানি বা এসোসিয়েশনের সংশ্রবে তাঁর বিশেষ ক্ষতি ও মনোকষ্ট হবার আশঙ্কা আছে।

একাদশস্থ প্রজাপতি অনুগৃহীত হলে, জাতকের উচ্চাভিলাষ অদম্য হয়, এবং শক্তিশালী বন্ধুর সাহায্যে তাঁর আকাঙ্ক্ষা সহসা পূর্ণ হয়। বৈজ্ঞানিক ও প্রতিভাশালী ব্যক্তির মধ্যে, এবং আবিষ্কারক, উদ্ভাবক, প্রভৃতির মধ্যে তাঁর সহায়ক বন্ধু অনেক থাকতে পারে। কোন কোম্পানি, করপোরেশন এসোসিয়েশন, ইত্যাদি থেকে সহসা তিনি বহু অর্থ পেয়ে থাকেন।

বরুণ একাদশে

জাতকের বন্ধুর সংখ্যা অগণ্য হয়। তাঁর বন্ধুর মধ্যে নানারকমের বিচিত্র লোক থাকতে পারে, এবং বরুণ যদি অনুগৃহীত না হয়, তাহলে বন্ধুর জন্য তাঁর নানারকম বিশৃঙ্খল ব্যাপার ও গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। তাঁর অনুচর ও সহচরের মধ্যে পঙ্গু, অক্ষম, নিরাশ্রয়, সাধু, পণ্ডিত, সন্ন্যাসী,

সব রকমের লোক থাকতে পারে। বন্ধুর দ্বারা তাঁর অসাধারণ উপকার বা অসাধারণ ক্ষতি হতে পারে। সন্তানের ব্যাপারে জাতকের অদ্ভুত ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হয়—তা ছাড়া, সন্তানের বিবাহে বা জামাতা কি পুত্রবধুর জন্য অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিত গণ্ডগোল উপস্থিত হতে পারে।

একাদশস্থ বরুণ পীড়িত হলে, জাতক আত্মীয় ও বন্ধুর দ্বারা নানারকমে বিপদাপন্ন, এমন কি, কারারুদ্ধ পর্য্যন্ত হতে পারেন। বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর ষড়যন্ত্রে তাঁর আর্থিক ক্ষতি বা সম্পত্তিনাশও আশ্চর্য্য নয়।

একাদশস্থ বরুণ অনুগৃহীত হলে, জাতক কোন মুরুব্বী বা বন্ধুর সাহায্যে অসাধারণ উন্নতি ও অর্থলাভ কোরে থাকেন।

দ্বাদশ ভাব

রবি দ্বাদশে

জাতকের উন্নতিতে নানারকম বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হয়, এবং তাঁর জীবনের একটা অংশ দুঃখ ও দুর্ভাগ্যে কাটে। জাতকের শারীরিক বা মানসিক একটা দুরারোগ্য ব্যাধি থাকা সম্ভব, যাতে কোরে তাঁকে কম বেশী অসমর্থ কোরে তোলে। তাঁর নানারকম নিন্দা বা অপবাদ হওয়া বিচিত্র নয়, এবং পিতা, অভিভাবক বা উপরিওয়ালার দ্বারা তাঁকে কোন না কোন রকমে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। তাঁর পিতার অল্পবয়সে মৃত্যু, কিম্বা পিতার সঙ্গে বিচ্ছেদ হতে পারে। জাতক আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় কোরে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হতে পারেন। বাইরে চাল বজায় রাখবার জন্য তাঁর অতিরিক্ত ব্যয় হওয়া অসম্ভব নয়।

দ্বাদশস্থ রবি পীড়িত হলে, জাতকের চক্ষুরোগ কিম্বা শিরোরোগ হওয়া সম্ভব। কোন বংশগত রোগেও তিনি কর্ম্মে অক্ষম হয়ে পড়তে পারেন। বংশগত অবস্থার জন্য অথবা পিতা কি অভিভাবকের জন্য তাঁর সাফল্যে বাধা উপস্থিত হয়। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির অসন্তোষেও তাঁর নানারকম ঝঞ্ঝাট ও অশান্তির সৃষ্টি হয়। তিনি কখনই প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন না, এবং নানারকমে তাঁর নিন্দা হয়। রাজদণ্ডে তাঁর অর্থনাশ হওয়ায় আশঙ্কা আছে, এবং জীবনের কোন না কোন সময়ে তাঁকে বন্ধনের মধ্যে থাকতে হয়। পৈত্রিক বাসভূমি ত্যাগ করা বা দূর দেশে নির্ব্বাসিত হওয়া তাঁর পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়।

দ্বাদশস্থ রবি অনুগৃহীত হলে, জাতক সামান্য অবস্থা থেকে বিশেষ

উন্নতি ও প্রতিষ্ঠালাভ কোরে থাকেন। কোনরকম ত্যাগ বা দানের দ্বারা তাঁর অসাধারণ খ্যাতি বা যশ হতে পারে। দ্বাদশস্থ রবি যদি বলবান হয়, এবং কোন গ্রহ দ্বারা পীড়িত না হয়ে, বলবান্ চন্দ্র, বৃহস্পতি, শনি বা প্রজাপতি দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতক অসাধারণ উচ্চপদ, খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। দ্বাদশস্থ রবি, অনুগৃহীত হলেও, অতিরিক্ত ব্যয় নির্দ্দেশ করে, এবং জাতক প্রায়ই বিশেষ কিছু সঞ্চয় করতে পারেন না।

চন্দ্র দ্বাদশে

শুভ যোগ নয়, যদি না চন্দ্র বিশেষভাবে অনুগৃহীত হয়। পারিবারিক অবস্থার জন্য তাঁর উন্নতির অনেক বিঘ্ন ঘটে, এবং তিনি পরিবার থেকে প্রায়ই বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকেন। জাতককে নানারকমে বাসকষ্ট ভোগ করতে হয়, এবং স্বদেশ থেকে দূরে বা কোন দুর্গম স্থানে তিনি বাস করতে পারেন। নির্জ্জনে কোন আশ্রমে বা মন্দিরেও তিনি বাস করতে পারেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করাও তাঁর পক্ষে বিচিত্র নয়। জাতকের জীবনে গোপনীয় কিছু থাকে, যা প্রকাশিত হলে তাঁর নিন্দিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সম্ভব।

দ্বাদশস্থ চন্দ্র পীড়িত হলে, নানারকম দুর্ঘটনায় জাতকের উন্নতির বাধা ও অবনতি হয়ে থাকে। পিতামাতা, স্ত্রীপুত্র, প্রভৃতির জন্য তাঁর নানারকম ঝঞ্ঝাট ও অশান্তি উপস্থিত হয়, এবং দুর্ভাগ্যের জন্য বাধ্য হয়ে তাঁকে দূর বিদেশে বাস করতে হয়। তাঁর পৈত্রিক অর্থ ও সম্পত্তি প্রায়ই নষ্ট হয়ে যায়। স্ত্রীলোক-ঘটিত কোন গুপ্ত ব্যাপারে তাঁর কর্ম্মহানি, অপবাদ, অবনতি এবং দুর্দ্দশা ঘটে। কোন বিপদে বা দৈবদুর্ব্বিপাক তিনি সর্ব্বস্বান্ত হতে পারেন।

দ্বাদশস্থ চন্দ্র অনুগৃহীত হলে, আত্মত্যাগ ও পরসেবায় জাতক জীবন উৎসর্গ করতে পারেন, এবং তা থেকে তাঁর আনন্দ ও উন্নতি দুইই হতে

পারে। গৃহভূমির ব্যাপারে জাতক খুব লাভবান্ হতে পারেন, এবং অপরের কাছ থেকে দানসূত্রে তিনি অর্থ বা সম্পত্তি লাভ করতে পারেন। সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে অর্থ বা সম্পত্তি প্রাপ্তিও অসম্ভব নয়। ভ্রমণে ও বিদেশ-বাসে জাতকের অর্থলাভ ও প্রতিষ্ঠা হতে পারে।

মঙ্গল দ্বাদশে

যদি বিশেষ অনুগৃহীত না হয়, তাহলে অত্যন্ত অশুভ যোগ। জাতক শত্রুর দ্বারা অত্যন্ত উৎপীড়িত হন, এবং নানারকম আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাঁর উন্নতির বাধা ও অবনতি হয়। মিথ্যা অপবাদে তাঁর কর্ম্মহানি এবং শত্রুর বিশ্বাসঘাতকতায় ও ষড়যন্ত্রে তাঁর কারাবাস পর্য্যন্ত হতে পারে। গুপ্ত শত্রুর দ্বারা তাঁর কোন রকম আঘাতপ্রাপ্তিও বিচিত্র নয়। তাঁর নানারকমে অপব্যয় হয়, এবং মঙ্গল বেশী পীড়িত হলে, কোনরকম দুর্ঘটনায়, হঠকারিতায় বা মামলা-মোকদ্দমায় তিনি সর্ব্বস্বান্তও হতে পারেন। জাতকের জীবনে পূর্ণ উন্নতি কখনই হয় না, এবং তাঁর কোন কাজ বিনা বাধায় বা সুশৃঙ্খলে হয় না।

দ্বাদশস্থ মঙ্গল পীড়িত হলে, জাতকের মানহানি ও অপবাদ অবশ্যম্ভাবী; কখনো না কখনো ফৌজদারী কোন ব্যাপারে জড়িত হয়ে তাঁকে অপদস্থ হতে হয়। নানারকম অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় তাঁর অঙ্গহানি বা অঙ্গবৈকল্য হওয়াও অসম্ভব নয়। দুর্ঘটনায় পায়ে বা চোখে আঘাত লাগার খুবই সম্ভাবনা আছে। নানারকমে তাঁর অপব্যয় হয়, এবং দুর্ঘটনায় কোন গুরুতর ক্ষতি হতে পারে। ভ্রাতার সঙ্গে বিবাদের এবং ভ্রাতার জন্য তাঁর নিজের দুঃখ ও অবনতির খুবই সম্ভাবনা। হঠকারিতা বর্জ্জন না করলে, তাঁকে অনেক দুঃখ পেতে হয়। জীবনের কোন না কোন সময়ে তাঁকে কারাগারে, হাঁসপাতালে বা কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে আটক থাকতে হয়।

দ্বাদশস্থ মঙ্গল অনুগৃহীত হলে, এবং কোন গ্রহের দ্বারা পীড়িত না হলে, দুঃখ ও দুর্দ্দশা থেকে বিশেষ চেষ্টা ও সাহসিক কর্ম্মের দ্বারা জাতক উন্নতি কোরে থাকেন। বিশেষতঃ, মঙ্গল যদি রবি বৃহস্পতি, শুক্র অথবা প্রজাপতির দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে জাতক নিজের পুরুষকারে নিজেকে গৌরবান্বিত করতে পারেন। অপরের দুঃখ, দুর্দ্দশা ও ক্ষতি থেকে জাতক নিজের প্রতিষ্ঠা ও ঐশ্বর্য্যলাভ কোরে থাকেন। কিন্তু দ্বাদশস্থ মঙ্গল যতই অনুগৃহীত হোক্, জাতকের বাধাবিঘ্ন, ঝঞ্ঝাট ও শত্রুপীড়া থাকেই।

বুধ দ্বাদশে

জাতক নিজের শক্তির অনুপাতে সুযোগ পান না। জাতকের মধ্যে একটা ভীরুতা বা ইতস্ততের ভাব থাকতে পারে, যার জন্য জাতকের উন্নতির বিঘ্ন হওয়া সম্ভব। তাঁর মধ্যে মনোভাব গোপন করবার একটা ঝোঁক থাকতে পারে এবং গুপ্ত বা গোপনীয় কোন ব্যাপারে জড়িত হয়ে তাঁর উন্নতির বাধা বা অবনতি হওয়া অসম্ভব নয়। অপরের অনুকরণ করতে গিয়ে বা অপরের দ্বারা পরিচালিত হয়ে, তাঁর ক্ষতি, অপবাদ, অর্থনাশ ও অবনতি হতে পারে। কোন লেখাপড়ার ব্যাপারে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত বা অপদস্থ হতে পারেন, এবং কাগজ-পত্রে তাঁর নামে অপবাদ-প্রচারও অসম্ভব নয়। আত্মীয় স্বজনের জন্য ব্যয় ও ঝঞ্ঝাট এই যোগের একটা ফল, এবং কোন ভগ্নীর সংশ্রবে জাতকের বিশেব ক্ষতি বা ব্যয় হতে পারে।

দ্বাদশস্থ বুধ পীড়িত হলে, নিজের বুদ্ধির দোষে জাতকের কর্ম্মহানি ও অবনতি হয়। মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হলে, হঠকারিতার জন্য, শনির দ্বারা পীড়িত হলে, অতি সাবধানতা বা ভীরুতার জন্য, বৃহস্পতি দ্বারা পীড়িত হলে, অহমিকার জন্য তাঁর অধঃপতন হয়। লোক-সমাজে জাতকের

নিশ্চয়ই অখ্যাতি রটনা হয়ে থাকে, এবং প্রতারণা বা বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁর অর্থ ও সম্পত্তি নষ্ট হয়।

দ্বাদশস্থ বুধ অনুগৃহীত হলে, জাতক কৌশল ও কূটবুদ্ধি দ্বারা উন্নতি করতে পারেন, এবং অনেক সময় গুপ্তভাবে বা কোন গোপনীয় ব্যাপার থেকে অনেক অর্থ পেয়ে থাকেন। গুপ্ত সাধনার পক্ষে এই যোগ কতকটা অনুকূল বটে, কিন্তু জাতকের আধ্যাত্মিক অনুভূতি খুব বেশী হয় না।

বৃহস্পতি দ্বাদশে

যদি পীড়িত না হয়, জাতক বিনা আড়ম্বরে এবং সহজভাবে উন্নতি কোরে থাকেন। জাতকের সদ্ব্যয় হয়, এবং আসবাবপত্র ও স্ত্রীপুত্রের জন্য তিনি খরচ কোরে থাকেন। সাধারণতঃ জাতকের অপব্যয় হয় না, এবং দানসূত্রে তিনি কোন সদ্বংশজাত বা ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির কাছ থেকে অর্থ বা সম্পত্তি পান। গৃহে উৎসবাদির জন্য এবং পুত্রকন্যার বিবাহাদিতে জাতকের ব্যয়-বাহুল্য ঘটে। তাঁর শত্রু সংখ্যা খুব কম, এবং অনেক সময় তাঁর শত্রু মিত্র হয়ে উঠে তাঁর উন্নতির সাহায্য করে। জাতকের মধ্যে দার্শনিকের ভাব থাকা সম্ভব, এবং বৃহস্পতি বিশেষ অনুগৃহীত হলে, জাতকের ধর্ম্মভাব প্রবল হয়, ও তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। তাঁর উন্নতির বিঘ্ন আপনা আপনি সরে যায়।

দ্বাদশস্থ বৃহস্পতি অনুগৃহীত হলে, লোকচক্ষুর অগোচরে, বিনা বাধায় জাতকের অপ্রত্যাশিত উন্নতি হয়। অনেক সময়, তাঁর উন্নতিতে লোক আশ্চর্য্য হয়ে যায়। তাঁর উন্নতির বিশেষ বাধা বিঘ্ন হয় না, এবং প্রায় সব কাজ বিনা বাধায় ও সুশৃঙ্খলে হয়ে যায়। জাতকের সহসা গুপ্তধন বা দৈবধন লাভ হতে পারে।

দ্বাদশস্থ বৃহস্পতি পীড়িত হলে, অতিরিক্ত আড়ম্বর-প্রিয়তার জন্য

জাতকের বহু ব্যয় হয়। উৎসবে, আমোদ-প্রমোদে, সাজ-পোষাকে, আসবাবপত্রে এবং নিজের বাহাদুরী দেখাবার জন্য জাতক অবস্থাতিরিক্ত ব্যয় কোরে থাকেন, এবং তাতে কোরে তাঁর উন্নতির বাধা ও অবনতি হওয়ারও আশঙ্কা আছে। কোন দীর্ঘস্থায়ী মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপারেও জাতকের অর্থনাশ, অপবাদ বা সম্পত্তি হানি হওয়া বিচিত্র নয়। সন্তানের জন্য তাঁর অতিরিক্ত ব্যয় ও ক্ষতি হতে পারে।

শুক্র দ্বাদশে

জাতকের জীবনে কোন অভিনব প্রেমের ব্যাপার এসে উপস্থিত হয়, এবং তার জন্য তাঁকে অনেক ত্যাগ-স্বীকার ও অর্থব্যয় করতে হয়। যদি শুক্র না বিশেষ ভাবে পীড়িত হয়, তাহলে এই প্রেমের ব্যাপার প্রায়ই লোকচক্ষুর অগোচরে থাকে। এই শুক্র যদি রবি, চন্দ্র, বৃহস্পতি, শনি অথবা রাহুর দ্বারা অনুগৃহীত হয় এবং কোন পাপগ্রহের দ্বারা পীড়িত না হয়, তাহলে কোন গুপ্তপ্রেমের ব্যাপারে প্রণয়পাত্রীর সংশ্রবে জাতক যথেষ্ট অর্থ ও প্রতিষ্ঠা পেয়ে থাকেন।

দ্বাদশস্থ শুক্র সাধারণতঃ জাতকের জীবনে একাধিক স্ত্রীলোকের প্রভাব সূচনা করে। স্ত্রীলোকের জন্য ও বিলাসব্যসনে তাঁর অনেক ব্যয় হয়। আমোদ-প্রমোদের ব্যাপারেও তাঁর ক্ষতি বা অবনতি হতে পারে। স্ত্রীর জন্য জাতকের ঝঞ্ঝাট ও ক্ষতি হওয়াও অসম্ভব নয়, এবং কোন স্ত্রীলোকের দ্বারা তাঁর শত্রুতা ও তাঁর নামে অপবাদ প্রচার হতে পারে। অনেক সময়, তাঁর নিজের স্ত্রীই তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়ান এবং সেজন্য তাঁকে অপদস্থ হতে হয়।

দ্বাদশস্থ শুক্র পীড়িত হলে, স্ত্রীলোকের শত্রুতায় জাতককে বিশেষ উৎপীড়িত হতে হয়, এবং অবৈধ প্রেমের জন্য তাঁর কলঙ্ক রটা ও অপদস্থ

হওয়া বিচিত্র নয়। গুপ্ত প্রণয়ের ব্যাপারে শত্রুতা ও বিবাদ-বিসম্বাদের খুবই সম্ভাবনা আছে, এবং নিজের স্ত্রী বা অন্য স্ত্রীলোকের জন্য অপব্যয়ে জাতকের বিশেষ ক্ষতি হতে পারে। নিজের স্ত্রীর সংশ্রবেও জাতকের কোনরকম নিন্দা বা অপবাদ হওয়া বিচিত্র নয়; এবং স্ত্রীর জন্য তাঁর নানারকমে অশান্তি হতে পারে। অতিরিক্ত বিলাসে বা আমোদ-প্রমোদে জাতকের দুর্ব্বলতা ও দুরারোগ্য ব্যাধি হওয়ার খুবই আশঙ্কা আছে। চক্ষু ও মূত্রাশয় বা জননেন্দ্রিয়ের পীড়া সম্বন্ধে জাতকের সতর্ক থাকা উচিত। শুক্র বিশেষ পীড়িত হলে, জাতক স্ত্রীলোকের দ্বারা সর্ব্বস্বান্ত হতে পারেন।

দ্বাদশস্থ শুক্র অনুগৃহীত হলে, সামাজিকতা ও মধুর ব্যবহারের দ্বারা জাতক শত্রুজয় কোরে থাকেন, এবং তিনি কোন স্ত্রীলোকের কাছে গুপ্ত দান পেয়ে ঐশ্বর্য্যশালী হতে পারেন। তাঁর জীবনে কোন অসাধারণ প্রেমের ব্যাপার উপস্থিত হতে পারে,এবং তা থেকে তিনি নানারকমে লাভবান হয়ে থাকেন। বিনা পরিশ্রমে বা অল্প পরিশ্রমে জাতকের উন্নতি হয়ে থাকে, এবং ভোগবিলাসের উপকরণ তাঁর যথেষ্ট বর্ত্তমান থাকতে পারে।

শনি দ্বাদশে

যদি বিশেষ অনুগৃহীত না হয়, জাতকের উন্নতির পথে নানা প্রতিবন্ধক এসে উপস্থিত হয়, এবং তাঁর কোন কাজ সুশৃঙ্খলে হয় না। সঞ্চয়শীলতার অভাবের জন্য,অথবা অতিরিক্ত সঞ্চয়শীলতার বা কৃপণতার জন্য তাঁর ক্ষতি ও অবনতি হয়ে থাকে। জাতকের জীবনে কোন এক সময় তাঁকে নির্জ্জনে বা অজ্ঞাতবাসে থাকতে হয়, এবং আলস্য, দীর্ঘসূত্রিতা বা অতি-সাবধানতার জন্য তাঁর দুঃখ ও অধঃপতন হওয়া সম্ভব। উপরওয়ালার অসন্তোষের জন্য অথবা সুযোগের অভাবের জন্যও তাঁর কর্ম্মহানি বা উন্নতির বিঘ্ন হওয়া

অসম্ভব নয়। দুঃখবাদ, সঙ্গভীরুতা বা সঙ্গবিমুখতা তাঁর উন্নতির বিশেষ বাধা। শনি যদি পীড়িত হয়, কোনরকম দুর্ঘটনায় তাঁর আসবাব-পত্র বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি নষ্ট হতে পারে। জাতকের দু-চার জন গুপ্তশত্রু তাঁকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত করবার চেষ্টা কোরে থাকে, এবং তাদের দ্বারা তিনি দীর্ঘ-কাল ধ'রে উৎপীড়িত হন। তাঁর উন্নতির বাধা শীঘ্র বা সহজে দূর হয় না।

দ্বাদশস্থ শনি পীড়িত হলে, জাতকের কখনই পূর্ণ উন্নতি হয় না, এবং নানা বাধা-বিঘ্ন ও দুঃখ-কষ্টের মধ্যে তাঁর জীবন কাটে। রবি, চন্দ্র, বৃহস্পতি অথবা শুক্র দ্বারা পীড়িত হলে, জাতকের জীবনের কোন না কোন সময় বিশেষ দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যে অতিবাহিত হয়। এই যোগে, জাতক সংসার ত্যাগ কোরে নির্জ্জনবাসে বা অজ্ঞাতবাসে জীবন কাটাতে পারেন। অক্ষমতা বা পঙ্গুত্বের জন্য তাঁর কোন স্থানে আবদ্ধ হয়ে থাকাও বিচিত্র নয়। এক সঙ্গে রবি ও মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হলে, শনি যদি কোন গ্রহ দ্বারাই অনুগৃহীত না হয়, তাহলে জাতকের কারাবাস অবশ্যম্ভাবী।

দ্বাদশস্থ শনি অনুগৃহীত হলে, জাতক নিজের চেষ্টা ও পরিশ্রমের দ্বারা তাঁর উন্নতির বাধাবিঘ্ন দূর করতে পারেন, এবং হিসাব ও সাবধানতার দ্বারা ধীরে ধীরে উন্নতি করেন। তাঁর মধ্যে প্রায়ই সঞ্চয়ীর ভাব দেখা যায়, এবং সঞ্চয় ও সাবধানতা দিয়ে তিনি অর্থ সম্পত্তি করতে পারেন। দ্বাদশস্থ শনি যদি চন্দ্র, বৃহস্পতি অথবা বরুণের দ্বারা অনুগৃহীত হয়, তাহলে ভূমি, উদ্যান, প্রভৃতি এবং কৃষি বা কৃষিজাত দ্রব্যাদি থেকে জাতক লাভবান হন।

রাহু দ্বাদশে

যদি বিশেষ অনুগৃহীত না হয়, নানারকম গণ্ডগোল ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ঘটনায় জাতকের ক্ষতি ও অবনতি হয়। তাঁর নানারকমে অপব্যয় হয়, এবং চুরি, প্রতারণা, প্রভৃতিতে তাঁর অর্থ বা সম্পত্তিনাশ অসম্ভব নয়। সম্ভোগের

ব্যাপারে তাঁর বহু ব্যয় হয়ে থাকে, এবং নানারকমে তাঁর দ্রব্যাদির অপচয় হয়। জাতকের এক স্থানে স্থির হয়ে থাকা সম্ভব হয় না, এবং ভ্রমণ ও স্থান-পরিবর্ত্তনে তাঁর অনর্থক ব্যয় ও ক্ষতি হওয়ায় আশঙ্কা আছে। তাঁর নামে নানারকম কলঙ্ক ও অপবাদ রটনা হতে পারে,এবং শত্রুর ষড়যন্ত্রে তাঁর কর্ম্ম-হানি, অবনতি ও নানারকম বিপদ ঘটাও বিচিত্র নয়, এমন কি, শত্রুর ষড়যন্ত্রে তিনি কোন ব্যাপারে ফৌজদারী সোপরদ্দও হতে পারেন। তাঁর বহু ব্যয় হলেও, কোন ব্যয় সুশৃঙ্খলে হয় না, এবং অনেক সময় তাঁর অস্থাবর সম্পত্তি চুরি, প্রতারণা বা দুর্ঘটনায় নষ্ট হয়ে যায়। তাঁর উন্নতির পথে বিচিত্র ও অপ্রত্যাশিত নানা প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়, এবং পূর্ণ উন্নতি তাঁর কখনই হয় না। দ্বাদশস্থ রাহু সঞ্চয়ের বিরোধী।

দ্বাদশস্থ রাহু পীড়িত হলে, জাতক কর্ম্মস্থানে কখনই শান্তি পান না। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রে ও বিশ্বাস-ঘাতকতায় তাঁর ন্যায্য উন্নতিও প্রতিরুদ্ধ হয়, এবং সত্য মিথ্যা নানারকম অপবাদ তাঁর অবনতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অবহেলা, ইন্দ্রিয়াসক্তি, মাদক-সেবন, দ্যূতক্রীড়া, প্রভৃতিতে তাঁর অর্থ ও সম্পত্তি নষ্ট হয়, এবং এই সব ব্যাপারের জন্য অতি হীন অবস্থায় তাঁকে দিন কাটাতে হয়। শত্রুর ষড়যন্ত্রে কারাবাস বা দেশত্যাগও তাঁর পক্ষে বিচিত্র নয়।

দ্বাদশস্থ রাহু অনুগৃহীত হলে, কোন নীচ ব্যক্তির দান গ্রহণ কোরে বা অন্যায়ভাবে প্রাপ্ত অর্থে জাতক সহসা ধনবান্ হন। কিন্তু রাহু যতই অনুগৃহীত হোক্, অপব্যয় ও লোকাপবাদ দেয়ই।

কেতু দ্বাদশে

অজ্ঞতা, অক্ষমতা বা কর্ম্মবিমুখতা জাতকের উন্নতির অন্তরায় হওয়া সম্ভব। নানারকম অদ্ভুত বা অস্বাভাবিক ঘটনায় তাঁর অবনতি ও দুর্দ্দশা

হয়ে থাকে। জাতকের উন্নতির বাধা সহজে দূর হয় না, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অশান্তি ও ঝঞ্ঝাটের জন্য তাঁর সমস্ত কর্ম্ম পণ্ড হয়ে যায়। নীচ ব্যক্তির ও অধস্তন কর্ম্মচারী বা ভৃত্যাদির শত্রুতা ও বিশ্বাসঘাতকতায় জাতক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। জীবনের কোন না কোন সময়ে তাঁকে অতি দুর্গম প্রদেশে সম্পূর্ণ নির্জ্জনবাসে থাকতে হয়। কোন দুর্ঘটনায় বা দুরারোগ্য ব্যাধিতে তাঁর পঙ্গুত্ব আসাও অসম্ভব নয়। জীবনের এক সময়ে তাঁকে বন্ধনের মধ্যে থাকতে হয়ই।

দ্বাদশস্থ কেতু পীড়িত হলে. জাতক অপদার্থ ও জড়-পিণ্ডের মত জীবন কাটান, এবং অনেক সময় কোন আঘাত বা দুর্ঘটনায় তাঁর অঙ্গহানি বা অঙ্গবৈকল্য ঘটে থাকে। শত্রু-পীড়ায় তাঁর দারিদ্র্য ও দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। তাঁর কারাবাসের বিশেষ আশঙ্কা আছে।

দ্বাদশস্থ কেতু অনুগৃহীত হলে, জাতকের বিশেষ আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়ে থাকে। বিশেষতঃ, রবি, চন্দ্র, বৃহস্পতি অথবা বরুণের দ্বারা অনুগৃহীত হলে, জাতক জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ করতে পারেন। তাঁর অপ্রত্যাশিতভাবে অসাধারণ সম্মান, যশ বা প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। চন্দ্র, শুক্র অথবা শনির দ্বারা অনুগৃহীত হলে, জাতক অপ্রত্যাশিতভাবে গুপ্ত বা দৈব ধন লাভ করতে পারেন।

প্রজাপতি দ্বাদশে

জাতকের উন্নতির পথে হঠাৎ বাধা উপস্থিত হয়। কোন অচিন্তনীয় দুর্ঘটনায় শেষ মুহূর্ত্তে তাঁর ঈপ্সিত কর্ম্ম নষ্ট হয়ে যায়। অভাবনীয়ভাবে ও অকস্মাৎ তাঁর অর্থ বা সম্পত্তি নষ্ট হতে পারে। নিজের খামখেয়াল এবং অহঙ্কার তাঁর উন্নতির প্রধান অন্তরায়। খামখেয়ালিতে তিনি অনেক পয়সা নষ্ট কোরে থাকেন,এবং ঝোঁকের মাথায় খরচ কোরে বিপদগ্রস্ত হতে

পারেন। অনেক সময় তাঁর কোন বন্ধু শত্রু হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে বিশেষ বিপদ্‌গ্রস্ত করে। কোন অভিনব ব্যাপারে লিপ্ত হয়েও তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। সামাজিক বা রাজনৈতিক সংস্কারমূলক কোন কাজের জন্য তাঁর নিন্দা, অপবাদ, কারাবাস, নির্ব্বাসন, প্রভৃতি হওয়াও অসম্ভব নয়। জাতক সহসা স্বদেশ ত্যাগ কোরে দূরদেশে চলে যেতে পারেন।

দ্বাদশস্থ প্রজাপতি পীড়িত হলে, অকস্মাৎ জাতকের অর্থনাশ ও অধঃপতন হয়, এবং প্রবল শত্রুর অত্যাচারে তাঁর বন্ধন বা নির্ব্বাসন অবশ্যম্ভাবী।

দ্বাদশস্থ প্রজাপতি অনুগৃহীত হলে, জাতকের বিশেষ আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়ে থাকে, এবং সাধারণ-সংশ্লিষ্ট কোন কাজের সংশ্রবে জাতক সহসা বিশেষ লাভবান্ হন। তাঁর উন্নতির বাধা অকস্মাৎ ও অপ্রত্যাশিত-ভাবে সরে যায়, বিশেষতঃ প্রজাপতি যদি রবি, চন্দ্র, বৃহস্পতি অথবা শুক্রের দ্বারা অনুগৃহীত হয়।

বরুণ দ্বাদশে

কর্ম্মের সংশ্রবে নানা বিচিত্র ঘটনা জাতকের উন্নতির পথরোধ কোরে দাঁড়ায়। তাঁর ব্যয়ের কোন শৃঙ্খলা থাকে না, এবং অনেক সময়, সম্পূর্ণ অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, বাধ্য হয়ে তাঁকে ব্যয় করতে হয়। জাতকের অনেক দূর-ভ্রমণ হয়, এবং সে ভ্রমণের মধ্যেও কোনরকম রহস্য বা বৈচিত্র্য থাকে। কোন গুপ্ত বা গোপনীয় ব্যাপারে জড়িত হয়ে তাঁর ক্ষতি ও অবনতি হয়ে থাকে। কোন রকম মাদকাসক্তি বা ইন্দ্রিয়-পরায়ণতায় তাঁর দুরারোগ্য ব্যাধি বা পুংস্ত্ব নিয়ে আসতে পারে। জীবনের এক সময় জাতকের বিশেষ দুঃখ ও দারিদ্র্যে অতিবাহিত হয়, এবং অপরের বদান্যতায় তাঁর জীবিকা চলাও অসম্ভব নয়।

দ্বাদশস্থ বরুণ পীড়িত হলে,জাতকের অজ্ঞাতবাস বা কারাবাস নিশ্চয়ই হয়। তাঁকে কোন না কোন সময়ে আশ্রম, হাঁসপাতাল, ছত্র, প্রভৃতি দাতব্য প্রতিষ্ঠানে থাকতে হয়। বরুণ বিশেষ পীড়িত হলে, তাঁর পঙ্গু ও ভিক্ষাজীবী হওয়াও অসম্ভব নয়।

দ্বাদশস্থ বরুণ অনুগৃহীত হলে, অপরের দুঃখ বা দুর্দ্দশা থেকে জাতক লাভবান্ হয়ে থাকেন। তাঁর সহসা ও অপ্রত্যাশিতভাবে বেশ কিছু অর্থ বা সম্পত্তি পাওয়া সম্ভব। রবি, চন্দ্র অথবা বৃহস্পতি দ্বারা অনুগৃহীত হলে, জাতকের বিশেষ আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়ে থাকে, এবং ধর্ম্মের ব্যাপারে ত্যাগের জন্য লোকের কাছে তিনি যথেষ্ট সম্মানিত হন।

গ্রন্থকারের

জ্যোতিষের গ্রন্থ

মাসফল	১৲
লগ্নফল	১৲
ফলিত জ্যোতিষের মূলসূত্র	১৷৹
সরল জ্যোতিষ (যন্ত্রস্থ)	১৷৹

নাটক

নিবেদিতা	১৲